পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1544, Saturday, 23 September 2023 FREE www.parichoy.com

ট্রাম্পের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষায় ভোটে লড়ব - নিউ ইয়র্কে বাইডেন

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয়- জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের ৫ খাতে বিনিয়োগ বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র-৫ম পাতায়
- যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নিয়মিত চুরি, মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ কর্মী গ্রেপ্তার-৫ম পাতায়
- সুদসহ বাংলাদেশের পুরো ঋণ শোধ করেছে শ্রীলঙ্কা-৫ম পাতায়
- ভিয়েতনামকে কি চীনের বিকল্প ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র - ৭ম পাতায়
- ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ায় পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ পেতে গোপন সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক না পাঠানোর মানে কী-৮ম পাতায়
- চীন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কে 'সমস্যা দেখছে না' যুক্তরাষ্ট্র - রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে ৯৬ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলছে গবেষণা-৮ম পাতায়
- জলবায়ু সংকট এড়াতে ধনী দেশগুলোকে সৎ হতে হবে : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -৯ম পাতায়

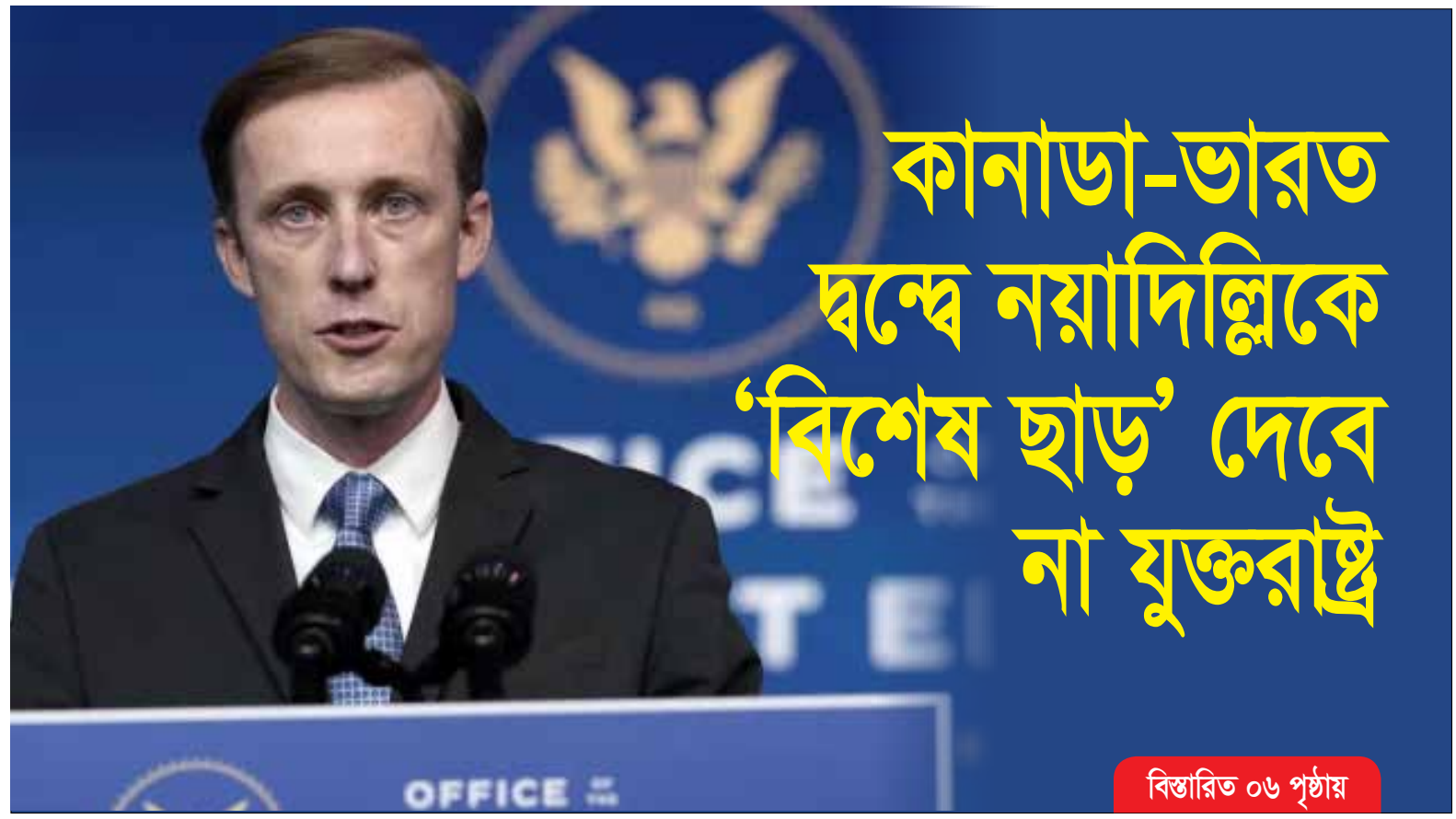

কানাডা-ভারত দ্বন্দ্বে নয়াদিল্লিকে 'বিশেষ ছাড়' দেবে না যুক্তরাষ্ট্র

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

কারো স্যাংশনে কিছু যায় আসে না

নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম শুরু

কারো স্যাংশনে কিছু যায় আসে না- নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কে স্যাংশন দিলো, কাকে দিলো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। নির্বাচনে জনগণ যাকে ভোট দিবে সেই বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এখন ভোটের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বহু নেতাকর্মীর রক্তের বিনিময়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ে এসেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ভোটেই আমরা নির্বাচিত, কেউ ক্ষমতা হাতে তুলে দেয়নি। গত ২২শে সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ মিশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, বাংলাদেশে এখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের কোনো সুযোগ নেই এবং লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সংবিধান লঙ্ঘন করে কেউ যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এটি ভুলে গেলে চলবে না।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ বিকল্প উপায়ে ক্ষমতায় আসতে চাইলে তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এটা মাথায় রাখতে হবে। তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।শুরুটা কারা করলো, সেটা আগে দেখতে হবে। দেখে পরে স্যাংশন দেবে। আর যদি আওয়ামী লীগকে টার্গেট করে থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ভিসা নিষেধাজ্ঞা সুখকর অভিজ্ঞতা নয় - বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার

পরিচয় ডেস্ক: আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এ অভিজ্ঞতাটি সুখকর নয় বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের আগে আর কোনো ধরনের বিবৃতি বা পদক্ষেপ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মনে হবে। ফলে এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে।'

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে রাতে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। এ সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষনা দিয়েছে। এটি নতুন কিছু নয়। ভিসা নীতি সরকারের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে, স্থানীয় রাজনৈতিক কোন কোন দল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল। তবে ভিসা নীতি প্রয়োগে বিরোধী দলের রাজনীতিকরাও রয়েছেন।'

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিষয়টি আগেই জানানো হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, 'র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের যায়গাগুলো আমলে নেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে বাংলাদেশ উত্তরণ করছে। *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ৫ খাতে বিনিয়োগ বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কমার্শিয়াল কনস্যুলার জন ফে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি। ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি হোটেলে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নানা দিক তুলে ধরেন। বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে বিনিয়োগের আদর্শ জায়গা হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে এই ধারা অব্যাহত রাখতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পরামর্শও *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নিয়মিত চুরি, মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ কর্মী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নিরাপত্তা কর্মচারীদের নগদ অর্থ ও জিনিসপত্র চুরির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরের ২৯ জুন ওই কর্মচারীরা অন্তত ৬০০ ডলার ও যাত্রীর ব্যাগে থাকা অন্যান্য জিনিস চুরি করেন। অভিযুক্তরা পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের (টিএসএ) কর্মী।

বিমানবন্দরের চেকপয়েন্টে ব্যাগ থেকে টাকা পয়সা ও মালামাল চুরির বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয়

- জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করে জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি, মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এ আহবান জানান। বরাবরের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী বাংলায়ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বৈশ্বিক ঝুঁকি, খাদ্য নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা ইস্যুসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব ইস্যুতে সরকারের নেয়া পদক্ষেপও তুলে ধরেন। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক গঠনেরও প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রম সংঘটনে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার হতে দেয়া হয় না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, এ বছর *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

সুদসহ বাংলাদেশের পুরো ঋণ শোধ করেছে শ্রীলঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: দুই বছর আগে মুদ্রা বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের কাছ থেকে যে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা, তার পুরোটাই শোধ করেছে দেশটি।

শ্রীলঙ্কা শেষ কিস্তির ৫০ মিলিয়ন বা ৫ কোটি ডলার ও ঋণের সুদ বাবদ ৪৫ লাখ ডলার ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে পরিশোধ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২০২১ সালের মে মাসে এক বছর মেয়াদে এ ঋণ নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। তবে গত বছর অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হলে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে তারা। সে কারণে কয়েকবার ঋণ পরিশোধে সময় নেয় *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

হরদীপ হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য কারণ রয়েছে - নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের এক ফাঁকে সংবাদ সম্মেলনে জাস্টিন ট্রুডো

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য সৌদি আরব ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।প্রতিদিন আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছি। - মোহাম্মদ বিন সালমান

ক্রমাগত ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার কারণে বিশ্ব অস্থির হয়ে উঠেছে - জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

যতদিন শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকবেন সংঘাত আরো খারাপের দিকে যাবে এবং সংঘাত আরো বাড়তে থাকবে। সরকার পদত্যাগ না করলে দেশ সংঘাতের দিকে যাবে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

কানাডা সন্ত্রাসীদের ‘নিরাপদ স্বর্গ’ বলেছে ভারত

কানাডা-ভারত দ্বন্দ্বে নয়াদিল্লিকে ‘বিশেষ ছাড়’ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এ বিষয়ে ভারতকে বিশেষ কোনো ছাড় যুক্তরাষ্ট্র দেবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তিনি এ কথা জানান।

চলতি বছরের শুরুর দিকে রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটনে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে সময় তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সে সময় বাইডেন জানিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। বছর না পেরোতেই যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি এমন কঠোর অবস্থানে গেল।

কানাডা-ভারত দ্বন্দ্ব নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে কি নাড়এমন এক প্রশ্নের জবাবে জ্যাক সুলিভান বলেন, ‘কোন দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা বিবেচনার বিষয় নয়, যুক্তরাষ্ট্র তার নীতিতে অটল থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটি আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বিষয়টিকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। এটি নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং করতে থাকব। এখানে কোনো দেশকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে না।’

জ্যাক সুলিভান বলেন, ‘এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ছাড় দেওয়া হয় না। যেকোনো দেশ নির্বিশেষে আমরা আমাদের নীতিতে অটল থাকব।’ এ সময় তিনি এ বিষয়ে কানাডাসহ অন্য মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে জানিয়ে সুলিভান বলেন, ‘আমরা কানাডাসহ অন্য মিত্রদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করব, যেহেতু তাদের নিজস্ব আইন ও কূটনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।’

কানাডা ও ভারত দুই দেশের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র নিবিড়ভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে জ্যাক সুলিভান বলেন, ‘আমরা কানাডা সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি...এবং আমরা ভারত সরকারের সঙ্গেও এ বিষয়ে নিয়মিত কথা বলছি।’ এ সময় তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়নি।

এর আগে গত সোমবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কানাডা সরকার জানায়, গত জুনে কানাডার একটি শিখ মন্দিরের সামনে খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার (৪৫) হত্যার পেছনে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন জড়িত এবং এ বিষয়ে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

হরদীপ হত্যায় ভারতের সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক:শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যায় ভারতের সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে কানাডা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কানাডা সরকারের একটি দায়িত্বশীল সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। সূত্রটির ভাষ্য, হরদীপ হত্যায় ভারতীয় এজেন্টদের সম্ভাব্য জড়িত থাকা-সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে।

হরদীপ কানাডায় বসবাসকারী শিখ নেতা ছিলেন। গত জুনে তিনি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ১৯৭৭ সালে ভারতের পাঞ্জাব থেকে কানাডায় গিয়েছিলেন হরদীপ। পাঞ্জাবের শিখদের স্বাধীন রাষ্ট্র খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন হরদীপ। ভারতের অভিযোগ, হরদীপ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন খালিস্তানি টাইগার ফোর্স ও ভারতে নিষিদ্ধ শিখস ফর জাস্টিসের কানাডা শাখার নেতা ছিলেন। ভারতের চোখে তিনি সন্ত্রাসী ও ফেরার ছিলেন। তাঁকে দেশে ফেরত আনতে আগ্রহী ছিল ভারত।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গত সোমবার পার্লামেন্টে বলেছেন, ৪৫ বছর বয়সী হরদীপ হত্যায় ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁর দেশের গোয়েন্দাদের হাতে রয়েছে। কানাডার মাটিতে একজন কানাডীয় নাগরিককে হত্যার সঙ্গে বিদেশি সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি তাঁর দেশের সার্বভৌমত্বের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন। ট্রুডোর এমন মন্তব্যের পর সোমবার কানাডায় ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (র) প্রধানকে বহিষ্কার করে অটোয়া।

ভারত দ্রুত ট্রুডোর বক্তব্যকে অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করে। একই সঙ্গে অটোয়ার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারতে নিযুক্ত কানাডার এক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিককে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয় নয়াদিল্লি।

কানাডা সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রটি গতকাল বলেছে, সোমবার প্রকাশ্যে যে তথ্য অটোয়া প্রকাশ করেছে, সেটিসহ এই হত্যার বিষয়টি নিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

তথ্যগুলো স্পর্শকাতর হওয়ায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে কানাডার এই কর্মকর্তা (সূত্র) বলেন, অটোয়ার কাছে থাকা প্রমাণ যথাযথ সময়ে জানানো হবে।

বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

কানাডা সন্ত্রাসীদের ‘নিরাপদ স্বর্গ’ বলেছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: কানাডাকে সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ স্বর্গ বলে দাবি করেছে ভারত। শিখ নেতা হরদীপ সিং খুনের জেরে দুই দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা চলছে, তার মধ্যেই এমন দাবি করলো নয়া দিল্লি। ভারত যদিও অনেক আগে থেকেই অভিযোগ করে আসছিল যে, কানাডায় খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ঘাঁটি গেঁড়ে তৎপরতা চালিয়ে আসছে। তবে এবার এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি কানাডাকে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়ার দাবি করলো দেশটি।

সম্প্রতি কানাডায় গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জর। কানাডার অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে ভারত সরকার সরাসরি জড়িত। খোদ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো দেশটির পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ তুলেছেন। তবে এতে ভীষণ চটেছে ভারত। অভিযোগ অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি দেশটি। কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রদান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, কানাডায় ভারতবিরোধী শক্তি মদত পাচ্ছে।ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত বড় ইস্যু।

সন্ত্রাসবাদকে এখন আর্থিক মদত এবং সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। আমরা জানি এটা আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান করছে। কিন্তু যদি বিদেশে সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্যের কথা বলা হয়, তাহলে কানাডার কথা বলতে হবে। সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। এখন সেটাই মূল বিষয়।

আগেই বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বড়সড় ভাবে জলঘোলা হয়েছে। কানাডা ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। পাল্টা কানাডার এক কূটনীতিককে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। সেখানেই থেমে না থেকে কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। এবার কানাডাকেই সন্ত্রাসবাদে মদত দেয়ার জন্য দায়ী করলো দেশটি।

ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে কানাডা। ওই দেশগুলির সঙ্গে কথা হয়েছে ভারতেরও। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এ ইস্যুতে কানাডার তদন্তে সহায়তা করতে বলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের সহযোগী। অন্যদিকে মোদি সরকারের অধীনে ভারতের সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মজবুত হয়ে উঠছে। এশিয়াতে চীনের আধিপত্য ঠেকাতে ভারতকে ব্যবহার করতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। চীন ইস্যু অস্ট্রেলিয়ার কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

হরদীপ সিং হত্যাকাণ্ড: জি-২০ সম্মেলনেও মোদির কাছে উদ্বেগ জানান বাইডেনসহ বিশ্বনেতারা

পরিচয় ডেস্ক: শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড নিয়ে কানাডা ও ভারতের মধ্যে কয়েক দিন ধরে উত্তেজনা চলছে। তবে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন আগেই দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ বিশ্বনেতারা।

জি-২০ সম্মেলনে হরদীপ সিং হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনার

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

ফক্স ও নিউজ করপোরেশনের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেন রুপার্ট মারডক

পরিচয় ডেস্ক:ফক্স ও নিউজ করপোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মিডিয়া মোগল ও মার্কিন ধনকুবের রুপার্ট মারডক। বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মীদের উদ্দেশে লিখিত বার্তায় এ ঘোষণা দেন তিনি। খবর আলজাজিরার।

এক বিবৃতিতে তার কোম্পানিগুলো জানিয়েছে, মারডকের ছেলে ল্যাচলান মারডক নিউজ করপোরেশনের একমাত্র চেয়ারম্যান হবেন এবং তিনিই ফক্সের

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষায় ভোটে লড়ব - নিউ ইয়র্কে বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চান, এ কারণে আবারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন জো বাইডেন। যদিও তাঁর বয়স ইস্যুটি হরহামেশাই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। জো বাইডেনের বয়স এখন ৮০ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের এযাবৎকালের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট তিনি। তাই তাঁর বয়স নিয়ে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জানেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

বাইডেন সাধারণত বয়স নিয়ে কোনো কথা বলেন না। তবে গত সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে ব্রডওয়ে থিয়েটারে তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউক্রেন ও কোভিড-১৯ সংকটের মতো সমস্যা সমাধানে তাঁর অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছে।

বাইডেন বলেন, 'আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। কারণ, গণতন্ত্র ঝুঁকিতে আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।' ডেমোক্র্যাট এই নেতা আরও বলেন, তিনি স্বৈরশাসকদের কাছে মাথা নোয়াবেন না। তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তাঁর মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন (এমএজিএ) স্লোগানটি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতোই। উল্লেখ্য, মতামত জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকান ভোটাররা আগামী নির্বাচনে বাইডেনের বয়স নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিগত ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করেছিলেন এবং আগামী বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যদি ট্রাম্প আবার রিপাবলিকান প্রার্থী হন, তাহলে এ দুজনকে দ্বিতীয়বারের মতো ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে লড়বেন।

বাইডেন বলেন, 'আমি যখন চার বছর আগে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমরা আমেরিকার আত্মার জন্য লড়াই করছি। সে লড়াই এখনো চলছে।'

৮০ বছর বয়স্ক বাইডেন বলেন, এখন আত্মসন্তুষ্টির সময় নয় এবং সে জন্যই তিনি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আসুন আমরা কাজটা শেষ করি। আমি জানি, আমরা পারব।' তিনি 'ম্যাগা চরমপন্থীদের' প্রতি নিন্দা জানিয়ে রিপাবলিকান মঞ্চগুলোকে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতি হুমকি বলে বর্ণনা করেন।এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এঙ্গুয়েন ফু ত্রং। ছবি: এএফপি

ভিয়েতনামকে কি চীনের বিকল্প ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ই বেইজিংওয়াশিংটন বাণিজ্য যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। প্রযুক্তি পণ্যে অতিমাত্রায় চীননির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করেছেন ট্রাম্প। চীনও পাল্টা পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। সেই থেকেই চীনের বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। 'বিশ্বের কারখানা' খ্যাত চীনের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই নজর রাখছে ওয়াশিংটন। এই তালিকায় সবার আগে থাকছে ভারত এবং ভিয়েতনাম।

সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলন শেষ করেই ভিয়েতনাম সফরে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ও কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা, এনজিও কার্যক্রম, জেলাখানার পরিস্থিতি এবং শ্রম আইন নিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় সরকারের সমালোচক দুই অধিকারকর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে দিতে রাজি হয়েছে ভিয়েতনাম সরকার।

এদিকে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে উচ্চাশার কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সফররত ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে গতকাল বুধবার নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। সেখানে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে এক বক্তৃতায় তিনি ভিয়েতনামযুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব নিয়ে কথা বলেছেন।

দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘ যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে সম্পর্ক উন্নয়নে উভয়ের উদ্যোগী ও সমঝোতার মনোভাবের কথাও তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যেই ভিয়েতনাম সফরে গিয়েছিলেন জো বাইডেন। এ সফর যুক্তরাষ্ট্রের চীননির্ভরতা কমানোর প্রচেষ্টার একটি অংশ বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক শত্রুভাবাপন্ন এ দেশ দুটি তাদের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিস্তৃত কৌশলগত সহযোগী' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুরুত্বপূর্ণ এ পদক্ষেপের ফলে এ দুই দেশের মধ্যে আস্থা তৈরি হবে।

চীনের সঙ্গে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা মোকাবিলা করতে ও চিপ তৈরির মতো প্রযুক্তিতে চীননির্ভরতা কমাতে এশিয়ায় বন্ধু রাষ্ট্র তৈরি করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে অ্যাপল থেকে ইনটেলের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ট্রাম্পই নিজেই নিয়েছিলেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে অন্যতম দিন ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি। ওই দিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয় ঠেকিয়ে দিতে কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটলে হামলা চালিয়েছিলেন। ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, ওই ফল বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরই ছিল। গত রোববার এনবিসি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। তিনি আবারও দাবি করেছেন, ওই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছিল। তবে অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন, নির্বাচনে কোনো কারচুপি হয়নি।

এ প্রসঙ্গ ওই অনুষ্ঠানের উপস্থাপকের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, 'আপনি কি জানেন, এই বিষয়ে আমি কার কথা শুনেছিলাম? নিজের কথা। আমি দেখেছি, কী ঘটেছিল।'

ওই নির্বাচনের ফল বদলে দিতে গিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েছেন ট্রাম্প। জর্জিয়ার ফল বদলে দেওয়ার চেষ্টা তিনিসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এ মামলায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন তিনি।

সিএনএন

ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ায় পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ পেতে গোপন সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন সহায়তায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণ পেতে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে একটি চুক্তিও করে ইসলামাবাদ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্টারসেপ্ট এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়।

দুটি শক্ত সূত্রের বরাতে ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের মধ্যে হওয়া এই গোপন অস্ত্র চুক্তির তথ্য জানিয়েছে দ্য ইন্টারসেপ্ট। পাশাপাশি অস্ত্র চুক্তিটি নিয়ে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একাধিক গোপন নথিতেও তথ্য মিলেছে।

তিন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি আছে পাকিস্তানের। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র ও গোলাবারুদের সংকটে ভুগছে ইউক্রেন। ঠিক এমন সময়ে জানা যাচ্ছে দেশটি পাকিস্তানের কামানের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

মেলানিয়া কি ট্রাম্পকে ছেড়ে চলে গেছেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরেই বিপাকে আছেন তিনি। কাছের অনেক মানুষই সরে আছেন দূরে। স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পও সেই তালিকায় আছেন কি না তা নিয়ে চলছে জল্পনা। একসঙ্গে দুজনকে না দেখে অনেকেই মন্তব্য করছেন, বিয়ে ভেঙে গেছে এই দম্পতির। ট্রাম্পের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে মেলানিয়ার। তবে আসলে ব্যাপারটি সে রকম কিছু নয়। এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

আমার বাবা ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নেই!' পোস্ট ট্রাম্পপুত্রের!

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মারা গেছেন? স্বয়ং ট্রাম্পপুত্রের এক্স (পূর্বতন ট্যুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে এরকমই একটা লাইন পোস্ট করা হয়েছে। সারা পৃথিবী জানল না, ট্রাম্প সহসা মারা গেলেন! না, মুহূর্তে জানা গেল ঘটনা মোটেই তা নয়। ট্রাম্পের ছেলের সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়েছে। সেই হ্যাকড হওয়া অ্যাকাউন্ট থেকেই বাবার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল! ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের অ্যাকাউন্ট থেকে শুধু যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মৃত্যুসংবাদই প্রচারিত হয়েছে তাই নয়, উত্তর কোরিয়া থেকে জেফ্রি এপস্টেইন- ভুল খবর প্রচারিত হয়েছে এই প্রসঙ্গেও। যা যা পোস্ট হয়েছে ট্রাম্পের ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে, তার কিছু নমুনা :

ওনর্থ কোরিয়া ইজ অ্যাবাউট টু গেট স্মোকড্

ওআই অ্যাম স্যাড *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

উদ্দেশ্য পূরণ হবে না বলে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না ইইউ

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক না পাঠানোর মানে কী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ উপযোগী নয়" বলে ছোট আকারের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে পারে বলে তারা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এক ব্রিফিং-এ ইইউর পর্যবেক্ষণ দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তারা বাজেট স্বল্পতার কারণে পাঠাচ্ছে না।"

প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে এই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।" আর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন. নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক পাঠানো বা না পাঠানোর ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে দেশের জনগণের ওপর।"

অন্যদিকে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াৎ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমরা নিজেরাইতো দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। তাহলে এখানে ইইউ পর্যবেক্ষক দল এসে কী নির্বাচন

পর্যবেক্ষণ করবে?"

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আগে বাংলাদেশে আসা প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত জুলাই মাসে ছয় সদস্যের একটি প্রাক-নির্বাচন অনুসন্ধান দল বাংলাদেশ সফর করে। তারা নির্বাচন কমিশন ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠক করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে। তারা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেন। তারা অনুসন্ধান করে ইইউর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেলের কাছে প্রতিবেদন ও সুপারিশ দেন। তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে বুধবার চিঠি দিয়ে নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান জোসেপ বোরেল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও চিঠির কপি দিয়ে বিষয়টি জানানোর হয়েছে। চিঠিতে নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ উপযোগী নয় বলে জানানো হয়েছে।

আরো বলা হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পুরণ করা হবে কী না তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। আর বাজেটের স্বল্পতার কথাও বলা হয়েছে। তবে ইইউ বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে থাকার জন্য বিকল্প বিবেচনায় রাখছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের সময় ছোট আকারের একটি বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাতে পারে তারা। পূর্ণাঙ্গ টিমে দুইশরও বেশি সদস্য থাকে। তারা সাধারণত নির্বাচনের আগে , নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরে পর্যবেক্ষণ করেন।

নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিং-এ জানান,চবাজেট স্বল্পতার কারণে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ টিম পাঠাবে না বলে জানিয়েছে।"

তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) মেইলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন ইমেইলটি পাঠিয়েছেন।

সেই মেইলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তাদের পূর্ণাঙ্গ একটি মিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে যা বললেন বৃটিশ প্রতিমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে বৃটেন। নিউ হোপ গ্লোবালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিনের পাঠানো এক চিঠির জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন বৃটেনের ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যান মারি ট্রিভেলিয়ান। ওই চিঠিতে তিনি বলেন, আমরা আশা করি যে খালেদা জিয়াসহ বাংলাদেশে যারা আটক আছেন তাদের মানবাধিকার নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আচরণ করা হবে। বন্দি ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার সততা ও স্বাধীনতা নিয়ে আমরা নিয়মিত বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়েও আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

চীন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কে ‘সমস্যা দেখছে না’ যুক্তরাষ্ট্র - রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত ও অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখছে। এটা খুবই কঠিন বিষয়। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশ রাশিয়ার সঙ্গে যে পারমাণবিক চুক্তি করেছে এবং ভারতের সঙ্গে যেসব চুক্তি করছেড়সেগুলো নিয়ে ওয়াশিংটনের কোনো সমস্যা নেই।

গত ২১ সেপ্টম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অফিস অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স ও সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের (এসআইপিজি) যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে এ কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এক প্রশ্নের জবাবে পিটার হাস বলেন, ‘বাংলাদেশ রাশিয়া, চীন, ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে।’ এ সময় তিনি বলেন, এতে ওয়াশিংটন কখনোই কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো বিষয় হস্তক্ষেপ করে না।

রাষ্ট্রদূত হাস বলেন, ‘বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত ও অন্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখছে। এটা খুবই কঠিন বিষয়।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ রাশিয়ার সঙ্গে যে পারমাণবিক চুক্তি করেছে, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করছেড়এসব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমস্যা নেই।’

রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে পিটার হাস বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত রোহিঙ্গাদের ফেরানো সম্ভব হয়নি। তবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধন হয়েছে, সেখানে গণহত্যা হয়েছে। মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে ফিরিয়ে নিতে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ৯৬ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলছে গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: মোবাইল ফোন ও মোবাইল ইন্টারনেট জীবনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে বলে মনে করেন বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যবহারকারী। তবে ৯৬ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

নরওয়ে ভিত্তিক বহুজাতিক টেলিকম কোম্পানি টেলিনরের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। এশিয়ার ৮টি দেশের ৮ হাজার ২২৭ মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ওপর জরিপ চালিয়েছে টেলিনর। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছেড়বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই সর্বোচ্চ সংখ্যক (১ হাজার ১৫৫) মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী এ সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

২০২২ সালের জুলাইয়ে এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। লিঙ্গ ও বয়স ভেদে সমান সংখ্যক উত্তরদাতা এতে ছিলেন। ১৮ বছর থেকে বয়োবৃদ্ধ ব্যবহারকারী এ

সমীক্ষায় অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী চার প্রজন্মের মধ্যে ছিলেনড়জেনারেল জেড (জন্ম ১৯৯৭২০১২) ; মিলেনিয়াল (জন্ম ১৯৮১১৯৯৬) ; জেনারেশন এক্স (জন্ম ১৯৬৫১৯৮০) এবং বেবি বুমার (জন্ম ১৯৪৬১৯৬৪)। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের কাছে এই সমীক্ষার সঙ্গে টেলিনরের সম্পৃক্ততার কথাও প্রকাশ করা হয়নি।

এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিলড়মোবাইল ফোনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা এবং কীভাবে মোবাইল এশীয়দের জীবন, কর্মক্ষেত্র ও বিনোদন বদলে দিচ্ছে।

‘টেলিনর এশিয়া ডিজিটাল লাইভস ডিকোডেড’ শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আটটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশি ব্যবহারকারীই পরিবর্তিত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। প্রায় ৯৭ শতাংশ ব্যবহারকারী মনে করেন, আগামী বছরগুলোতে প্রযুক্তির *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

জলবায়ু সংকট এড়াতে ধনী দেশগুলোকে সৎ হতে হবে - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জলবায়ুর আসন্ন সংকট এড়াতে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর (ধনী) জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 'ইসিওএসওসি চেম্বারে জলবায়ু ন্যায্যতা প্রদান: ত্বরান্বিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অভিযোজন ও সবার জন্য প্রাথমিক সতর্কবার্তা বাস্তবায়ন' শীর্ষক জলবায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা শীর্ষক সম্মেলনের উচ্চ স্তরের বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি ধনী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন ও আসন্ন সংকট এড়াতে তাদের ন্যায্য অংশীদারত্বের বিষয়ে সৎ থাকবে।

বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বলেন, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে অভিযোজন ও আগাম সতর্কতায় বিনিয়োগ করা সঠিক। আমরা আশা করি আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা জলবায়ু ন্যায্যতা প্রদানের জন্য এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিবের দুটি উদ্যোগে সমর্থন দিতে বাংলাদেশ এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছে।

জলবায়ু ন্যায্যতার একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যেকোনও গঠনমূলক পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশ ভুমিকম্প মডেলিং নিয়ে দেশব্যাপী একটি প্রদর্শনী মহড়া করতে জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছে।

তিনি বলেন, তারা আর্থ অবজারভেটরি হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু টু নিয়ে কাজ করছেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিভুজাকার সহযোগিতার মাধ্যমে অন্য দুর্বল দেশগুলোর সঙ্গে তার দক্ষতা বিনিময় করতে ইচ্ছুক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সবার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা এমডিবি এবং আইএফআইকে এই ধরনের প্রচেষ্টায় যোগ দিতে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, উজরা জেয়াকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জননিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ছবি : বাসস

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, হস্তক্ষেপ নয়, বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জননিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার এক বৈঠকে হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এখানে ৭৮তম জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততার বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

উজরা জেয়া বলেন, তারা বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অহিংস নির্বাচন চান।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারাও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। তিনি বলেন, জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনো সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অংশ না নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধীরা দেশে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি না করে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সবার সহযোগিতা জরুরি। এ সময় দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও আলোচনা হয়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দফতরের দ্বিপাক্ষিক কক্ষে ২০ মিনিটের এ বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট ও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

মোমেন বলেন, 'সহিংসতামুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে প্রচেষ্টা বাড়াতে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো বহুগুণ বাড়াতে বৈশ্বিক সম্প্রদায় বিশেষ করে আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের কাছে চারটি প্রস্তাব তুলে ধরে তিনি বলেন,ও মিয়ানমার থেকে উদ্ভূত এই (রোহিঙ্গা) সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গত সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৈনন্দিন কর্মসূচি সম্পর্কে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করার সময় এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অহিংস নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বিশেষে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারব।'

এক প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

আব্দুল মোমেন বলেন, ইসি একটি আইনের আওতায় গঠিত এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করেন না। এমনকি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করতে পারেন না। কোনো সরকারি কর্মচারী অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকলে ইসি তাকে সাময়িক বরখাস্ত বা শাস্তি দিতে পারে।

তিনি আরো বলেন, ভোট কারচুপি হলে ইসি কোনো ভোটকেন্দ্রের *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের সাইড লাইনে বৈঠক করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

বৈঠকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদের কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্বারোপ যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলর ডেরেক এইচ শোলে। নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এ কথা জানান তিনি।

গত সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে দুজনের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিসহ সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্টে ডেরেক এইচ শোলে বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার পাশাপাশি গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এর আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সফর করেন এই মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তা। সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় ডেরেক এইচ শোলের । সাক্ষাতকারে রাজনৈতিকভাবে, নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে দুদেশের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সূত্র বাসস

বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে, রিজার্ভ কমছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে ২৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্য অনুযায়ী এই অর্থ আগের বছর একই সময়ের চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি।

২০২২ সালের জুলাইয়ে সুদে আসলে বিদেশি ঋণ শোধ করতে হয়েছিলো ১৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এর মধ্যে মুল ঋণ ছিল ১১ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। এর এই বছরের জুলাইয়ে তা হলো ১৪ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। আর সুদ হলো ১১ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। যা গত বছরের জুলাইয়ে ছিলো ছয় কোটি ৪৭ লাখ ডলার।

চলতি অর্থ বছরে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে ৩২৮ কোটি ডলার শোধ করতে হবে। আগের অর্থ বছরে শোধ করতে হয়েছে ২৭৪ কোটি ডলার। আর এখ পর্যন্ত বিদেশি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮২.৮৫ বিলিয়ন ডলার।

ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে ইআরডি বলছে, বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা বড় বড় প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থ ছাড় বৃদ্ধি পেয়েছে। মেট্রো রেল, মাতারবাড়ি, কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে থাকায় সম্প্রতি এগুলো জন্য অর্থ ছাড় বেড়েছে। বাংলাদেশ যদি এখন নতুন করে আর কোনো বিদেশি ঋণ না নিলেও এপর্যন্ত করা ঋণ শোধ করতে ২০৬২ সাল পর্যন্ত লেগে যাবে । আর গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেছে ।ছয় বছর পর ২০২৯-৩০ অর্থ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১৫ কোটি ডলার। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশকে ১১০ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিলো। ১০ বছরে ২০২১-২২ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০১ কোটি ডলার।

এদিকে ঋণের অর্থনেতিক সহায়তা ছাড় কমছে। জুলাই মাসে অর্থ ছাড় ৪০ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের মতো, গত অর্থবছরের জুলাইয়ে যা ছিল ৪৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অবশ্য ঋণের প্রতিশ্রুতি বেড়েছে। জুলাই মাসে ৫০ লাখ ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসে ছিল ১১ লাখ ডলারের কম। বাংলাদেশের জন্য পাইপ লাইনে ৪০ হাজার কোটি ডলার আছে।

গত ৩০ জানুয়ারি আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোন করেছে। যার প্রথম কিস্তি ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার ছাড় করেছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ঋণ এক হাজার ৮১৬ কোটি ডলার, এডিবির কাছে এক হাজার ৩২৮ কেটি ডলার, জাপান ৯২৩ কোটি ডলার, রাশিয়া ৫০৯ কেটি ডলার এবং চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ৪৭৬ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই মাসে তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলেছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ছয় মাসে বাংলাদেশে কোটিপতি হিসাব বেড়েছে ৩ হাজার ৬০৮

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফা বেড়েছে অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের। যার প্রভাবে কোটিপতি হিসাব বাড়ছে ব্যাংকে। গত ছয় মাসে কোটি টাকার হিসাবে যোগ হয়েছে আরও ৩ হাজার ৬০৮টি। ফলে চলতি বছরের জুন শেষে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪টিতে।

ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ ব্যাংকে ১ কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক হিসাবও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের জুন শেষে কোটিপতি হিসাবে জমা আছে ৭ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে কেন

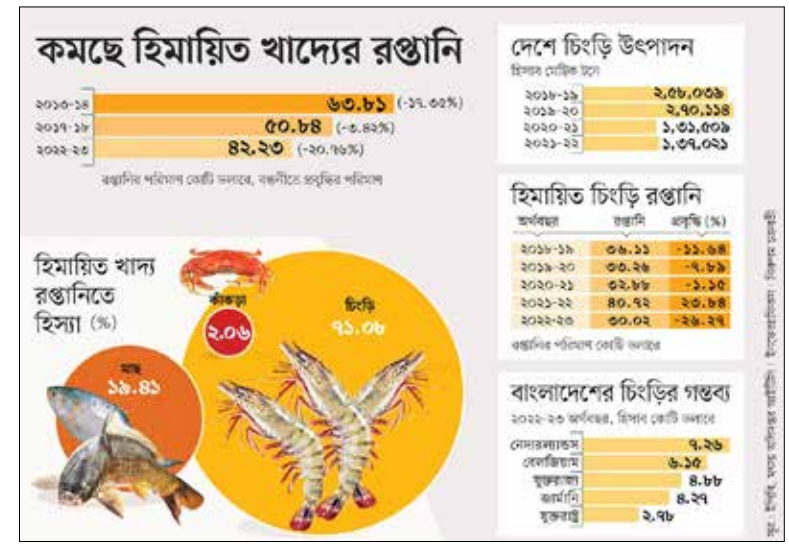

পরিচয় ডেস্ক: বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানি কমেছে ২৬ শতাংশ। রপ্তানি আয়ও কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ কোটি ডলারে। তবে বিদায়ী অর্থবছরে ভারতের হিমায়িত বাগদা চিংড়ি রপ্তানি ৫৫ দশমিক ৪১ শতাংশ বেড়েছে। এতে দেশটির বাগদার রপ্তানি বেড়ে ৩২ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানি কমে গেছে ২৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। তাতে চিংড়ির রপ্তানি ৪০ কোটি ৭২ লাখ ডলার থেকে কমে গত বছর ৩০ কোটি ডলারে নেমেছে।

বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারকেরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাগদার চাহিদার পাশাপাশি দামও কমেছে। অন্যদিকে চিংড়ির উচ্চফলনশীল জাত ভেনামির চাষও পুরোপুরি শুরু হয়নি। বর্তমান বিভিন্ন দেশ থেকে রপ্তানি হওয়া চিংড়ির সিংহভাগই ভেনামি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানি কমেছে।

এমন প্রেক্ষাপটে ভারত কীভাবে বাগদার রপ্তানি বৃদ্ধি করল, বাংলাদেশ কেন পারল নাড়সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। তার আগে বলে নেওয়া ভালো, ভারতের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি ৫০০ কোটি ডলারের বেশি। তার মধ্যে অধিকাংশটাই ভেনামি। যদিও গত অর্থবছর তাদের ভেনামি চিংড়ির রপ্তানি ৮ শতাংশ কমে ৪৮১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ কোটি ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়েছিল ২০১৩-১৪ অর্থবছরে। তারপর টানা সাত বছর পণ্যটির রপ্তানি কমেছে। করোনার পর ২০২১- *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ববাণিজ্যে 'গেম চেঞ্জার' হতে পারে ভারতের প্রস্তাবিত করিডোর

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য শেষ হওয়া জি২০ সম্মেলনে ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর (আইএমইসি) প্রস্তাব করে ভারত। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরই) বিকল্প হিসেবে প্রস্তাবটি এর মধ্যেই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিশ্লেষকরা মনে করেছেন, আগামী দিনগুলোয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বন্দর ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার হয়ে উঠতে যাচ্ছে ভারতের প্রস্তাবিত এ চুক্তি। খবর খালিজ টাইমস।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের এ মহাপ্রকল্পকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন পারস্পরিক সহযোগিতার পথ নির্দেশিকা হিসেবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মনে করেন, ইতিহাসের বাঁক বদলে দেবে নতুন চুক্তি। জিসিসি অঞ্চলের সহকারী সচিব আবদেল আজিজ আলুওয়াইশেগ বলেন, 'উপসাগরীয় অঞ্চলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নতুন চুক্তির

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত হবে ভারতের প্রস্তাবিত করিডোরে ছবি: খালিজ টাইমস

মাধ্যমে অঞ্চলটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাকে বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত করবে। জ্বালানি ব্যবসাকে তুলনামূলক সস্তা ও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে বাকি পৃথিবীর জন্য।' সেখানে। মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে নতুন প্রস্তাব।

আন্তঃমহাদেশীয় করিডোরের লক্ষ্যই হলো ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথের পুনরুদ্ধার। প্রাচীনকালে রেড সি রোড রোমান ও মিসরীয় সাম্রাজ্যকে সংযুক্ত করেছিল। সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত হয়েছিল ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কেরালা। করিডোর তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত আগে থেকেই ভারতের শীর্ষ বাণিজ্যিক মিত্রের তালিকায় রয়েছে। নতুন প্রস্তাবের আলোকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো রফতানি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জিডিপি হতে পারে ৬.৫ শতাংশ-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি ৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। একইসঙ্গে চলতি বছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৬.৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

গত বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) 'উন্নয়নশীল এশিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবণতা ও সম্ভাবনা: দক্ষিণ এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন পূর্বাভাস দেয় এডিবি।

প্রতিবেদনে তারা জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি- *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

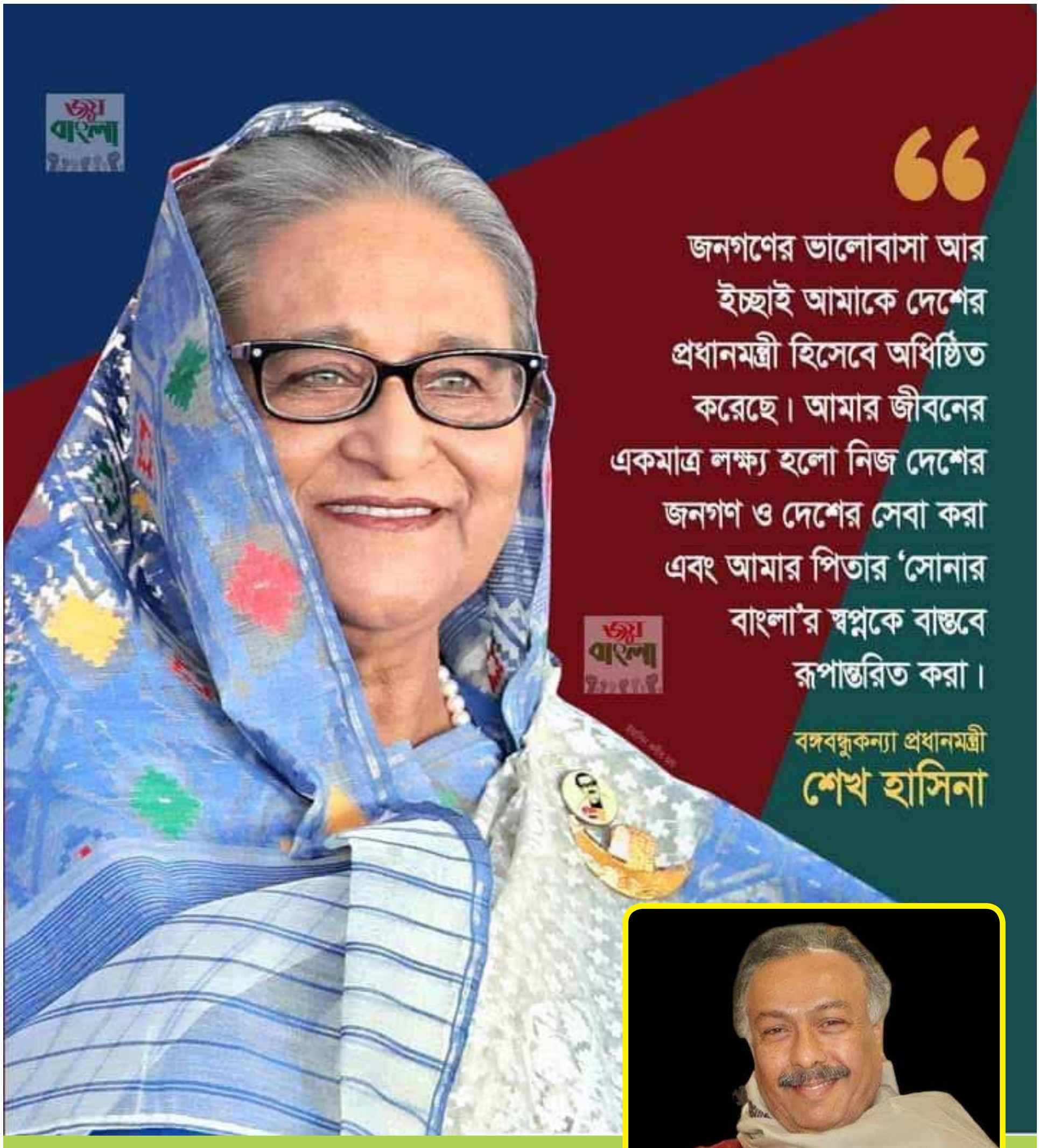

শামসুদ্দিন আজাদ
সহ সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

নিজ্জার হত্যায় ভারত জড়িত, প্রমাণ পেয়েছে কানাডা

ভারত-কানাডা বিরোধের পরিণতি কী?

পরিচয় ডেস্ক: অটোয়া ও নয়াদিল্লিতে কূটনীতিক বহিষ্কার, বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত, ভারতের কানাডায় ভ্রমণ সতর্কতা জারি এবং কানাডার নাগরিকদের ভারতীয় ভিসা দেওয়া সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে। আগামীতে দেশ দুটি কী পদক্ষেপ নিতে পারে? কানাডার সংবাদমাধ্যম টরন্টো স্টার-এর এক প্রতিবেদনে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও দেশ থেকে বিদেশি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা অপর দেশটির প্রতি সরকারের অসন্তুষ্টি প্রকাশের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রভাব শেষ পর্যন্ত দুই দেশের জনগণের ওপর পড়তে পারে।

ইন্দো-কানাডা সম্পর্কের এই বিরোধ 'আশ্চর্যজনক' উল্লেখ করে সাবেক কানাডীয় কূটনীতিক প্যাট্রিসিয়া ফর্টিয়ের বলেছেন, বিদেশি কর্মকর্তাকে কোনও দেশ থেকে বহিষ্কারকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। এমন পদক্ষেপ কেবল তখন নেওয়া হয়, যখন কর্তৃপক্ষ একান্ত আলোচনায় কোনও ইস্যু সমাধানে ব্যর্থ হন।

ওয়াশিংটনে কানাডা দূতাবাসে কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ফর্টিয়ের বলেছেন, কূটনীতিক বিশ্বে এটি খুব কঠোর পদক্ষেপ। এটি দেশ অপর দেশকে অসন্তুষ্টির তীব্রতা জানান দেয় এমন পদক্ষেপের মাধ্যমে। বাণিজ্যিক

নিষেধাজ্ঞা একটি বড় পদক্ষেপ। কোনও ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বড় পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপ শত্রুতাপূর্ণ। কানাডা ও ভারত এমন পদক্ষেপ এখনও নেয়নি। আমি আশা করি এমনটি ঘটবে না।

কানাডায় খালিস্তানপন্থি হারদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে সোমবার ভারতকে কাঠগড়ায় তোলেন কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেছিলেন, কানাডার নাগরিক নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের গুপ্তচরদের হাত থাকতে পারে। ট্রুডোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এই অভিযোগ অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কানাডার নাগরিক ও ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কেটিএফ প্রধান নিজ্জারকে গত ১৮ জুন গুলি করে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের পাঞ্জাবি অধ্যুষিত শিখদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের পার্কিংয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। তার মাথার দাম ১০ লাখ রুপি ঘোষণা করেছিল নয়াদিল্লি।

বলিভিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও পেরুতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক এই কূটনীতিক বলেছেন, যদি নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার জড়িত থাকে তাহলে তা 'বড় ঘটনা'।

তবে সতর্কতার সঙ্গে তিনি বলছেন, গোয়েন্দা তথ্য-প্রমাণ নয়। প্রকাশ্যে এমন অভিযোগ করা দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে।

তার মতে, কম গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ ও ইস্যুতে কূটনৈতিক পদক্ষেপের ক্রমানুসারে সরকারগুলো প্রথমে একে অপরকে নোট পাঠায়। আরেকটি বড় পদক্ষেপ হলো রাষ্ট্রদূতকে তলব করে অসন্তুষ্টির জানান দেওয়া। এরপর কূটনীতিক প্রত্যাহার করা হয়। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

চীনের প্রভাবে লাগাম টানার পশ্চিমা প্রচেষ্টাকে জটিল করল ভারতের বিরুদ্ধে ট্রুডোর অভিযোগ

সাইরা ব্যানো : কানাডা ও এর পশ্চিমামিত্ররা চীনকে ক্রমবর্ধমান হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ভারসাম্য তৈরি করতে এ দেশগুলো ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কৌশলগত চেষ্টা করছে। কিন্তু কানাডার এ অভিযোগ এখন পুরো বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলল।

কানাডার মাটিতে হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার পেছনে ভারতের হাত আছে বলে অভিযোগ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

কানাডায় খালিস্তান আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী নিজ্জার হত্যায় ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে কানাডা-ভারত সম্পর্কে ক্ষয় সৃষ্টি করবে। আর এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এমন এক সময়ে যখন পশ্চিমাবিশ্ব ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চাইছে।

এ সপ্তাহে কানাডার পার্লামেন্টে নিজ্জারের হত্যাকাণ্ডে ভারতের সংযোগের অভিযোগ করে আন্তর্জাতিক খবরের শিরোনাম হয়েছেন ট্রুডো। ২০২৩ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এলাকায় একটি শিখ গুরুদুয়ারার পার্কিংলটে নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করে আততায়ীরা।

কানাডার সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই একযোগে ভারতের নিন্দা করে বলেছে, ভারতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগের অর্থ কানাডার সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ।

দেশটির পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী মেলানি জলি এ ঘটনার জেরে কানাডায় পবন কুমার রায় নামক ভারতীয় একজন কূটনৈতিককে বহিষ্কার করেছেন। কানাডা সরকারের দাবি পবন কুমার ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)-এর কানাডা দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জলি আরও জানান, নিউ ইয়র্কে জি৭ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। এদিকে ভারত কানাডার অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং প্রত্যুত্তর হিসেবে ভারতে কানাডার একজন কূটনৈতিককে বহিষ্কার করেছে।

উত্তেজনা চরমে : জি২০ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য জাস্টিন ট্রুডো যখন ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তখনও ভারত ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কানাডায় শিখদের খালিস্তান আন্দোলন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রুডোর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শিখদের এ স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভারত নিজেদের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে হুমকি মনে করে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের মুখে ইউরোপ

পরিচয় ডেস্ক:গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের' সম্মুখীন হচ্ছে ইউরোপ। মহাদেশটির প্রায় সবাই বায়ু দূষণের বিপজ্জনক স্তরে বসবাস করছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ তথ্য জানিয়েছে।

বিশদ উপগ্রহ চিত্র এবং এক হাজার ৪০০টিরও বেশি গ্রাউন্ড মনিটরিং স্টেশন থেকে পরিমাপসহ অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দূষিত বাতাসের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র পাওয়া গেছে। তাতে দেখা গেছে, ৯৮ শতাংশ মানুষ যেসব এলাকায় বসবাস করছে সেখানে বাতাসে ক্ষতিকারক সূক্ষ্ম কণার পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে প্রায় দুই- *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানে হিজাব ছাড়া বের হলে ১০ বছর কারাদণ্ডের বিল পাস

পরিচয় ডেস্ক: নারীদের পোশাকের বিষয়ে আরো কঠোর হচ্ছে ইরান সরকার। বুধবার দেশটির সংসদে একটি নতুন বিল পাস হয়েছে। ঐ বিলে ইসলামিক পোশাক বিধি লঙ্ঘনকারী নারীদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

আলজাজিরার খবরে বলা হয়, নতুন পাস হওয়া এ খসড়া আইন অনুযায়ী, বিদেশি বা শত্রু দেশের সরকার, সংবাদমাধ্যম, কোনো গোষ্ঠী অথবা সংস্থার প্ররোচনায় পড়ে কেউ হিজাব বা যথাযথ পোশাক না পরলে অভিযুক্তের ৫ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

বিলটি তিন বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে অনুমোদন দিয়েছে ইরানি সংসদ। তবে এটি এখনো আইনে পরিণত হয়নি। ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদন পেলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হিজাব আইন না মানায় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

হিজাবের পর এবার বোরকা নিষিদ্ধ করল ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক: হিজাবের পর এবার বোরকা পরা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ফ্রান্স। দেশটির সরকারী স্কুলগুলোতে মেয়েদের আবায়া বা বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী।আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কয়েক মাস বিতর্কের পরে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এক টিভি চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল জানান, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে স্কুলে আর বোরকা পড়া যাবে না। আপনি যখন একটি শ্রেণীকক্ষে যাবেন, তখন আপনি শিক্ষার্থীদের দেখে যেনো তাদের ধর্ম সনাক্ত করতে সক্ষম না হন।

দেশটির শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ফ্রান্সে নতুন স্কুল মৌসুম শুরু হতে চলেছে এবং তখন থেকেই নতুন এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

ফ্রান্সে সরকারি স্কুল ও ভবনগুলোতে ধর্মীয় প্রতীক বা নিদর্শন ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

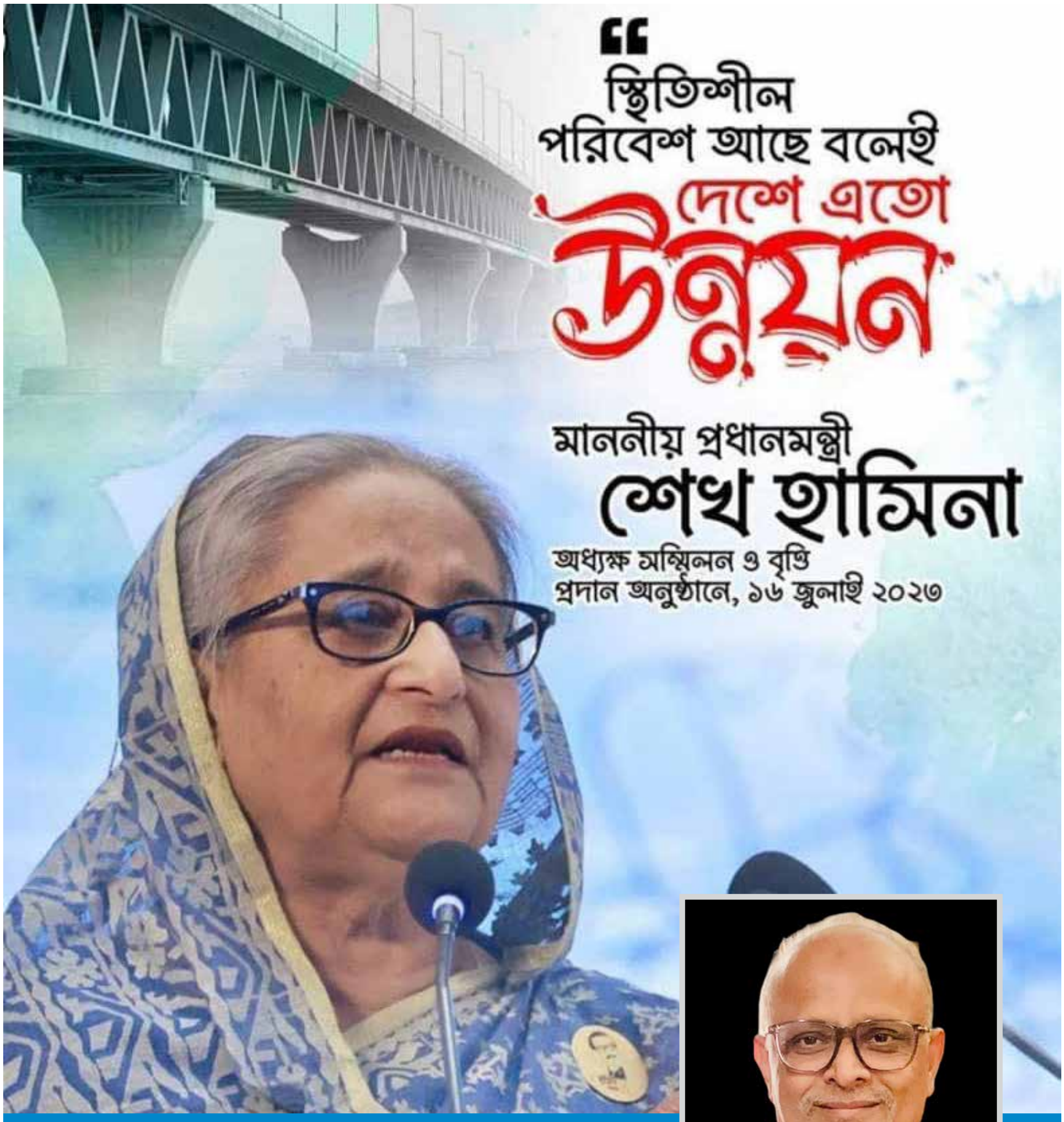

"
স্থিতিশীল
পরিবেশ আছে বলেই
দেশে এতো
উন্নয়ন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
অধ্যক্ষ সম্মিলন ও বৃত্তি
প্রদান অনুষ্ঠানে, ১৬ জুলাই ২০২৩
মুহাম্মদ আলী মানিক
সহ সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

ডায়াসপরা: স্বল্প তাত্ত্বিকায়িত, অতিব্যবহৃত শব্দ

সৈয়দ কামরুল

ডায়াসপরা একটি অতিব্যবহৃত ও স্বল্প তাত্ত্বিকায়িত শব্দ। সময়ের সাথে সাথে ডায়াসপরা শব্দটির এবেলার অর্থ ও তাত্ত্বিকতা ওবেলার সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকছে না, পাল্টে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের কালে অর্থ ও তাত্ত্বিকতার দিক থেকে ডায়াসপরা শব্দটি হয়ে উঠেছে বহুস্তর বিশিষ্ট ও জটিলতর। ডায়াসপরা শব্দটির বারোয়ারী ব্যবহার এরই মধ্যে তার সংজ্ঞাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ডায়াসপরা শব্দটির অর্থ পুরোপুরি না জেনে, না বুঝে বা উপর স্তরের ভাবটুকু ভেবে নিয়ে অনেকেই ব্যবহার করে থাকে। যেভাবে ইমিগ্র্যান্ট ও মাইগ্র্যান্ট শব্দ দুটোকে সমার্থক ভেবে গুলিয়ে ফেলে। অভিবাসী শব্দের সঙ্গে ডায়াসপরা শব্দকে অদলবদল করে ব্যবহার করে। ইমিগ্র্যান্ট, এক্সপ্যাট্রিয়েট ও ডায়াসপরা শব্দ তিনটিকে সমার্থক ভেবে ব্যবহার করেড় ইংরেজীতে যাকে বলে, সিনোনিমাসলি, ইন্টারচেন্জেবলি ইউজড। ডায়াসপরা শব্দটি কোন মনোসিম (monoseme) বা মনোলিথিক অর্থের শব্দ নয়। ডায়াসপরা শব্দটি পলিসিম (polyseme) শব্দ যার মধ্যে রয়েছে দার্শনিকতা, কৌটিল্য সংহিতা ও সমাজতাত্ত্বিকতার বহুস্তরের অর্থ। পলিসিম (polyseme) এবং পলিসিমি (polysemy) শব্দ দুটো শুনতে একই রকম শোনায়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে তারা আলাদা। দেখা গেছে ইংলিশ শব্দের মোট শব্দ সংখ্যার ৪০% শব্দ পলিসিম শব্দ। এ ক্ষেত্রে ঢ়ড়ষুংবসব লিঙ্গুইস্টিক্স আর polysemy সিম্যানটিক্স প্রসঙ্গের শব্দ।

ডায়াসপরা হলো তারা যাদেরকে দেশ থেকে জোর করে বের করে দেয়া হয়। সেটা নানা কারণে হতে পারে যেমন aftermath of natural catastrophe, ধর্মের অনাচার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এথনিক ক্লিনজিং বা রাষ্ট্র কর্তৃক উৎখাত। এক্সপ্যাট্রিটয়েট লেখক একজন ইন্ডিভিজুয়াল যিনি নিজ সিদ্ধান্তে দেশ ছেড়ে যান। যেমন ফ্রন্সে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আলবেনিয়ার লেখক ইসমাইল কাদারে, সোমালিয়ার লেখক নুরুদ্দীন ফারাহ, তুরস্কের লেখক ওরহান পামুক। যেমন কানাডায় ভারতীয় লেখক রোহিন্তন মিস্ত্রী, শ্রীলঙ্কার লেখক মাইকেল অন্ডাতজে। বৃটেনে ত্রিনিদাদের লেখক ভিএস নাইপল, রুশ-পোলিশ-ইুক্রেনিয়ান লেখক যোশেফ কনরাড, নাগাসাকিতে জন্ম জাপানী লেখক কাজুয়ো ইশিগুরো। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, নাইপলের গ্রান্ড প্যারেন্টস ভারত থেকে প্লানটেশন শ্রমিকদের কাতারে ত্রিনিদাদে এসেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে। এরা ইহুদি এক্সোডাস বা ডায়াস্পরার মতো ছিল না, তবু তারা ছিল forced disparagement এর উন্মুল মানুষ। তারা ছিল ইন্ডিয়ান ডায়াসপরা। সেই ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ১৯৪৮ সালে Windrush জাহাজ বোঝাই করে ভারতীয়দের নিয়ে ফেলেছিল Tilbury Port, Essex, ইংল্যান্ডে শ্রমিক করে। ভারত থেকে ভারতীয়দের এনেছিল ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রে প্রায় জোর করে। আবার তাদেরকেই নিয়ে ফেললো ইংল্যান্ডে কিন্তু জোরপূর্বক নয়। এই যে forced and willing displacement— এ দুটো তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ডায়াসপরা নয়। ভারত থেকে যাদেরকে ক্যারিবীয় দ্বীপদেশে আনা শ্রমিকদের বলা হবে ডায়াসপরা। সেই একই শ্রমিকদল যাদেরকে ক্যারিবীয় দ্বীপদেশ থেকে নিয়ে ফেলা হলো ইংল্যান্ডে তাদেরকে ডায়াসপরা বলা যাবে না। কারণ, তাদেরকে ঘাড়ে ধরে ডিসপ্লেসড করা হয়নি।

ডায়াসপরা শব্দের সঙ্গে দুটো প্রিরিক্যুজিটস রয়েছে ড় একটি, ফোরস ডিজপ্লেসমেন্ট, অপরটি, গ্রুপ ডিসপ্লেসমেন্ট। বলা হয়ে থাকে Once displaced forever displaced. এই অর্থে, শেষোক্ত ভারতীয়রা আর ফিরে যায়নি ক্যারিবীয় দ্বীপদেশে ড় তাদের উৎসভূমিতে। কালক্রমে তাদেরকে বলা হলো ডায়াসপরা। এখানে দেখছি ডায়াসপরা অর্থের আরেক স্তর। Expatriate লেখক গ্রুপ ডিজপারসড নয়। তারা দলে দলে কাফেলা হয়ে দেশ ছেড়ে দেশান্তরী হয় না। তারা ব্যক্তিক ইচ্ছায় দেশ ছেড়ে যায়। নাইপল, কনরাড, ইশিগুরো ড় এই তিনজনই জন্মভূমি বা মাতৃভূমি উপড়ে আসা লেখক।পরবর্তীতে বৃটিশ লেখক। আইডাহো, আমেরিকার কবি এজরা পাউন্ড যিনি তার পরিনত বয়স কাটালেন লন্ডন, ফ্রান্স ও ইটালিতে। আধুনিক কবিতার জনক টিএস এলিয়ট সেন্ট ল্যুইস, মিজৌরা, আমেরিকার সন্তান। তিনি সারা জীবন কাটালেন লন্ডনে। জন্মের দলিল জর্মন নাগরিকতা ফিরিয়ে দিয়ে প্রায় স্টেটলেছ যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়ালেন অষঢ়ং এর দেশে দেশে। ব্যক্তিগত যাতনাযাপনের বিরুদ্ধে renunciation of allegiance অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ। এদের কাউকেই ডায়াসপরা লেখক বলা হয় না। শুধু নাইপলকে বলা যাবে ডায়াসপরা লেখক। ডায়াসপরা লেখকের লেখালেখির পূর্বশর্ত হচ্ছেঃ বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধান (sense of alienation and quest for identit) ড়নাইপলের লেখায় তার তীব্র প্রকাশ আছে। নাইপলের ইন্ডিয়া ট্রিলজি তার প্রমান— (১) An Area of Darkness (2) India: A Wounded Civilization Ges (3) India: A Million Mutinies Now. এগুলোর মধ্যে ভারত-তিরস্কার থাকলেও পূর্বপুরুষের জন্য টান এবং আত্ম পরিচয়ের সন্ধান, অন্বেষার লেখা। সমালোচনা হলেও তা শেকড়ের সন্ধান। ওরহান পামুক তার তুর্কী রফবহঃরঃু নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকেন স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবনে। কাশ্মীরি কবি আগা শাহেদ আলীর কবিতা The Country Without a Post Office" (আগে নাম ছিল "Kashmir without a Post Office) কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যে প্রকাশিত diasporic alienation এর কথা। তিনি সমাহিত ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের একটি সেমেটারিতে। বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বা sense of alienation থেকে মুক্তি মিলবে কি আত্তীকরণ (assimilation) এর চেস্টার মধ্যে? সেটা কি সম্ভব? হেগেল এর একটা প্রস্তাবনা আছে — entaisserung (surrender) and entfremdung (separation) — কোনটা মেনে নেবে ডায়াসপরা।

অনেকেই মেনে নেয় entaisserung অর্থাৎ surrender, যারা সত্যিকার অর্থে ডায়াসপরা তারা ফিরে যায়। তারা প্রতিদিন ফিরে যেতে চায়। ওপড়ানো শেকড় প্রোথিত হতে চায় অঙ্করোদ্গমের আজন্ম মৃত্তিকার নির্যাস। নাইপলের প্রায়-প্রতিকী ট্রাজিকমেডি magnum opus নভেল, A House For Mr. Biswas এর কথা মনে পড়ল। পরাজিত মানুষ মোহন বিশ্বাসের বাড়ি ছিল না। মোহন কেঁদে উঠে বলেছিল, ও don't look like anything at all - বলেছিল, আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই, আমার কোনো কাঠামো নেই, আমি শূন্যতায় ঝরে পড়ে হয়ে যাবো বিলীন। বাড়ির মালিক হলে কি আত্তীকরণ হয়? যার সেই বোধ তৈরি হয় সে কি ডায়াসপরা না ইমিগ্র্যান্ট! স্থানচ্যুতির অনুভূতি, উন্মুল ভাবনা এবং ফেরার বাসনা (uprooting and re-rooting, feelings of displacement): প্রলম্বিত যাপন শেষে বুঝি এখানে আমাকে কেউ চেনে না। দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন আমার জীবন।

লেখক অমিত চৌধুরী কুড়ি বছর পর প্রচন্ড ক্ষোভে লন্ডন ছেড়ে ফিরে গিয়েছিলেন কোলকাতায়, দিল্লিতে। শ্বশুর বাড়ি কানাডা থেকে racial discrimination এর অপমানজনক জীবন ফেলে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন ভারতী মুখার্জি। Collective memories— আফ্রিকান ডায়াসপরা লেখকদের ড়বাঁৎব জুড়ে দেখা যায় শেকলে বাঁধা কালো ক্রীতদাসের স্মৃতি। Reflection of pain and agony— মূলধারায় ঢুকতে না পারার যাতনা। পদে পদে নেটিভদের দেয়া যাতনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাকে বলে rejection phenomenon এটা তেমনই। শরীরে একটা অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করার পর শরীরের সবগুলো অর্গান বলতে থাকে তুমি একটা বিদেশি তোমাকে নেবো না। ইমপ্লানটেড অর্গান বলে, I have become an integral part of this system and I will not go anywhere. Xenophobia, re-rooting— wUGm এলিয়ট এর To the Indian Who died in Africa কবিতায় ফেরার কথা, জিনোফোবিয়ার ঈঙ্গিত ধ্বনিত — ÒA man's destination is his own village, His own fire, and his wife's cooking; To sit in front of his own door at sunset And see his grandson, and his neighbour's grandson Playing in the dust together... Every country is home to one man And exile to anotherÓ— সাত লাইনের মধ্যে তিনবার 'যরং ড়হি' শব্দের উক্তি আছে। শেষ লাইনে 'বীরষব' শব্দ বলে দেয় পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

Nostalgia — তসলিমা নাসরিনের লেখায় ছেড়ে আসা দেশের প্রতি আর্তি উচ্চারিত। দেশে ফেরার আর্তি ঝরেছে অঢেল। Nagging sense of guilt— জীবনের শেষদিনে কবি শহীদ কাদরী বলে উঠলেন, দেশ ছেড়ে আসা একটা হঠকারি সিদ্ধান্ত। ইত্যাদি ডায়াসপরা সাহিত্যের প্রধান এলিমেন্টস। ডায়াস্পরিক লেখালেখি ফিরে ফিরে যায় ফেলে আসা স্মৃতির শহরের দিকে। ফেরা না ফেরার দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হৃদয়। উপরে লিখিত প্রাক-শর্তগুলো এবং প্রধান বৈশিষ্ট গুলো ডায়াসপরা লেখায় থাকতে হবে। তবে সবগুলোই যুগপৎ থাকতে হবে তা নয়। এক্সক্লুসিভলি মিউচুয়াল হওয়ার ব্যাপারটা বিবেচ্য। এ বিষয়ে এখানে আর ড্রিল-ডাউন আলোচনায় না যাই। একটা আউটলাইন দিলাম এটা ভেবে যে, যারা হুটহাট ডায়াসপরা, ডায়াসপরা করেন, তারা এ নিয়ে পড়াশোনা করবেন, নিজেকে ডায়াসপরা সম্বন্ধে প্রাক-শিক্ষিত অবস্থা থেকে শিক্ষিত করতে সচেস্ট হবেন, শিক্ষিত করে তুলবেন। তখন ডায়াসপরা নিয়ে বাৎচিৎ করলে তা শ্রবণযোগ্য আর লিখলে তা পাঠযোগ্য হবে। আপাততঃ এটুকু থাক পরে বিস্তৃত পরিসরে তুলনামূলক আলোচনা করে ডায়াসপরার স্বচ্ছ একটা ধারণা দিতে চেস্টা করবো। (ঊনবাঙাল নিউ ইয়র্ক এর ৪০তম সাহিত্য সভায় 'ডায়াসপরা সাহিত্য' আলোচনার কী-নোট স্পীকার সৈয়দ কামরুল এর এপিটোমাইজড বক্তৃতা)

বাংলাদেশে নীতি প্রণয়নই হয় দুর্নীতির স্বার্থে -ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ, আগামী নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা, ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সাম্প্রতিক আলোচিত নানা বিষয়ে দৈনিক কালবেলার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা।

প্রশ্ন: দেশের বর্তমান রাজনীতিকে কীভাবে দেখছেন? চলমান প্রেক্ষাপটে জনগণ কোথায় যাবে?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: গণতন্ত্রের স্বার্থেই বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন। এমনকি অর্থনৈতিক কারণেও এর সমাধান প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এক ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। একটি ঝুঁকি হলো সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা। ধারাবাহিকভাবে সুশাসনের ঘাটতির ফলে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য এবং আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছে। এর সঙ্গে সরকারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বেহিসাবি ব্যয়ের সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে গেছে। বৈশ্বিক মানদণ্ডে আমাদের প্রকল্প ব্যয় অত্যধিক বেশি এবং এসব প্রকল্পে প্রচুর দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে রাজনীতির সমাধান কী হবে সেটা জনগণেরই নির্ধারণ করা উচিত। কেননা রাজনীতিতে সবসময় জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে জনগণের জন্যই রাজনীতি।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা কেমন দেখছেন?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: অর্থনীতির কয়েকটি অবস্থা আছে। যেমন সামষ্টিক অর্থনীতি, মধ্যম অর্থনীতি এবং ব্যক্তি অর্থনীতি। সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আর্থিক খাত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে, পরিসংখ্যানগুলোই তা বলছে। টাকার মান কমে গেছে, ডলার সংকট তৈরি হয়েছে, আমদানিও কমিয়ে দিতে হয়েছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন প্রশ্নের মধ্যে পড়ে গেছে, রিজার্ভ কমে গেছে এবং ঋণ পরিশোধের বোঝাগুলো আরও ভারী হয়ে উঠছে। মধ্যম অর্থনীতির পর্যায়ে, শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব বিশাল আকার ধারণ করেছে। কর্মসংস্থানের দিকে তাকালে খুবই ধাঁধার মতো লাগে। ২০১৬ ও ২০২২ সালের শ্রম জরিপে দেখা যাচ্ছে, এ সময়কালে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান কমে গেছে। বেড়েছে কৃষি খাতে। প্রবৃদ্ধির বিষয়টি আসলে কী হচ্ছে, কোথায় হচ্ছেড়এর ব্যাখ্যা আমাদের খুঁজতে হবে। এখানে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ কমে গেছে। আবার অনেক প্রবৃদ্ধিও হয়েছে; কিন্তু এর ফসল কার ঘরে গেছে? সব মিলিয়ে বাংলাদেশ বড় ধরনের একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যে মডেলে দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন।

আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ছে। কর্মসংস্থানেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির বিপর্যয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ঝুঁকির একটি নিদর্শন। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনমানে এক ধরনের ভয়াবহ সংকটের মধ্যে রয়েছে। একদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের জায়গাও অত্যন্ত দুর্বল। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষ। ফলে আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা, পুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা, শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রাসহ এসডিজির অনেক সূচকে আমরা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। খাদ্যকে প্রাধান্য দেওয়ায় মানুষকে অন্য চাহিদা বাদ দিতে হচ্ছে। খাদ্যের মধ্যে আমিষকে বাদ দিতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছে এবং এটা জরুরিও বটে। তবে এর চেয়েও জরুরি বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। সামষ্টিক এবং ব্যক্তিড়উভয় পর্যায়েই নিরাপত্তা প্রয়োজন। অর্থনীতির ঝুঁকি তৈরির কারণ খুঁজতে গেলে শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এখানে রাজনৈতিক আলোচনা চলে আসবে এবং সেটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক খাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে বলেই সামষ্টিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। আর্থিক খাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে তার কারণড়সুশাসনের ঘাটতি। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার ওপর কিছু গোষ্ঠীস্বার্থ সিকান্দারের ভূতের মতো চেপে বসে আছে। সুতরাং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঝুঁকির একটি অন্যতম কারণ হিসেবে সামনে চলে এসেছে।

প্রশ্ন: বড় প্রকল্প উদ্বোধন করা হচ্ছে। এগুলোর ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আপনার মন্তব্য কী?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: নীতি প্রণয়নই করা হচ্ছে দুর্নীতির স্বার্থে। যেমন ব্যাংকের জন্য আইনগুলো করা হচ্ছে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে। আরেকটি হচ্ছে আমাদের দেশে অবকাঠামোর প্রয়োজন আছে, এটি অনস্বীকার্য; কিন্তু একটি প্রবণতা গত এক দশকে বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট বা অবকাঠামো নিয়ে বেহিসাবি ও উচ্চমাত্রার পাবলিক ব্যয়। এই ব্যয় ঋণনির্ভর এবং সুদের হারও উচ্চ। বড় ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এ ধরনের প্রকল্প। বহু অবকাঠামো আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে

তাড়াহুড়া করে প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার একটি উদাহরণ হতে পারে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন। সম্ভাব্যতা যাচাই ও মনিটরিংয়ের নামে বেহিসাবি অর্থ খরচ করা হয়েছে। কোন প্রকল্প অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা মানা হয়নি। আগে আমরা দুর্নীতি বলতে বুঝতাম কিছু টাকা সরিয়ে রাখা। এখন নীতি প্রণয়নই করা হচ্ছে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে।

প্রকল্প গ্রহণে তাড়াহুড়ার মানসিকতাও দেখা যাচ্ছে। যার ফলে সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্পের মান যাচাই ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এটি সামষ্টিক অর্থনীতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। ঋণের বোঝা অব্যাহতভাবে বাড়ছে এবং ঋণ পরিশোধের সময় এগিয়ে আসছে। সামষ্টিক অর্থনীতি যে ঝুঁকির মধ্যে আছে, তা ডলারের মূল্যমানসহ বিভিন্ন সূচকে স্পষ্ট।

এখন বিশ্বে দ্রুত ঋণ পাওয়ার অনেক সহজ উৎসও তৈরি হয়ে গেছে, যারা ঋণ দিচ্ছে সেই টাকা দিয়ে কী করা হচ্ছে, তা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। ফলে ১০ টাকার প্রকল্প এক হাজার টাকায় করা হচ্ছে। এখানে নিশ্চয়ই ভাগ-বাটোয়ারার বিষয় আছে; কিন্তু এই ঋণের টাকা তো ভবিষ্যতে আমাদের শোধ করতে হবে। আরেকটি বিষয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাদের নির্বাচন করা হচ্ছে? আমরা ভেবেছিলাম ই-টেন্ডারের মাধ্যমে একটি বড় পরিবর্তন আসবে; কিন্তু ঘুরেফিরে তো কিছু নামই আসছে। এখানেও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে বৈষম্য বাড়ছে। কভিড-পরবর্তী নতুন দারিদ্র্য আজ একটি বাস্তবতা বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে মানুষ কষ্টে আছে বলেও গবেষণা উঠে এসেছে। এসবের পেছনে কারণ কী?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: একটা সময় মূল্যস্ফীতির একটি ব্যাখ্যা ছিল বিশ্ব অর্থনীতির দোলাচলে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটা এখন আর কাজ করছে না। শ্রীলঙ্কাসহ যত দেশ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল তারাও মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে না। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। কারণ গোষ্ঠীস্বার্থ। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং ব্যক্তি অর্থনীতির ঝুঁকি দুটিই নিয়ন্ত্রণে আসছে না শুধু রাজনৈতিক কারণে। আর এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক ইচ্ছার অনুপস্থিতি। গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই মুহূর্তে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান, প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান, মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানসহ প্রতিটি পরিসংখ্যানই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ঝুঁকিকেই প্রকাশ করছে। কিন্তু এই সংকটকে রঙিন চশমা দিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, যারা নীতি পরিচালনা করছেন এবং দেশ চালাচ্ছেন তারা সবাই এক ধরনের রঙিন চশমা পড়ে বসে আছেন। উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই তাদের চোখে পড়ছে না। তারা ঢাকা শহরে ভিখারিও দেখতে পান না। অথচ রাস্তাঘাটে হাঁটলেই চারপাশে নতুন দরিদ্রের উপস্থিতি দেখা যায়। এসব সমস্যা সমাধানে নীতি উদ্যোগ নেই। অন্যান্য অনেক দেশও অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েছিল। সঠিক নীতি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। তারা সংকট কাটিয়েও উঠেছে। বাংলাদেশে সমাধানের কথা বলা হচ্ছে আরও বেশি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং আরও বেশি ঋণ নিয়ে। তাদের মধ্যে সমস্যাকে স্বীকার করার কোনো মনোভাব নেই। ক্ষমতাসীনদের রঙিন চশমা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতাড়দুটি মিলে দুটি ভিন্নজগৎ তৈরি হয়েছে।

এ মুহূর্তে রাজনৈতিক নবায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীনরা চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে এখন যেভাবে অর্থনীতিকে পরিচালনা করছেন এবং এটিই যদি অব্যাহত রাখার মানসিকতা থাকে তবে সেটা চরমভাবে মানুষের স্বার্থকে হরণ করবে। এই মানসিকতা নিয়ে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ জনস্বার্থ বিরুদ্ধ হবে। ব্যক্তি এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে নিরাপত্তার যে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে তার রাজনৈতিক সমাধান জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, শাসকদের বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে এখন যে অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে তাতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজনৈতিক নবায়ন জরুরি।

প্রতিষ্ঠান ও ফোরামগুলোর শানশওকত বাড়ছে। কিন্তু নীতি পরিচালনায় তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছার অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। কারণ, কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন ও গোষ্ঠীস্বার্থ অনেকটা একাকার হয়ে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে এই শাসনের যারা প্রতিভূ, তারা সবাই এক ধরনের রঙিন চশমা পরে বসে আছে। এই রঙিন চশমায় তারা একটা অন্য জগৎ দেখছে। সারা বাংলাদেশের মানুষ একটি বাস্তবতা দেখছে আর রঙিন চশমা পরা কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকগোষ্ঠী অন্য আরেকটা বাস্তবতা দেখছে, যেখানে সবকিছু ভালো, সেখানে কোনো ভিক্ষুক নেই, কারও কোনো সমস্যা নেই, শহরগুলো বিশ্বের অন্যান্য উন্নত শহরের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ৫১ বছর পার হয়েছে। এখনো আমরা গণতন্ত্রের সংকট কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী হতে পারে?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: গণতন্ত্রের সংকট কাটিয়ে উঠতে তিনটি বিষয় জরুরি। প্রথমটি হলো, প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি নিশ্চিত করা। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সুযোগ দেবে সেই আনুষ্ঠানিক গ্যারান্টি থাকতে হবে। ক্ষমতাসীন হলেই তাদের মধ্যে ভিন্নমতের প্রতি এক ধরনের চরম অসহিষ্ণু মনোভাব দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি এবং মানুষের ভোট দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের অর্থনীতিকে দক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এবং তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক গ্যারান্টি তৈরি করতে হবে। মানুষের ভোটের অধিকার যে নেই তার অনেক উদাহরণ আমরা দেখেছি। ভোটের অধিকার হরণের ফলে কী হয়েছে সেটাও আমরা দেখেছি। ভোট দেওয়ার শতকরা হার নিচে নামতে নামতে এখন সেটা সিঙ্গেল ডিজিটে চলে এসেছে। ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচন এবং চট্টগ্রামের উপনির্বাচনে আমরা সেটা দেখেছি।

আজকের পৃথিবীতে গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকাটা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় রকমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের একটি সহানুভূতি রয়েছে। নানা ধরনের দুর্যোগ অতিক্রম করে বাংলাদেশের মানুষ এগিয়েছে। এটা একটি বহুমাত্রিক অর্জন। আর এখানে সবথেকে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের সেই সহানুভূতির জায়গায় পরিবর্তন আসছে। তবে সাধারণ মানুষের ওপর তাদের সহানুভূতি এখনো আছে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তারা বিরক্ত। বিদেশিরা চায় বাংলাদেশ রাজনৈতিক নবায়নের মাধ্যমে নিজের ধারায় ফিরে আসুক। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত না করে গায়ের জোরে ক্ষমতায় থেকে এক ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে দেশ এগোতে পারে না। এটা কারও কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। যারা এসব করছেন তাদের কাছে প্রশ্ন করা দরকারড়তারা কী বিশ্বদরবারে এভাবেই চিহ্নিত হতে চান?

দেশের রাজনীতিকে ধ্বংস করার ফল আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি। তরুণরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মেধাগুলো বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বিদেশে অর্থ পাচার করছে। এভাবে আমরা এগোবো কী করে? বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি বলব, বাংলাদেশ এরই মধ্যে ব্যক্তি ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঝুঁকির অন্যতম কারণ রাজনীতি। রাজনৈতিক নবায়ন ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই। এই সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের কৌশলের বিষয় রয়েছে, সমস্যাটা ক্ষমতাসীনদের উপলব্ধি করার বিষয়। ক্ষমতাসীনদের মধ্যেও যাদের শুভবুদ্ধি আছে তাদের সময় এসেছে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার সাহস দেখানোর। সুতরাং সমাধানটা টেবিলে বসে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু বলতে পারি, সমাধান হতেই হবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকাকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়া এবং ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল ভূ-রাজনৈতিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গন সরব হওয়ার পেছনে ভূ-রাজনৈতিক একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু গণতান্ত্রিক দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন এসেছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধেও গণতান্ত্রিক দেশগুলো সরব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহল তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশকে দেখছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের মানুষও চিন্তিত। এমনকি বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থে বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের কথাবার্তা ক্ষমতাসীনদের ওপরে চাপের উপলব্ধি নিয়ে আসবে এবং সেটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য দরকার।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে যে পরিস্থিতির তৈরি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। সেটির পাশাপাশি বিশ্বও সোচ্চার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ব জানে বাংলাদেশের যতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তা প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক পরিবেশের উপস্থিতির ফলেই ঘটেছে। তাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং রাষ্ট্রের বাইরের ব্যক্তিরা যাতে নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিবেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য আন্তর্জাতিক মহল সোচ্চার হচ্ছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হোক সেটা বিশ্ব চায় না। এজন্য তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছে। বিশ্ব চায় বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি চর্চা করে এগিয়ে যাক। অর্থনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনে সাধারণ মানুষ ও সামাজিক সংগঠনদের অধিকার যাতে অব্যাহত থাকে সেই মানসিকতাও কাজ করছে আন্তর্জাতিক মহলে।

বাংলাদেশের মানুষের চাহিদাকে সমর্থন করে যারা বাংলাদেশের ব্যাপারে কথা বলবে সেটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের হিসাব-নিকাশে ভারতের অবস্থান

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

‘বাইডেনের সেলফি, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নানা হিসাব-নিকাশ’ শিরোনামে আমার আগের লেখায় বাংলাদেশসহ বিশ্বে চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী দেশ ভারতের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

‘তৃতীয় বিশ্বের’ দেশগুলোয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নানা ধরনের শর্ত আরোপের কারণে এসব দেশের চীন-রাশিয়ামুখী হওয়ার বর্তমান যে প্রবণতা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের ভূমিকার দ্বান্দ্বিকতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মূল শর্ত হলো কাঠামোগত সংস্কার, যার লক্ষ্য প্রাক্-পুঁজিবাদী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা। তবে নব্য মার্কসবাদী ও নির্ভরশীলতাবিষয়ক তাত্ত্বিকেরা বিষয়টা দেখেন পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসকদের নতুন ঔপনিবেশিক শাসন চালানোর প্রক্রিয়া হিসেবে।

কাঠামোগত সংস্কারের প্রক্রিয়া হিসেবে যে বিষয়গুলোর প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়, সেগুলো হলো সব রকমের ভর্তুকি প্রত্যাহার, কলকারখানাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে চিকিৎসাব্যবস্থার যতটা সম্ভব বেসরকারীকরণ, বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারণ না করে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ, সব রকমের ট্যারিফ কমিয়ে দিয়ে আমদানি উৎসাহিতকরণ।

অর্থাৎ মোটাদাগে এসব প্রেসক্রিপশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যুক্ত করা।

এসব প্রেসক্রিপশনের অনেক কিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর উন্নয়নকে মাথায় রেখে নয়, বরং পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তিকে মাথায় রেখে করা হয় বলে বামপন্থী অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারী, সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের সমঅধিকারসহ এমন কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়, যা শুধু মুসলিমপ্রধান দেশগুলোয় নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও সামাজিক বাস্তবতার কারণে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে চীন বা রাশিয়া ঋণ বা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত জুড়ে না দেওয়ায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো এদের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়াকে সুবিধাজনক মনে করছে। এসব বিষয় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক উপস্থিতির সহায়ক হয়েছে।

চীনের এই অর্থনৈতিক উপস্থিতিকে পশ্চিমের অনেক অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক ‘ঋণফাঁদ’ বলে অভিহিত করছেন। তাঁরা একই সঙ্গে বলছেন, চীনের ঋণের সঙ্গে উচ্চ সুদের বিষয়টা যুক্ত; যদিও এ ধরনের ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতা আগে অনেক উন্নয়নশীল দেশেরই হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ঋণ নেওয়ার পর।

ফলে এর সবকিছুই ‘তৃতীয় বিশ্বের’ দেশগুলোকে পশ্চিমের বিকল্প হিসেবে চীন-রাশিয়ামুখী করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে চীন, রাশিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি।

ভারতের উপস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার জায়গাটা হচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

এশিয়ার পূর্বে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমে ইসরায়েল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় কাউকে নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করে না। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও সামরিক

সম্পর্ক ক্রমে বাড়লেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নির্ভরযোগ্য নয়, বরং কৌশলগত মিত্র হিসেবেই দেখে। কেননা, সোভিয়েত জামানার সূত্র ধরে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের রয়েছে সুসম্পর্ক। ভারতের প্রতিরক্ষা খাত এখনো বহুলাংশে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জ্বালানি আমদানি করেছে, যা এখনো অব্যাহত। বাংলাদেশে ভারতের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্যভাবে উপস্থিতিকে তারা দেখে চীনের বিরুদ্ধে একধরনের বাফার হিসেবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এ মুহূর্তে ভারত মিত্রহারা। শুধু বাংলাদেশের সঙ্গেই রয়েছে তার সুসম্পর্ক। বাংলাদেশের নানা খাতে ভারতের বড় বিনিয়োগ রয়েছে।

সামরিক-কৌশলগত দিক থেকেও বাংলাদেশ ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতকে গভীর শঙ্কায় ফেলে দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে নয়াদিল্লির দক্ষিণ ব্লকে একধরনের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটেছে। আগে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এত বেশি বিশ্লেষণ ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে এ প্রবণতা বেড়েছে। এসব বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয় উঠে এসেছে, সেটা হলো, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে ভারত নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করলেও একই সঙ্গে তাদের মনে শঙ্কা জেগেছে বাংলাদেশের সঙ্গে এ সরকারের আমলেই চীনের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে।

তারা যে সমীকরণ বুঝতে চাইছে, সেটা হলো, ভবিষ্যতে যদি বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে সেটা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যাবে, নাকি বাংলাদেশ বিএনপির নেতৃত্বে পুরোপুরি চীনমুখী হয়ে পড়বে। ইসলামপন্থার রাজনীতির সঙ্গে বিএনপির সমীকরণ কী হবে, সেটিও নীতিনির্ধারকেরা অনুধাবনের চেষ্টা করছেন।

ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের (প্রচলিত ভাষায় জঙ্গি) বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো অপারেশনের বিরোধিতা করে বিএনপির নেতৃত্বের বক্তব্য দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে।

সরকারবিরোধিতার অংশ হিসেবে এটা তারা করে থাকলেও দিল্লির নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ও বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাদের ক্ষমতারোহণ দেশটিতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটাবে কি না। পাকিস্তানে আফগানিস্তানের তালেবানসমর্থিত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের উত্থানে চিন্তিত ভারত।

এ অবস্থায় পূর্ব সীমান্তেও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির উত্থান হলে সেটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে নয়াদিল্লি মনে করে। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ বা বিএনপিড়এই দুই দলের কারও ওপরই দক্ষিণ ব্লক পুরো নির্ভর করতে পারছে বলে মনে হয় না।

দিল্লির বিপরীতে ইসলামপন্থার রাজনীতি নিয়ে ওয়াশিংটনের মাথাব্যথা নেই। তারা মনে করে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত। এসব দলকে তারা গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদেরও ভূমিকা থাকা উচিত বলে তারা মনে করে। এসব দলের রাজনীতি করার সুযোগ সংকুচিত হলে সন্ত্রাসবাদনির্ভর রাজনীতির উত্থান হতে পারেড়এটা বাইডেন প্রশাসন এমনই মনে করে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাদের সামনে আঞ্চলিক পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে তিনটিড়১. ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি, ২. চীনমুখী নীতি এবং ৩. চীন-ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের হাতে?

এ কে এম জাকারিয়া

এই দুঃখজনক বাস্তবতা সম্ভবত আমরা মেনে নিয়েছি যে আমাদের নির্বাচন কীভাবে হবে, সেই সিদ্ধান্ত দেশের বাইরে থেকে আসবে। এখন আমাদের তাই তাকিয়ে থাকতে হয় ব্রিকস সম্মেলনের দিকে। সেখানে সি চিন পিং বাংলাদেশের প্রতি কতটা বা কোন মাত্রায় সমর্থন দেন, সেই আলোচনা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। অথবা আমাদের জানার চেষ্টা করতে হয়, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভের সফরের বার্তা কী?

আমাদের মনোযোগ দিতে হয় জি২০ সম্মেলনের দিকে। সেখানে জো বাইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সেলফির গুরুত্ব কতটা, তা নিয়ে তর্কবিতর্কে জড়াতে হয়। মোদির সঙ্গে শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক ও একান্ত বৈঠকে কী আলোচনা হলো, তা বের করতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাখোঁ কেন বাংলাদেশ সফরে এলেন, কী বলে গেলেন, সরকারের কতটা প্রশংসা করলেনড় এগুলো সবই বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে।

আমাদের চোখ রাখতে হচ্ছে ভারতের পত্রপত্রিকাগুলোর দিকে। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের পরিস্থিতি নিয়ে সেখানে এখন নিয়মিত বিশ্লেষণ ছাপা হচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে এত লেখালেখি এর আগে দেখা যায়নি। নিউইয়র্ক টাইমস কী লিখছে, ফরেন পলিসি কী বলছে, চীন বা রাশিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত সংবাদমাধ্যমগুলো কী বলছেড়সবই পড়তে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কোনো না কোনো প্রশ্ন প্রতি সপ্তাহে থাকছেই।

ওয়াশিংটনভিত্তিক নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যানের একটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে প্রথম আলো। সেখানে তিনি বলেছেন, চার দেশের প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। দেশগুলো হচ্ছে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধিতা থাকলেও এই চারটি দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তিনি এই পরিস্থিতিকে ‘জটিল’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারে চার দেশের যে প্রতিযোগিতা, তার কেন্দ্রে এখন চলে এসেছে বাংলাদেশের নির্বাচন। বাংলাদেশের গত দুটি নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের কৌশল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের তাগিদ এবং সেই লক্ষ্যে চাপ দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আসল অর্থ কী, সেই হিসাব-নিকাশ করেই সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র এই কৌশল নিয়েছে। আওয়ামী লীগও তা ধরতে পেরেছে বলে মনে হয় এবং সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি তাদের কাছে সরকার বদলের ষড়যন্ত্র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়েও সোচ্চার হয়েছে। তাদের সঙ্গে আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমা বিশ্ব। ইউরোপ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার। সামনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবাধ বাজার সুবিধা পেতে হলে মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিশ্চিত করার শর্ত আসতে পারে। বাংলাদেশের নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলোর এ ধরনের কৌশল অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়।

অন্যদিকে রাশিয়া ও চীনের নির্বাচন, গণতন্ত্র বা মানবাধিকার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা

নেই, তারা বাংলাদেশে তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন খোলামেলাভাবেই ঘোষণা করেছে। নির্বাচননির্ভর পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধারার শাসনের পাল্টা হিসেবে তারা বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের মতো দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক কর্তৃত্ববাদী শাসনের মডেলকেই উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। আর বাংলাদেশের গত দুটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারত বলা যায় একাই আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এবার ভারতের সেই অবস্থানের বদল হবে, এমন কেউ মনে করেন না।

এখন বাংলাদেশের নির্বাচনের ভবিষ্যৎ যদি এই চার দেশের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর নির্ভর করে, তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াচ্ছে? চার দেশের সম্পর্ক ও স্বার্থের হিসাব-নিকাশ বেশ জটিল।

এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রশ্নে ভারত, চীন ও রাশিয়ার অবস্থান এক। যুক্তরাষ্ট্র যদি সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রশ্নে চাপ অব্যাহত রাখে এবং সরকার যদি তা মানতে না চায়, তবে বাকি তিনটি দেশের ওপর তাদের নির্ভরতা বাড়াতে হবে। চীন, ভারত ও রাশিয়াড়এই তিন দেশের মধ্যে চীনের শক্তি-সামর্থ্য বেশি, বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এখন অনেক বেড়েছে। আর ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে অর্থনৈতিক ও সামরিকড়সব দিক দিয়েই চীন অনেক এগিয়ে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ভারতের তুলনায় চীনের প্রভাব বেড়ে যেতে পারে। ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের (আইপিএস) বিবেচনায় দেখলে এটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়, কিন্তু ভারতের জন্য তা আরও বেশি উদ্বেগের।

কুগেলম্যান তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এই পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। বাংলাদেশ যাতে চীনের দিকে ঝুঁকে না পড়ে, সেই চেষ্টা ভারত করতে পারে। তবে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে অংশটি বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অবস্থানটি পরিষ্কার করেছে তা হচ্ছে, ‘গণতন্ত্রের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যেতে চায়। এই অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে সফল হবে বলেই তারা মনে করছে।

আমার মনে হয়, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ভিসা নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে, এটা জেনেও যুক্তরাষ্ট্র ঝুঁকিটা নিয়েছে। তবে তারা ব্যর্থ হতে চায় না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, সরকারকে সংকটে ফেলার মতো সামর্থ্য তাদের আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেই কূটনৈতিক ক্ষেত্রটি আছে। যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারছে, সরকারকে সংকটে ফেলার সময় ভারত পাশে না-ও থাকতে পারে।’

বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব বাড়ুক, সেটা ভারত বা যুক্তরাষ্ট্র কারোরই চাওয়া হতে পারে না। এখন ভারত যদি বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে তাল না মেলায়, তাহলে বাংলাদেশে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতকে ভিন্ন পথ ও কৌশল ধরতে হবে। এবং এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের সেই পথটি কী? যেটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলবে না আবার চীনকেও ঠেকানো যাবে।

গত শনিবার সমকাল পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

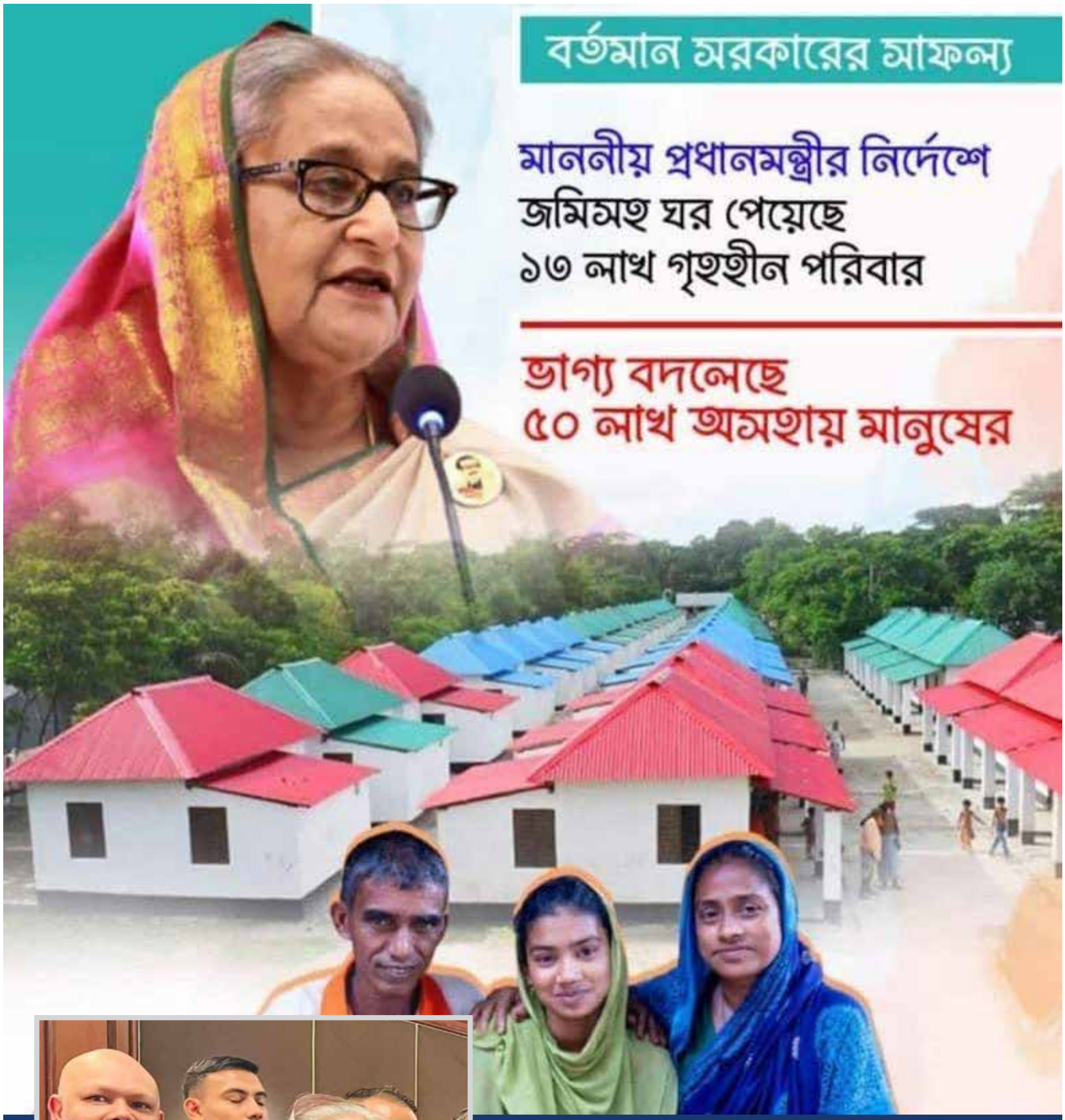

মাসুদ এইচ সিরাজী
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

শেখ হাসিনাকে ধারণে আওয়ামী লীগ কতটা প্রস্তুত

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

এই সময়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বে সবচেয়ে দৃষ্টিকাড়া একজন সরকারপ্রধান। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁর প্রতি বিশ্বনেতাদের এতটা আগ্রহ। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছিল। এর আগে বাংলাদেশের নাম বাইরের মানুষের কাছে পরিচিত ছিল না। বাংলা ভূখণ্ড যদিও ইতিহাসে খুব পরিচিত নাম ছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অধীন হয়ে পড়ে। সেটাও আরেক ধরনের পরাধীনতা ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আমাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কেবল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

তখনই পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা শুনতে পায়, দেখতে পায়। যুদ্ধরত মানুষের ছবি সেই সময়ের বিশ্বের গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ জানার সুযোগ পায়। স্বাধীনতার পর যাঁরা সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গেছেন, তাঁরাই শুনেছেন বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবের এমন পরিচয়ের কথা।

স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ আমাদের তখন স্যালুট জানাত। কিন্তু তারা এটাও জানত যে শাসন-শোষণে আমরা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়েছি, যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষই শুধু হারাইনি, দেশটাকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ধ্বংস করে গেছে। তার পরও দুনিয়ার সাধারণ মানুষ নতুন দেশ হিসেবে আমাদের চিনতে পেরেছে, আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধুকেও একজন যুগশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপিতা হিসেবে সম্মান জানাত।

তবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধীরা তখন এই দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি', বন্যা-দুর্ভিক্ষপীড়িত, পৃথিবীর অন্যতম প্রধান দরিদ্র দেশ বলে উপহাস করত। এই দেশের ভবিষ্যৎ তারা দেখেনি। কিন্তু আমাদের জাতির পিতা বলেছিলেন, 'আমার মাটি আছে, মানুষ আছে, তাই একদিন সোনা এ দেশে ফলবেই, প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডও হবে বাংলাদেশ।' এ ছিল তাঁর দিব্যদৃষ্টি। তিনি সাড়ে তিন বছরের মাথায় হতদরিদ্র দেশটাকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করে গেছেন। আমাদের মাথাপিছু আয় তখন ২৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছিল।

'৭৫- এর সব হত্যাযজ্ঞের পর সংবেদনশীল বিশ্ব আমাদের নিয়ে, আমাদের দেশপ্রেম নিয়েই হতাশা ব্যক্ত করেছে। জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট তখন তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'বেঙ্গলিজ ক্যান নো লংগার বি ট্রাস্টেড আফটার দ্য কিলিং অব শেখ মুজিব। দৌজ হু কিলড মুজিব ক্যান ডু অ্যানি হায়েনাস থিং।' (শেখ মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। যারা মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা যেকোনো জঘন্য জিনিস করতে পারে।) এ ধরনের জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সঙ্গে লজ্জা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎই কেবল কল্পনা করা যেতে পারে। কারণ কোনো জাতি এবং রাষ্ট্রই মহান দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নেতৃত্ব ছাড়া কখনো স্বাধীন হয়নি, উন্নতও হয়নি। আমরা '৭১-এ স্বাধীন হয়েছি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগী নেতাদের মেধা, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমের কারণে। তাঁদের দ্বারাই কেবল দেশটা উন্নত আধুনিক হতে পারত। কিন্তু তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হলো দেশটাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

বাংলাদেশ '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত গৌরব করার তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হলো, যা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিল। গঙ্গার পানিচুক্তি হলোড়তা-ও দীর্ঘদিনের এক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেল। দেশের অর্থনীতি পাঁচ বছরে অনেকটাই স্বাবলম্বী হওয়ার প্রমাণ রেখে গেল। কিন্তু তখনো '৭৫-এর ষড়যন্ত্রকারী ও সুবিধাভোগীরা রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার ও ভারতবিরোধী জিগির

তুলে মানুষকে বিভ্রান্তের চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তাদের পেছনে ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠী, যারা ২০০১-এর নির্বাচনকে ভেতরে ভেতরে কলঙ্কিত করেছিল। এরপর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তি দেশটাকে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তখনই বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র, জঙ্গিবাদী রাষ্ট্ররূপেও অভিহিত করেছিল।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, সেই ভাবনা প্রায় তিরোহিত হতে বসেছিল। ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ড থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করলেন। তাঁর হাতে ছিল বাংলাদেশটাকে বদলে দেওয়ার এক রূপকল্প, যা কেউ কেউ কল্পকাহিনি মনে করত। সে কারণে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাকে। পদ্মা সেতু, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্যবিমোচন, বড় বড় মেগা প্রকল্প গ্রহণ, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণড়সবকিছু নিয়েই একশ্রেণির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিচালনাকারীরা তামাশা আর অপপ্রচারের হাঁড়ি খুলে বসেছিল। যেন এসবের কোনো কিছুই বাংলাদেশে কেউ কোনো দিন দেখবে না! পদ্মা সেতুতে উঠলে পড়ে মরতে হবেড়এমন কথাও 'দায়িত্বশীলদের' মুখ থেকে শুনতে হয়েছিল। বিদ্যুতের রূপকল্প নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ লেগেই ছিল।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহ হয়েছিল, ১৩ ও ১৪ সালের নির্বাচন প্রতিহত করার নীলনকশার অন্তরালেও একই পরিকল্পনা ছিল। উইলি ব্রান্ডট আমাদের জাতির ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই অপশক্তিকে '৭৫ সালেই চিনতে পেরেছিলেন। আর এই অপশক্তির অপপ্রচার, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশটাকে আর্থসামাজিকভাবে বদলে দিলেন। যা কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি, তা এ দেশে ১৫ বছরে একের পর এক বাস্তবায়িত হলো। আন্তর্জাতিকভাবে আমরা মর্যাদা লাভ করলাম মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করার। স্বীকৃতি দেওয়া হলো উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সব উন্নত দেশের দৃষ্টিকাড়া একটি দেশ। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই বিশাল সমুদ্রসীমা উদ্ধার করে আনলেন আন্তর্জাতিক আদালত থেকে। এই সমুদ্রসীমা বিশ্বের বড় বড় দেশের কাছে আমাদের অপার সম্ভাবনায় পরিণত হওয়ার বার্তা দিয়েছে। আমাদের মাটিতে এখন সত্যিই সোনা ফলছে। খাদ্য উৎপাদন চার গুণ বেড়েছে; বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা আট গুণ বেড়েছে; শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এখন আমাদের এক অপার শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সে কারণেই শেখ হাসিনাকে ব্রিকস, জি২০ সর্বত্র বিশ্বের তাবৎ বড় বড় নেতা প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশ ঘুরে যাচ্ছেন ইমানুয়েল মাখোঁর মতো রাষ্ট্রপ্রধানও। বাংলাদেশের এই উচ্চতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের গুণেই তৈরি হয়েছে।

শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দূরকে দেখা তার মতো নেতারই বেশি বেশি প্রয়োজন। তিনি রাজনীতিতে এলেন অনেকটা আকস্মিকভাবেই। চরম প্রতিকূলতা পেছনে ফেলে তিনি কেবলই এগিয়ে গেলেন, দেশটাকেও এগিয়ে নিচ্ছেন। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে

সামছুদ্দীন আজাদ

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা যাকে গণতন্ত্রের মানস কন্যা বলা হয়, তিনি ১৯৯৬ সালে প্রথম বারের মত রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন, এরপর আবার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর একনাগাড়ে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫ বৎসর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অর্থাৎ তিনি চার বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার এক বিরল দৃষ্ঠান্ত স'াপন করেছেন। এরিমধ্যে সরকারের মেয়াদ শেষ হ"ছে এ বছর ডিসেম্বর, আগামী নববর্ষের শুরুতে অর্থাৎ ২০২৪ সালে হতে যা"ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

সবকিছু ঠিকঠাক মত চললে মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত থাকলে মানুষ আবারও ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে পঞ্চম বারের মত রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসার সুযোগ দেবে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে দেশের অর্থনীতির চাকাকে যেমন শক্তিশালী করেছেন তেমনি অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে বাংলাদেশের চিত্র যেমন পাল্টিয়েছেন তেমনি মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। বড় বড় মেগাপ্রকল্পগুলোর কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি বিদেশীদের আস'ার জায়গা তৈরি হয়েছে।

বিদেশী বিনিয়োগকারিদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এমন সফলতা আর সক্ষমতার বিষয়গুলো দেখে। যেমন পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে তিনি করেই দেখিয়েছেন তার সক্ষমতা, নানা আন্তর্জাতিক স্বরযন্ত্র বিরোধীতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে। আবার পদ্মা সেতুতে বসিয়েছেন রেললাইন, যা বাংলাদেশের জিডিপি ২ ভাগ বাড়াতে সাহায্য করবে।

এমনকি পদ্মা পাড়ের দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানও বদলে দেবে। তাছাড়াও ঢাকা শহরের যানজট মুক্ত করার জন্য তার নেয়া পরিকল্পনা যেমন অসংখ্য ঋষু ঙাবৎ নির্মাণ, উড়াল সেতু যাকে ঊষবাধঃবফ ঊঢ়ৎবংং ধিু বলে সেটি ইতিমধ্যে ১১ মাইল উদ্বোধন হয়েছে। মেট্রোরেল ইতিমধ্যে যাত্রা শুরু করে মানুষের জীবনের চিত্র পাল্টে দিয়েছে।

দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর যেটি বন্দর নগরী নামে খ্যাত সেখানেও খুব সহসা ঊষবাধঃবফ ঊঢ়ৎবংং ধিু উদ্বোধন হবে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ করা। যা কোন দিন কোন কালে বাংলাদেশের মানুষ চিন্তাও করতে পারেনি, সেটি তিনি করে দেখিয়েছেন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি মাইলফলক দৃষ্টান্ত।

বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কুতুবদিয়ার অদূরে উববঢ় ঝবধ তে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেশী ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। এতে সকলের আস'া যেমন বেড়েছে তেমনি বাংলাদেশের স্বক্ষমতার বিষয়টিও পরিস্কার হয়েছে। আভ্যন্তরিণ বিষয়ে যখন একটি দেশের সরকার বিভিন্ন পরিকল্পণা হাতে নিয়ে এবং তা বাস্তবায়ন করে নিজের স্বক্ষমতা তৈরি করেন তখন বিদেশী রাষ্ট্র দাতা দেশ সাহায্য সংস'া, ব্যবসায়ী বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট ব্যবসায়ী সকলেরও আগ্রহ তৈরি হয় আস'া ও বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয় দেশটির প্রতি, দেশটির সরকারের প্রতি। বঙ্গবন্ধু কন্যা আগামীর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষর জন্য এসব কাজগুলি করে দিয়েছেন। জাতিসংঘের দেয়া টার্গেট মিলেনিয়াম ডেভেলপম্যান্ট গোল (গউএ) এবং (ঝউএ) সাসটেইনেবল ডেভেলপম্যান্ট গোল অর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে।

২০২৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ জাতিসংঘের দেয়া সব শর্ত পূরণ করে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উঠে আসবে। এমনকি জলবায়ু সমস্যা অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হ"ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘন ঘন আঘাত হানে। বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন যার ফলে ভূমি ভেঙ্গে নদীতে বিলীন হয়ে যায়, হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে উদ্বাস্' হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

দিন দিন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এমননি অবস'ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে সমস্ত দেশ বৈশ্বিক উষ্ণতায় ক্ষতিগ্রস্ত হ"ছে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে দাবী করছেন, অনুরোধ করছেন কার্বন নির্গমন বন্ধ করতে অথবা কমিয়ে আনতে। তাদের কাছে দাবীও করেছেন যেহেতু তাদের কারণে আমরাসহ দরিদ্র দেশসমূহ প্রতি বছর যে ক্ষতির সম্মুখীন হ"ছে তার জন্য ক্ষতি পূরণ দেয়া। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শান্তি রক্ষায়ও কাজ করছেন। যেমন-১৯৯৬ সালে তিনি ক্ষমতায় এসে ভারত পাকিস্তানে যে যুদ্ধাবস'া বিরাজ করছিল তাতে এ অঞ্চলে শান্তি বিঘ্ন ঘটার অবস'া তৈরি হয়েছিল জাতিসংঘ থেকে এ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য ভারত পাকিস্তানের সাথে মধ্যস'তা করে শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা নিতে বলা হয়েছিল।

তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি পাহাড়ী জনপদে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী গ্রুপ শান্তি বাহিনী ও সাধারণ জনপদের বাসিন্দাদের সাথে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল প্রতিদিন শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসীরা অসংখ্য মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করতো-যা ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ। যার ফলে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল সন্ত্রাসের ভয়ংকর এক জনপদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তি চুক্তি করে পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এনেছেন। তাদের কর্মসংস'ানের ব্যবস'া করেছেন, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে শান্তি চুক্তি করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স'াপন করেছেন।

এমন উদ্যোগকে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সকল মহল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জাতিসংঘের ইউনেসকো সংস'াটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টঘউঝঈঙ চবধপব অধিৎফ এ ভূষিত করেছে এবং সেটি তার হাতে তুলে দিয়েছিল মার্কিন বিখ্যাত এবং চৌকস পররাষ্ট্র মন্ত্রী যার বুদ্ধির কাছে সারা বিশ্ব রাজনীতি ছিল সেই সময় অনেকটা অসহায়। তিনি হলেন হেনরি কিসিঞ্জার তিনিই এই পদক বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অথচ এই মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালে যারা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলেন যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব কয়টি দেশ, এমনকি ইউরোপের দেশসমূহ।

কেবল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল যেমন-রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিউবার বিপ্লবী নেতা ডঃ ফিদেল কাস্ট্রোও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। আজ দিন বদল হয়েছে রাজনীতির কৌশল পরিবর্তন হ"ছে, ভূরাজনৈতিক প্রয়োজনে সারা দুনিয়া এষড়নধষ ঠরষষধমব পরিণত হয়েছে। অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার সম্প্রসারণে বিশ্বের কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার দেশে দেশে তারা ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছে নিজেদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আর কোন বাউন্ডারি রাখেনি। সাথে সাথে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সামরিক শক্তির প্রতিযোগীতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিজেদের বাউন্ডারি ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রমাণ করতে সর্বাধুনিক মরণাস্ত্র আবিস্কার করছে প্রতিযোগীতার সাথে। যেমন-চীন, (সোভিয়েট ইউনিয়ন) রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজর পড়েছে এশিয়ার প্রতি, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর হ"ছে তাদের সামরিক মহড়া আর শক্তি প্রদর্শনের জায়গা।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশকে আস'ায় রাখেন চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সৌদি আরব, গোটা মধ্যপ্রাচ্য এমনকি আফ্রিকার ধনী দেশসমূহ। প্রত্যেক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে নিবিড় কুটনীতিক সম্পর্কে আগ্রহী। এমনকি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইসলামী উন্নয়ন সংস'ার কাছেও বাংলাদেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াশিংটনসহ প্রধান কার্য্যালয়ে প্রধান অতিথির মর্যাদা দিয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং বাংলাদেশকে (৪) চার বিলিয়ন ডলার অনুদানও দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে অনুষ্ঠিত ৯-১০ সেপ্টেম্বর জি-২০ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বের সেরা রাষ্ট্র নায়কদের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করে বিশ্ব রাজনীতিতে শেখ হাসিনার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ করার বিরল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভারত প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জি-২০ শুধু বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ সমূহের জোট, বাংলাদেশ এর সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সৌজন্যতার অনন্য দৃষ্টান্ত স'াপন করেছে ভারত। সামছুদ্দীন আজাদ, সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

জাতিসংঘের ৭৭ তম

অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন

শেখ হাসিনা'র

যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষ্যে জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জি,আই রাসেল

সহ-সভাপতি

মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ

চীনকে ঠেকাতে যেভাবে সেই ভিয়েতনামকে কাছে টানছে যুক্তরাষ্ট্র

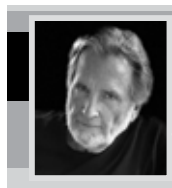

জিম লরি

নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের পর ভিয়েতনামের হ্যানয়ে সফল সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছেন।

ভিয়েতনামে তাঁর এ সফরের সময় আধা ডজনের মতো বিনিয়োগ চুক্তি হয়েছে। এতে দুই পক্ষই লাভবান হবে। কিন্তু এ সফরে যেটা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারত্বের' ঘোষণা দিয়েছে। চীন, রাশিয়া, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ভিয়েতনামের কৌশলগত অংশীদারত্ব আগে থেকেই রয়েছে।

ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার ইঙ্গিত দেন বাইডেন। বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনামের সম্পর্ক 'নতুন স্তরে' প্রবেশ করেছে।

একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই, কয়েক দশক আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনামের সম্পর্কে অনেক বেশি অগ্রগতি এসেছে। কিন্তু এশিয়ার প্রতি ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো সেই পুরোনো ফাঁদেই পড়ে রয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল কী? এই দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ঝুঁকি তৈরি করছে। যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম ও বিশ্বকে ভুগতে হতে পারে এর জন্য।

৫০ বছর আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের চারজন প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনাম সফর করলেন। প্রথমটার ক্ষেত্রে আমি সফরসঙ্গী ছিলাম। যুদ্ধ-পরবর্তী সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ হিসেবে ২০০০ সালের নভেম্বরে বিল ক্লিনটন হ্যানয় সফর করেন।

২০ বছরের যুদ্ধে বিধ্বস্ত ভিয়েতনাম থেকে কলঙ্কজনকভাবে সরে আসার পর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। ক্লিনটনের সফরের মধ্য দিয়ে ২৩ বছর ধরে ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের যে ধারাবাহিকতা, তারই সূত্রপাত করেছিল।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সর্বশেষ সফরটি ছিল এ প্রেক্ষাপট থেকে অনেক বেশি ভিন্ন। এ সফরের উদ্দেশ্য যতটা ভিয়েতনাম, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশটির উত্তর দিকের অতিকায় প্রতিবেশী চীন। ব্যাপারটি যদি চীনসম্পর্কিত না হতো, তাহলে বাইডেন হ্যানয় সফরে যেতেন কি না, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভিয়েতনাম ঘিরে আমেরিকার এই সর্বশেষ তৎপরতা দেখে কেউই গত ৭০ বছরের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে থাকতে পারে না। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলে প্রথম নিজেদের পা রাখে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী সরকারকে নিজেদের পাখার ছায়ায় নিয়ে আসে।

১৯৫০-এর দশকের সেই দিনগুলোতে 'লাল চীনের হুমকি', আরও বড় প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্টভীতি থেকে উদ্দীপনা খুঁজে পেত যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা জোসেফ স্তালিন সবে তখন মারা (১৯৫৩ সাল) গেছেন। বেইজিংয়ে মাও সেতুংয়ের রাজত্ব চার বছরে পড়েছে। মাও সেতুং 'লাল প্রাচ্যের' ঘোষণা দিয়েছেন।

ভবিষ্যৎটা ছিল অনিশ্চিত। কমিউনিজমের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, হ্যানয় থেকে জাকার্তাড়দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমিউনিজমের বৃত্তে ঢুকে পড়বে। এই পরিবর্তনকে কেবল ঠেকাতে পারে 'মুক্ত বিশ্বের' 'অগ্রসর শক্তি'।

সাত দশক পর বিশ্বের অগ্রসর শক্তি আমেরিকা এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ করছে না? কিন্তু সেই একই ধরনের ভাষা ব্যবহারের ঘটনা এখন মার্কিন কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এটিকে তারা বলছেন, নতুন শীতল যুদ্ধ।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) ওপর গঠিত মার্কিন আইনসভার একটি বাছাই

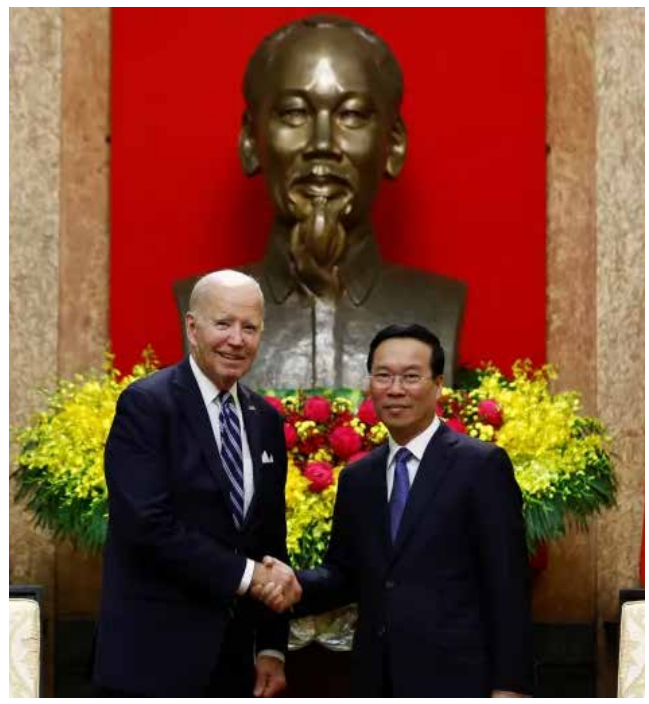

কমিটি বলেছে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একুশ শতকে 'মৌলিক স্বাধীনতার' ওপর যে 'অস্তিত্বগত' হুমকি তৈরি করেছে, সেটা অনুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করছে তারা। এ ধরনের বিপজ্জনক ভাষা ব্যবহারের প্রকৃত মানে কী? বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান, তাতে কি হুমকি তৈরি করছে চীন? এর মানে কি বিশ্বে কেবল একটাই পরাশক্তির প্রয়োজন?

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কূটনীতিক ও হার্ভার্ডের অধ্যাপক রবার্ট ব্ল্যাকওয়েল একটি নীতিপত্র লেখেন। এখন এশিয়ায় আমেরিকানরা যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার ভিত্তি সেই লেখা।

লেখাটির শুরু হয়েছে এই প্রস্তাবনা দিয়ে, 'যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই অব্যাহতভাবে মহাকৌশল অনুসরণ করে যেতে হবে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর আধিপত্য অর্জন এবং সেটা ধরে রাখার ব্যাপারে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর আমেরিকা মহাদেশ, এরপর পশ্চিমা পরিসর ও শেষে বৈশ্বিক পরিসর।'

ব্ল্যাকওয়েলের নীতিপত্রটিতে এ যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তার 'পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব' সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং এশিয়ায় তারা সেটা কীভাবে করবে, তা নির্ধারণ করতে হবে।

এই নীতিপত্রে এ ধারণা বজায় রাখা হয়েছে যে চীন 'দায়িত্বশীল অংশীজন' বলে বিবেচিত হতে পারে না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজেদের মহাকৌশলে চীনা সমাজ ও তাদের সীমানার বাইরেও চীন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর পথ খুঁজছে। প্রান্তের দেশগুলোকে বশ্যতা মানাতে , আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রকে এটা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে এশিয়ায় চীন মুক্তভাবে রাজত্ব করতে পারে না।

বাইডেন প্রশাসন ২০১৫ সালে প্রণীত ব্ল্যাকওয়েলেরে সেই নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে। এ কারণেই কৌশলগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভিয়েতনাম গুরুত্বপূর্ণ। 'কৌশলগত প্রতিযোগিতা'ড়এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৭০ বছরের আগের সময়ে ফিরে যাচ্ছে। কমিউনিস্টদের অভিলাষ ব্যর্থ করে দিতে গিয়ে ৭০ বছর আগে আনাড়ির মতো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ওয়াশিংটন কিছু প্রশ্ন নিজেদের খুব কম ক্ষেত্রেই করে। কেন যুক্তরাষ্ট্রকে একমাত্র পরাশক্তি হতে হবে? চীনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার কাজ তাদের কে দিয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা কি বাস্তবসম্মত? বিশ্বের কতটা অংশ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য দেখতে চায়? আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বহুপক্ষীয় অবস্থান এবং বহুমেরুর বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কি বৃহত্তর অর্থে শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেয় না?

আবারও ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশকে আমেরিকা পরাশক্তির রাজনীতির মধ্যে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ভালো সংবাদটা হলো তারা এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী। দুই পক্ষের টানাটানির মধ্যে নিজেদের নিজেরাই সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। জিম লরি লেখক ও সম্প্রচারকর্মী, আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

দেশে দেশে প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্র বনাম সেনাশাসন

ড. মোঃ মিজানুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের দুই অধ্যাপক জোনাথন পাওয়েল এবং ক্লেটন থাইনের এক গবেষণা বলছে, ১৯৫০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বে মোট ৪৮৮টি সেনাঅভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে আফ্রিকায় ঘটেছে ২১৬টি, যার ১০৮টিই ছিল সফল। ২০২১ সালে মালি থেকে সর্বশেষ গ্যাবন পর্যন্ত মাত্র দুই বছরে আফ্রিকায় ১০টি অভ্যুত্থান হয়েছে; অবসান ঘটেছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার। সাধারণ মানুষ সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে বরং গণতন্ত্রের পতনে উল্লাস করেছে। এটি কি জনগণের সেনাবাহিনীকে সমর্থন নাকি ক্ষমতার পালা বদলের জন্য সেটিই আজকের প্রসঙ্গ।

আগস্টের ৩০ তারিখে গ্যাবনের অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন নেতা হিসাবে জেনারেল ব্রাইস ওলিগুই এনগুয়েমার-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২৬ আগস্টের বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের আলী বঙ্গোর জয়লাভের ফলাফল বাতিল করা হয়। সেই ভোট এতটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, ভোট গণনার সময় কারফিউ জারি করতে হয়েছিল। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষদেরও নিষিদ্ধ করেছিল বঙ্গোর সরকার। অভ্যুত্থানের নেতারা বলছেন, বঙ্গোকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার অন্যতম কারণ নির্বাচনে জালিয়াতি।

শুধু গ্যাবন নয়, পুরো আফ্রিকার নির্বাচনী ব্যবস্থাই বিতর্কিত। আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকভাবে দেশ চললেও প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে বেশির ভাগ মানুষের কথা ভেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না, এটা হয় মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে। বহু বছর গ্যাবনে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়নি। ক্ষমতাচ্যুত শাসকের আহ্বান যে সাধারণের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করেনি, তার প্রমাণ দেখা গেল রাজপথে। রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে উল্লাস করছে সাধারণ মানুষ। অনেকে সেনাদের সঙ্গে ছবি তুলেছে।

গ্যাবনের অভ্যুত্থানের দিনই আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়, যাতে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এমারসন পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। যদিও নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে বিরোধী দলগুলো। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরাও ওই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

গ্যাবনের আগে অভ্যুত্থান হয়েছে নাইজারে ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে। নাইজারের রাষ্ট্রপতি বাজুমকে তারই রক্ষীবাহিনী আটক করে। বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল আব্দুর রাহমান চিয়ানি নিজেকে নতুন সামরিক প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই সামরিক সরকারের সমর্থনে স্টেডিয়ামগুলো ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ২০২২ সালে বুরকিনা ফাসোতে ক্ষমতা গ্রহণ করে সেনাবাহিনী। ২০২১ সালে মালির রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। ২০২১ সালে আফ্রিকার আরো ৩ দেশ গিনি, শাদ এবং সুদানে অভ্যুত্থান ঘটে। প্রতিটি অভ্যুত্থানেরই পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল দেশগুলোর জনগণের বড় অংশ।

অগণতান্ত্রিক পন্থায় জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও আফ্রিকার মানুষ কেন সমর্থন জানাচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞগণ এবং ভুক্তভোগীরা মূলত দু'টি কারণকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করেন। প্রথম কারণ, প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয়র শাসনব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে সরকার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার নেপথ্যে রয়েছে ওইসব দেশের পুতুল সরকারগুলোর বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল থেকে তাদের লুটপাটে সহযোগিতা করা।

প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্র

প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্র সেনাশাসনের প্রতি সমর্থনের অন্যতম কারণ। ২০২২ সালে আফ্রিকার দেশগুলোতে একটি জরিপ পরিচালনা করে আফ্রিকাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আফ্রোব্যারোমিটার। তাতে দেখা যায়, মহাদেশটির মাত্র ৪৪ শতাংশ মানুষ মনে করে, ভোট দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের অপছন্দের প্রার্থীকে ক্ষমতা থেকে সরানো যায়। বাস্তবতা ওই জরিপের ফলাফল থেকে অনেক ভিন্ন। আফ্রিকার দেশগুলোতে ক্ষমতাসীনরা মেয়াদ পেরোলে নির্বাচন দেন ঠিকই, যা নিতান্তই নিয়ম রক্ষার। গ্যাবন, নাইজার, জিম্বাবুয়ে, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, গিনি ও ক্যামেরুনের মতো দেশগুলোর প্রেসিডেন্টরাও অন্তত দুই দশক ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন এবং ছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আফ্রিকায় বেসামরিক নেতৃত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ হতাশ। সামরিক নেতৃত্ব নিয়ে তাদের এ আশাবাদ সে হতাশারই প্রতিফলন। লন্ডনভিত্তিক থিংকট্যাংক চ্যাথাম হাউজের সহযোগী ফেলো লীনা কোফি হফম্যান বলেন, সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে জনগণের এ সমর্থন সরাসরি নয়। অর্থাৎ মানুষ সেনাবাহিনীকে সমর্থন নয়, বরং তারা ক্ষমতার পালাবদল চায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জীবনমানের দ্রুত অবনতি হওয়ায় গণতন্ত্রের সুফল সম্পর্কে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন তুলছেন আফ্রিকার মানুষ। ক্রমাগত নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় জনজীবনে চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছে। বাড়ছে দরিদ্রের সংখ্যা। এতে সঙ্ঘাত-সংঘর্ষও বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ আফ্রিকার অর্থনীতির আকার তো বাড়বেই না, বরং ৩ দশমিক ১ শতাংশ কমবে। গত বছর এ হার ছিল ৩ দশমিক ৬। অর্থনীতির সামগ্রিক দুরবস্থার কারণে বেসামরিক নেতৃত্বের ওপর জনগণের আস্থা কমছে। যদিও এসব নেতা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও তাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

বিদেশী শক্তির প্রভাব

সরকারগুলোর বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকাও সেনাশাসনের প্রতি সমর্থনের অন্যতম কারণ। গত পাঁচ বছরে আফ্রিকার যেসব দেশে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে, সুদান বাদে বাকি সব দেশই একসময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। এসব দেশের সরকারের ওপর প্রভাব ও সমর্থন রয়েছে ফ্রান্সের। এতে দেশের সাধারণ মানুষ ত্যক্তবিরক্ত। জনগণের ফ্রান্সবিরোধী মনোভাব কাজে লাগাচ্ছেন জেনারেলরা। তারা ফ্রান্সবিরোধী বক্তব্য দিয়ে জনগণকে কাছে টানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ফ্রান্স যে নিজের স্বার্থেই এসব কর্তৃত্ববাদী শাসককে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল, জনমনে সেই বোধ তীব্র করার চেষ্টা করছেন।

চ্যাথাম হাউজের আফ্রিকাবিষয়ক কর্মসূচির ফেলো হফম্যান বলেন, 'তথাকথিক পশ্চিমাবিরোধী মনোভাবের বিষয়টি নিয়ে ভাবা গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়নি; গণতন্ত্রের সুফল তারা পায়নি। তবে সুন্দর ভবিষ্যতের যে আশায় মানুষ সামরিক সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে, সেই সরকারও তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজে নাও আসতে পারে। কারণ, জনগণের সুফল নয়, জেনারেলদেরও লক্ষ্য হতে পারে নিছক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। তারপরও জনগণ স্বৈরচারের স্বৈরশাসন থেকে আপাতত বাঁচতে চায়।

বিদেশীদের প্রতি জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নাইজারে। অভ্যুত্থানের পর বিক্ষুব্ধ জনতা 'ফ্রান্স নিপাত যাক' স্লোগান দিয়ে ফরাসি দূতাবাস আক্রমণ করে, সীমানাপ্রাচীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে নাইজার নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করলেও প্রচ্ছন্ন ঔপনিবেশিক প্রভাব এখনও রয়েছে। নাইজারের ঘটনায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, ফ্রান্স ও এর স্বার্থের ওপর কোনো আঘাত বরদাশত করা হবে না। যদি কারো গায়ে আঘাত লাগে, তাহলে সাথে সাথে প্রতিশোধ নেয়া হবে। তার এই বক্তব্য আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশের অবাধ্য প্রজাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর দেয়া কঠোর হুঁশিয়ারির মতো শুনিয়েছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঘৃণা তীব্রতর হতে থাকলে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে পুরোপুরিভাবে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। উল্লেখ্য, নাইজারে এখনো ফ্রান্সের দেড় হাজার সেনার পুরো গ্যারিসন অবস্থান করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গল ফ্রঙ্কাফ্রিকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বে ফ্রান্সের ক্ষমতা এবং আফ্রিকায় ফ্রান্সের ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।' এই অবিচ্ছেদ্যতার ধুয়া তুলে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য জ্বালানিসম্পদও তাদের পক্ষে যায় এমন সব বাণিজ্য চুক্তি তারা বজায় রেখেছেন। ফ্রান্সের নেতারা আফ্রিকাকে ফ্রান্সের বাড়ির পেছনের আঙিনা বলে মনে করেন। ফ্রান্সের সাবেক কলোনিগুলোতে উপনিবেশ-উত্তরকালের শাসন টিকে থাকার অন্যতম ভিত্তি হলো বেপরোয়া দুর্নীতি। বিশাল অঙ্কের সহায়তা কর্মসূচির বিনিময়ে সেখানকার আজ্ঞাবহ পুতুল নেতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে ফরাসিদের স্বার্থ রক্ষা করেন। ঘুষের সেই অর্থ তারা ফ্রান্সসহ বিদেশে পাচার করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সবসময় এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়ে গেছে। এর প্রত্যক্ষ কারণ লাভের ভাগবাটোয়ারা। যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা আফ্রিকার উন্নয়ন খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহযোগিতা দেয়ার পরও *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি
গণতন্ত্রের মানসকন্যা

দেশরত্ন, জননেত্রী
শেখ হাসিনা'র
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের
৭৮তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে

শুভেচ্ছা স্বাগতম

সৌজন্যে:

শেখ জামাল হোসাইন

সাবেক সভাপতি: বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, নিউইয়র্ক স্টেট শাখা
সাধারণ সম্পাদক: আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়ালফেয়ার অর্গানাইজেশন
সভাপতি: যুক্তরাষ্ট্র নবীগঞ্জ সমিতি

গ্রাফিক ডিজাইন: আবু তাহের ০১৭২৯১৮১৫১২

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 22 - 28, 2023) | Promo Code : PSP38

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

SALE $4.99/LB
CUT OFF
WHOLE REGULAR GOAT

SALE $2.99/LB
CHICKEN THIGH

SALE $14.99/EA
20 LB
ABDULLAH LONG GRAIN RICE

SALE $23.99/EA
20 LB
ROYAL SELLA BASMATI RICE

SALE $11.99/EA
SHAHI HALAL QUAILS

SALE $13.99/EA
SIZE 8/10
HILSHA CK/A&A BRAND

SALE 3/$5.00
SHAHAJALAL DAL PURI / ALU PURI / SINGARA

SALE $6.99/EA
30 PCS
SHAHI PLAIN PARATHA

SALE $1.79/LB
SIZE 2 KG
ROHU CK BRAND

SALE $2.49/LB
SIZE 1 KG
TILAPIA

SALE $3.99/EA
RONZONI PASTA (ASSORTED)

SALE $3.99/EA
DANISH LEXUS VEGETABLE CRACKER BISCUIT

SALE $6.99/LB
NO CUT
WHOLE FRESH SALMON

SALE $1.99/EA
300 GM
OWNER DRY CAKE

SALE $13.99/EA
3 LITER
PREEMAS POMACE OLIVE OIL

SALE $7.99/EA
2.2 LB
NESTLE COFFEE MATE

SALE $3.99/EA
100 TEA 25 FREE EXTRA
VITAL TEA

SALE 59¢/LB
YELLOW BANANA

SALE 3/$5.00
354 ML
KRASDALE EVAPORATED MILK

SALE 3/$5.00
ONE DOZEN
MEDIUM BROWN EGGS

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT | WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

FOOD CERTIFIED 100% HALAL

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023

BELLEROSE
SABU
SARIF
ZULKAR NAIN
TEL: 347-657-8911

BRONX
SHIREEN
ARUSH KHAN
MOHAMMED ISLAM
TEL: 34-658-0134

JAKSON HEIGHTS
AZAD NAHAYEN
MD MONIRUZZAMAN
AFTAB SHEKDER
TEL: 347-658-4362

JAMAICA
MD ARIFUL ISLAM
MOHAMMED MAZUMDER
MOHAMMED NASIR
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK
ABU THAER
ELIZABETH DIANE
MASHUQUE AHMED
TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT | WhatsApp Number

168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-626-8341, 718-239-9500

HALAL

www.premiumsweetsus.com

বাঙালাদেশিদের বিভক্তি নয়, একতা। এবার যুদ্ধ হবে অস্ত্রে নয়, ভালোবাসা ও দেশপ্রেমে। আমাদের প্রেমের নাম বাংলাদেশ ও আমেরিকা

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস বক্তব্য রাখছেন ব্রুকলিনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলায়। পাশে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

ব্রুকলিনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলা উদ্বোধনের পর প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিওট হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

বাংলাদেশ সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী পবন দাশ বাউল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন।

দি বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা'র 'তয়েস ফর তয়েসলেস' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে একমাত্র ও সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ড. ওয়াকার উদ্দিন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে মানবিক অধিকারের নিরন্তর সংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদকে।

'ড. ওয়াকার উদ্দিন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের পর বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার পরিবারের সঙ্গে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS®
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

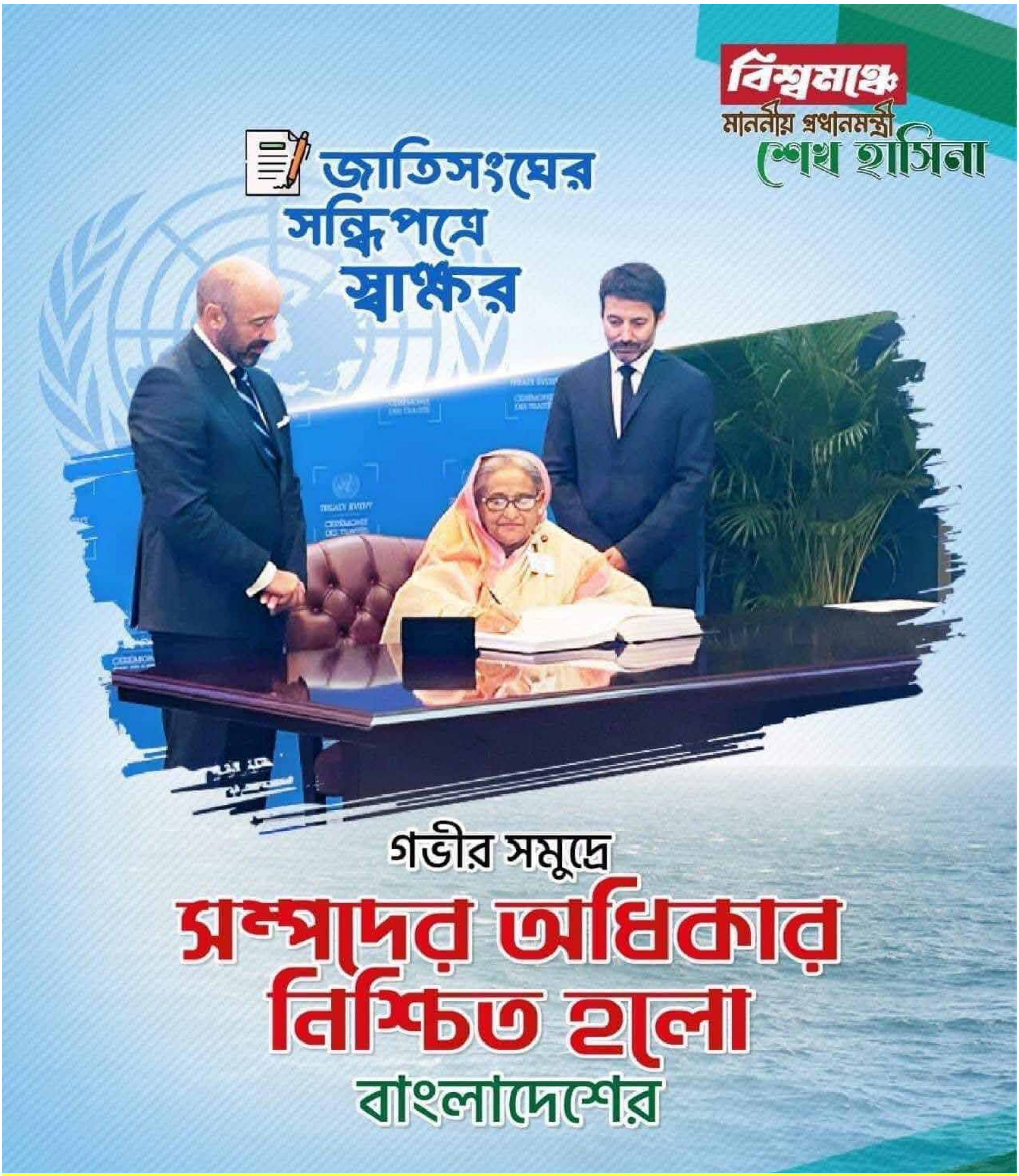

বাহার খন্দকার সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ

প্রতিদিন গ্রিন টি পানে অবশ্যই ১০ উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের চা জায়গা করে নিয়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে, যার মধ্যে অন্যতম হলো গ্রিন টি। মানবদেহে এর উপকারিতা ও ঔষধি গুণাগুণের জন্য দারুণ জনপ্রিয় সবুজ রংয়ের এই চা।

উপমহাদেশে চা খাওয়ার চল শুরু হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে আঠারো শতকে। চায়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে দুধ চা বানানোর কৃতিত্বও কিন্তু ব্রিটিশদেরই। আর এই চা-ই এখন হয়ে উঠেছে আমাদের নিত্যদিনের সবচেয়ে প্রিয় পানীয়। একসময় চা বলতে শুধু দুধ চাকেই বুঝত এ দেশিরা। তবে সময়ের সঙ্গে আরও বিভিন্ন চা জায়গা করে নিয়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে, যার মধ্যে অন্যতম হলো গ্রিন টি। মানবদেহে এর উপকারিতা ও ঔষধি গুণাগুণের জন্য দারুণ জনপ্রিয় সবুজরঙা এই চা।

দারুণ জনপ্রিয় সবুজরঙা এই গ্রিন টি : প্রায় চার হাজার বছর আগে মাথাব্যথার ওষুধ হিসেবে চীনে গ্রিন টির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে এই পানীয় ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এই চায়ে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন এ, বি, ডি, ই, সি, ই, এইচ ক্রোমিয়াম, জিংক, ক্যাফেইন ও ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়ামসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরের জন্য উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া রূপচর্চাতেও দেখা যায় গ্রিন টির ব্যবহার।

সাধারনত গ্রিন টিকে আমরা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর পানীয় হিসেবেই চিনি। কিন্তু এছাড়াও গ্রিন টির রয়েছে বেশ কিছু উপকারিতা। এবারে এগুলো একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

১. ঘুম থেকে উঠে আমাদের অনেকের চোখে ফোলা ভাব দেখা যায়, আবার বিভিন্ন কারণে চোখের নিচে পড়ে ডার্ক সার্কেল। গ্রিন টির ব্যাগ কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে তা ১০ থেকে ১৫ মিনিট চোখ বন্ধ করে চোখে ব্যবহার করলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন সহজেই।

২. গ্রিন টি খুব ভালো টোনার হিসেবে কাজ করে, যা ত্বকের সতেজতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। গরম পানিতে গ্রিন টি পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করলেই তৈরি হয়ে যাবে এই টোনার। এরপর টোনারটি সংরক্ষণ করতে পারেন স্প্রে বোতলে।

চা না কফি, কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর

পরিচয় ডেস্ক: দিনের শুরুতে এক চুমুক চা বা কফি মনকে ফুরফুরে করে তুলতে পারে। কেউ কেউ আছেন যারা দুটোই পছন্দ করেন। আবার অনেকে দ্বিধায় থাকেন কোন পানীয়টি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে। যদি চা বা কফির মধ্যে থেকে যে কোনো একটি বেছে নিতে হয় তবে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে ফোর্বস হেলথ।

চা ও কফির মধ্যেকার ক্যাফেইন

চা তে সাধারণত কফির তুলনায় ক্যাফেইনের পরিমাণ কম থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রণালয়ের ফুড ডেটা সেন্ট্রাল ডেটাবেস অনুসারে, ঘরে তৈরি কফির প্রতি ৮ আউন্সের কাপে গড়ে ৯২ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। কফি শপের ১২ আউন্সের কাপে ১৫০ থেকে ২৩৫ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। অন্যদিকে ৮ আউন্সের ব্ল্যাক টিতে ৪৭ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে এবং সমপরিমাণ গ্রিন টিতে প্রায় ২৯ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে।

খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসনের প্রতিবেদন অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ৪০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফেইন গ্রহণ নিরাপদ এবং এর স্বাস্থ্যগত সুফলও পাওয়া যায় বেশ। ক্যাফেইন শক্তি ও মনযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এতে বিষণ্নতা, পারকিনসন্স রোগ (এক ধরনের স্নায়বিক রোগ), যকৃতের রোগ, হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। তবে বেশি মাত্রায় ক্যাফেইন গ্রহণ অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা বা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। দিনের শেষভাগে অতি মাত্রায় ক্যাফেইন গ্রহণের ফলে নিদ্রাহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। এই ক্যাফেইন গ্রহণের ফলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাতে আসক্তি তৈরি হতে পারে। উচ্চমাত্রায় ক্যাফেইন থাকার ফলে কফি পানে তাৎক্ষণিক স্ফুর্তি অনুভূত হলেও চায়ে বিদ্যমান এলথিয়ানাইন (এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ) ক্যাফেইনের সঙ্গে মিলে তুলনামূলক দীর্ঘক্ষণ মানসিকভাবে সচেতন থাকতে সাহায্য করে।

আলু খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নাকি খারাপ?

পরিচয় ডেস্ক: কখনো কি চিন্তা করেছেন? ভাত, রুটির পরে আমাদের কোন খাবার বেশি খাওয়া হয়। সেই খাবারের নাম হলো আলু। রান্নাঘরে আলুর দেখা মিলবে না। তা আসলে হয় না। আলু প্রায় সব রান্নার সঙ্গেই সহজেই মিশে যায়। আলু অনেক গুণেতে ভরপুর এক সবজি। এতে আছে ফাইবার, আয়রন এবং ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন সি সহ অন্যান্য খাদ্যগুণ। তবে, আলুর যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি খারাপ দিক আছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপে যাঁরা বেশি চিন্তিত। তাঁরা আলুকে না বলুন। আসুন জেনে নিন, আলুর উপকারিতা এবং অপকারিতা।

উপকারিতা

১. আলু এবং আলুর খোসাতে ফাইবারের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। তাই রান্নার তরকারিতে মাঝে মাঝে খোসাসহ আলু কেটে দিন। এতে দেখবেন আপনার পেট পরিষ্কার হবে আর কোষ্ঠকাঠিন্যে থেকে মুক্তি পাবেন।

২. আলু শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আলুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি ত্বকের ক্ষতি রোধ করতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৩. উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় খেতে পারেন আলু। আলুতে আছে পটাশিয়াম। যা স্নায়ু, কিডনি ও হার্ট ভাল রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪. আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা ওজন কম সমস্যায় ভোগেন। তাদের জন্য আলু খুবই উপকারি। কেননা আলুর মধ্যে আছে কার্বোহাইড্রেট, যা ওজন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই আপনি যদি খুব পাতলা হন এবং আপনার ওজন বাড়াতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনার খাদ্যতালিকায় আলু রাখুন।

অপকারিতা

১. প্রতিদিন বেশি পরিমাণে আলু খেলে শরীরের রক্তের শর্করা এবং ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা আলু খাওয়া কমিয়ে দিন।

২. কুচকে যাওয়া আলুর মধ্যে আছে সোলানিন নামক একটি বিষাক্ত যৌগ। যা রক্তের সঞ্চালনে এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা, মাথাব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে। তাই কুচকে বা বির্বণ আলু থেকে দূরে থাকুন।

৩. প্রত্যেকদিন আলু খেলে বেড়ে যেতে পারে শরীরের ওজন। তাই স্থূলতায় ব্যক্তিরা আলু এড়িয়ে চলুন।

লাল আঙুরের ১০ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: ভিটামিন সি এর ভালো উৎস কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে আমরা বেশিরভাগই এগিয়ে রাখবো সাইট্রাস ফল কমলাকে। তবে জানেন কি কমলার পাশাপাশি লাল আঙুরও ভিটামিন সি এর চমৎকার উৎস? অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং পটাসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানও প্রচুর পরিমাণে মেলে সুস্বাদু এই ফলে। জেনে নিন লাল আঙুর খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

১। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
লাল আঙুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে সাহায্য করে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভোনয়েড বা পলিফেনল নামে পরিচিত। রক্তনালীগুলোকে শিথিল করতে এবং প্রদাহ কমাতে পারে এরা। অ্যাসপিরিনের মতো প্লেটলেটের জমাট বাঁধার কার্যকারিতাও কমিয়ে দেয় এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আঙুরের ত্বক এবং বীজে থাকে এরা।
২। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসহ ফল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। কম গ্লাইসেমিক সূচকের অর্থ হলো ফলের চিনি অবিলম্বে রক্তে শর্করাকে বাড়াবে না।
৩। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে
আঙুরে প্রচুর পরিমাণে পানি ও ফাইবার রয়েছে। এই দুই উপাদান দীর্ঘক্ষণ পেটে থাকে বলে সহজে ক্ষুধা লাগে না। এছাড়া এগুলোতে চিনি থাকে না। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই আঙুর খান। তবে রস না খেয়ে আস্ত ফল খাবেন।
৪। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে
লাল আঙুরের বাইরের আবরণ ও বীজে রিসভারিট্রল নামের এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেলে। এটি আমাদের ত্বক ও শরীরে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।
৫। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে
লাল আঙুরে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মস্তিষ্ক ভালো রাখে ও আলঝেইমারের মতো রোগের ঝুঁকি কমায়।
৬। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে লাল আঙুরে থাকা রিসভারিট্রল, পলিফেনল ও ফ্ল্যাভোনয়েড নামক তিন ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।
৭। বাড়ায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়বে যদি আঙুর হয় আপনার পছন্দের ফল।
৮। ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়
লাল আঙুরে থাকা বিভিন্ন উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশ কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম। এমনটা দাবি করছে হেলথলাইন ওয়েবসাইট।
৯। হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে
ভিটামিন কে, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজগুলো মেলে লাল আঙুরে। এগুলো শক্তিশালী হাড় বজায় রাখতে সাহায্য করে।
১০। অনিদ্রার সমস্যা দূর করে
আঙুর হলো মেলাটোনিনের একটি প্রাকৃতিক উৎস। মেলাটোনিন এমন একটি হরমোন যা আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করতে পারে। তথ্য: ফুড জার্নাল, ওয়েবএমডি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া

সকালের নাস্তায় ডিম রাখলে লাভ কতটা

পরিচয় ডেস্ক: পুষ্টির অনেক বড় উত্স ডিম। আসুন জেনে নিন, ডিমের কিছু গুণের কথা-

১. পুষ্টিগুণে ভরপুর ডিমে আছে ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন ই এবং কে। ডিমের কুসুমে থাকে কোলিন। কোলিন মস্তিষ্কের বিকাশ এবং কার্যক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২. ডিম শরীরে দীর্ঘসময় শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে এবং ক্ষুধা কমায়। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে ডিম খেতে পারেন। সকালের নাশতায় ডিম রাখুন। কারণ এই একটি ডিম সারা দিনের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে।
৩. ডিমে ফলেট থাকে। ফলেট শরীরে নতুন কোষ গঠনে সাহায্য করে। গর্ভবতী মায়েদের জন্য ফলেট অনেক বেশি প্রয়োজন। ফলেট শিশুর জন্মগত ত্রুটি দূর করতে সহায়তা করে।
৪. ডিমকে মূলত আদর্শ প্রোটিন বলা হয়। কারণ, এতে আছে প্রয়োজনীয় উপাদান। শরীর গঠনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গ, ত্বক, চুল এবং শরীরের বিভিন্ন টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে।
৫. ডিমের কুসুম ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-বি-এর খুবই ভালো উতস। ভিটামিন-এ ত্বকের জন্য ভালো। ভিটামিন-বি শরীরে শক্তি যোগায়। এ ছাড়া ডিম চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।
৬. ভিটামিন ডির একটি ভালো খাদ্য উৎস হচ্ছে ডিম। ভিটামিন ডি হাড় এবং দাঁত সুস্থ ও মজবুত করে। এ ছাড়া ডিম কিছু কিছু ক্যানসারের কোষ প্রতিরোধে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

জাম্বুরা খেলে যেসব রোগ থেকে দূরে থাকবেন

পরিচয় ডেস্ক: জাম্বুরায় আছে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন বি, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়ামসহ শরীরের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান। আসুন জেনে নিই, জাম্বুরার পুষ্টিগুণের কথা-
১. জাম্বুরা ঠাণ্ডা, সর্দি-জ্বর অনেক উপকারি। জাম্বুরাতে থাকা ভিটামিন সি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ জাম্বুরা ক্যানসারের বিরুদ্ধেও লড়াই করে। তাই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চাইলে জাম্বুরা খান।
২. জাম্বুরা হজমে সহায়তা করে। এই ফলের রস শরীরের বাড়তি চর্বিকে ভেঙে ওজন কমাতে সাহায্য করে। তাই যারা ওজন কমাতে চান, তাঁরা জাম্বুরা খেতে পারেন। জাম্বুরায় থাকা প্রোটিন এবং ফাইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য পেটে থাকে। ফলে বাড়তি ক্ষুধাও লাগে না।
৩. জাম্বুরায় রয়েছে পটাশিয়াম। যা শরীরের রক্তচাপ কমায় এবং হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। বার্ধক্য দূরে রাখতে এই ফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৪. জাম্বুরা ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা, মুখের ভেতরে ঘা, পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ ছাড়া জাম্বুরা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দূরে থাকবেন। জাম্বুরা খেলে পেটের হজমজনিত নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।
৫. খাবারের রুচি বাড়াতে জাম্বুরা বেশ কার্যকর। জাম্বুরায় প্রচুর পরিমাণে পানি ও ভিটামিন সি থাকে। ফলে নিয়মিত ফলটি খেলে ভালো থাকবে আপনার ত্বক।

স্বাদের ভাপা ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: দাম যতই আকাশছোঁয়া হোক, পেটুক বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে ইলিশের জুড়ি মেলা ভার। তাই এই মরশুমে রইল রাজকীয় স্বাদের ইলিশের। সুগন্ধি ভাপা ইলিশের স্বাদই আলাদা।

যা যা লাগবে: ইলিশমাছ ৪পিস, কাজু-পোস্তবাটা ২ টেবিলচামচ, টক দই ১০০ গ্রাম (পানি ঝরানোর পর), ফ্রেশ ক্রিম ১ টেবিলচামচ, কেশর ১ চিমটি, গোলাপজল আধ চা-চামচ, কাঠকয়লা ১টা, লবঙ্গ, দারচিনি ১টা, এলাচ ২টা এবং ঘি ১ চা-চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: দই, ক্রিম, মরিচ বাটা, কাজু-পোস্ত বাটা, দুধে ভেজানো কেশর, গোলাপজল সব একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ইলিশমাছ ধুয়ে লবণ মাখিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। এবার দইয়ের মিশ্রণে মাছগুলো ভাল করে মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। স্টিলের টিফিনবাক্সে মাছগুলে ভরে ২০ মিনিট ভাপিয়ে নিন। এবার মাছগুলো ওই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা ছোট বাটিতে রেখে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিন। ছোট এলাচ ও লবঙ্গ দিয়ে আবার চাপা দিন যাতে ধোঁয়া না বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কাঠকয়লা বাটি সরিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন সুগন্ধি ইলিশ।

বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ সুস্বাদু মাছ। এটি যেকোনো সবজির সঙ্গেই খেতে চমৎকার লাগে। বিশেষ করে ইলিশ মাছের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ঝোল রান্না করলে খেতে অপূর্ব হয়। তবে যেকোনোভাবে তৈরি করলেই হবে না। বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল রান্না করার জন্য রেসিপি জানা থাকা চাই। নয়তো ভুলভাল রেসিপিতে রান্না করলে এর স্বাদ নষ্ট হতে পারে।

তৈরি করতে যা লাগবে : ইলিশ মাছ- ৬ টুকরা, বেগুন- পরিমাণমতো, মরিচ গুঁড়া- ১-২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, কালো জিরা- ১/২ চা চামচ, লবণ- স্বাদ মতো, সরিষার তেল- পরিমাণমতো, ভাজা জিরা গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- স্বাদ মতো, গোল মরিচ- ৩-৪ টি।

যেভাবে তৈরি করবেন : কড়াইতে সরিষার তেল গরম করে বেগুন হালকা করে ভেজে নিন। ভাজা বেগুনগুলো আলাদা করে তুলে রাখুন। এবার তেলে মরিচ ও কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে একে একে গোল মরিচ, হলুদ গুঁড়া, ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে পরিমাণমতো পানি দিন। এবার ঢিমে আঁচে ফুটতে দিন। ঝোল ফুটে এলে তাতে ইলিশ মাছের টুকরা দিন। যোগ করুন ভেজে রাখা বেগুন। সব সেদ্ধ হয়ে এলে ভাজা জিরা গুঁড়া ও গোল মরিচ গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই প্রস্তুত বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

হানি নুডলস উইথ ফ্রাইড রাইস

পরিচয় ডেস্ক: মধু এক প্রকারের মিষ্টি, ঘন তরল, যা একাধারে খাদ্য ও ওষুধ। মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ ফুলের নির্যাস থেকে মধু তৈরি করে মৌচাকে সংরক্ষণ করে। বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার চিনির চেয়েও বেশি স্বাস্থ্যকর।

উপকরণ : ১ কাপ ভাত, ১ কাপ সিদ্ধ নুডলস, আধা কাপ চিকেন কিমা সিদ্ধ, সিদ্ধ আলু ছোট টুকরো আধা কাপ, আধা কাপ গাজর ছোট টুকরো, আধা কাপ টুকরো টমেটো, আধা কাপ টুকরো ক্যাপসিকাম, আধা কাপ মটরশুঁটি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, তেল সিকি কাপ, মধু ২ টেবিল চামচ, লবণ আধা চা চামচ, নুডলস মসলা ২ প্যাকেট, ১ টেবিল সয়াসস, ১ চামচ লেবুর রস, আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচ ফালি ৪টি।

প্রস্তুত প্রণালি : ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে কিমা, সবজি ও লবণ দিয়ে একটু ভেজে নিন। এরপর ভাত ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ভেজে নুডলস, মসলা, মরিচ, সয়াসস ও মধু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলা থেকে নামানোর আগে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

চিলি চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: পছন্দের চাইনিজ খাবার? এই প্রশ্নটা যদি অধিকাংশ বাঙালিকে করা হয়, তাহলে কম বেশি সকলের থেকেই এক উত্তর পাওয়া যাবে, ফ্রায়েড রাইস এবং চিলি চিকেন।

উপকরণ: ২৫০ গ্রাম চিকেন, কর্ন ফ্লাওয়ার, ময়দা, ২ টো ডিম, তেল, কাঁচা লঙ্কা, চিনি, ডার্ক সয়া সস, লাইট সয়া সস, পেঁয়াজকলি, টমেটো কেচআপ, চিনি, ব্রথ পাউডার, গোলমরিচ।

পদ্ধতি: সবার আগে ঠাণ্ডা পানিতে মাংসের টুকরোগুলো ধুয়ে নিন। তারপর সেটাকে ম্যারিনেট করতে হবে। এটার জন্য মাংসের সঙ্গে কর্ন ফ্লাওয়ার, ময়দা এবং ডিম দুটো ফেটিয়ে দিয়ে দিন। ম্যারিনেট করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ সরিয়ে রাখুন।

এরপর কড়াইতে তেল দিন। তেল গরম হলে তাতে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। এবার ভালো করে ভেজে তুলে নিন। তারপর ওই একই তেলে দিয়ে দিন কাঁচা লঙ্কা। প্রয়োজনে সামান্য তেল যোগ করতে পারেন। এরপর দিন ডার্ক সয়া সস। একটু নেড়ে নিয়ে দিন, লাইট সয়া সস, টমেটো কেচাপ, স্বাদমতো নুন , অল্প চিনি, গোলমরিচ আর ব্রথ পাউডার। এরপর এতে দিয়ে দিন ভেজে রাখা মাংসগুলো। তারপর ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে হালকা ভেজে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চিলি চিকেন। এবার ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে অথবা নুডুলসের সঙ্গে পরিবেশন করুন এটিকে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশের নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের হাতে?

১৬ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'এ দেশের রাজনীতিতে চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্স তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে বলে মনে হয় না। ফলে তারা তেমন কোনো ফ্যাক্টর নয়।' সরাসরি না বললেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে, তা মির্জা ফখরুল স্বীকার করে নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে, তাই বিএনপির কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিষ্কার। ভারতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক নানা কারণেই স্পর্শকাতর। মির্জা ফখরুল তাই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান প্রশ্নে কৌশলী উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপও নয় বা অঘনিষ্ঠও নয়। আমাদের সঙ্গে সব সময় ভারতের একটা যোগাযোগ ছিল, সেটা এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভারত বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের ভবিষ্যৎ তাহলে নির্ধারণ করছে কারা? চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের যদি ভূমিকা রাখার কিছু না থাকে, তাহলে বাকি থাকে যুক্তরাষ্ট্র আর ভারত। তাদের চাওয়াই কি তবে সব? নাকি বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই আগামী নির্বাচনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে? এ কে এম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের হিসাব-নিকাশে ভারতের অবস্থান

১৬ পৃষ্ঠার পর

নীতি। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নীতিটির ব্যাপারে আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ব্যাপারে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রদুই তরফেরই ঘোর আপত্তি রয়েছে।

এশিয়ায় চীনের যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সেটি ঠেকানোর নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তার সূত্র ধরে সামরিক প্রভাব দেখতে চায় না।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ভারতের তুলনায় চীনের অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তি অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করার মানে হলো কিছুটা ধীরগতিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ভারতকে হটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের জায়গা করে নেওয়া। এমন পরিস্থিতি এ দেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে মারাত্মক হুমকিতে ফেলবে।

দেখা গেছে, বাংলাদেশসহ যেসব রাষ্ট্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সেসব রাষ্ট্রের নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর তৎপরতা পরিচালিত হয় মূলত তাদের মনমতো সরকার বসানোর লক্ষ্য নিয়ে।

যেসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে বাইরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে সেসব রাষ্ট্রে নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রের তৎপরতা দেখা যায় না।

কেননা, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সেসব দেশে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রতিবেশী নেপাল হচ্ছে তার একটি বড় উদাহরণ। বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পরে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও তারা গণতন্ত্রকে তুলনামূলক বিচারে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছে।

ফলে সেখানে এখন মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড পুষ্পকমল দহল প্রচণ্ড দেশটির প্রধানমন্ত্রী হলেও যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের দেশটির সরকারপ্রধান নিয়ে বলার কিছু নেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু ভারত বা নেপালের মতো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেনি, তাই আগামী নির্বাচন যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হয় এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে নির্বাচনপরবর্তী যে সরকার গঠিত হবে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।

ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ শিক্ষক, স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ, আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, যুক্তরাষ্ট্র। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

শেখ হাসিনাকে ধারণে আওয়ামী লীগ কতটা প্রস্তুত

১৮ পৃষ্ঠার পর

সে কারণেই এখন তিনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে কেবলই উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই উচ্চতা দেশের অনেকেরই চোখে পড়ে না। তারা কেবল দেশ ধ্বংসেরই আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতাই দেখছে। তাঁর পদত্যাগের দাবি প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে। দেড় মাস পরে নতুন নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হতে যাচ্ছে। এখনো দেশে চলছে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি, জামায়াতসহ ডান, বাম, প্রতিক্রিয়াশীলদের নানা দফা ও এক দফার আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের পরিণতি কী হবে, তা অল্প কদিন পরেই বোঝা যাবে।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিরাট অংশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক মহল জানে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যা দিতে পেরেছেন, তা পূর্বের কোনো সরকারই কখনো দিতে পারেনি। বিষয়গুলো সম্পর্কে আওয়ামী লীগ জানে। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যা দিয়েছেন, দিচ্ছেন, তার কতটা কৃতিত্ব দলের নেতা-কর্মীরা নেওয়ার জন্য নিজেদের তাঁর মতো করে যোগ্য করে তুলছেন, মাঠের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তাঁর আদর্শ ধারণ করার চেষ্টা কয়জনই বা করছেন, তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে পদ-পদবি নিয়ে প্রতিযোগিতার চেয়ে দ্বন্দ্ব যখন বেশি দেখা যায়, তখন তাঁদের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী হিসেবে ভাবতে অন্যদের কিছুটা ধন্দে পড়তে হয়। নির্বাচন আসছে। বোঝাই যাচ্ছে, অনেকেই মনোনয়ন পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে নানা ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমনকি দলীয় প্রধান যাঁদের আগামী দিনের জন্য দলের একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচনা করবেন, মনোনয়ন দেবেন, তাঁদের সবাইকে যে সবাই মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে, তেমন আভাস-ইঙ্গিত অনেক জায়গায়ই পাওয়া যাচ্ছে না। এখনো আওয়ামী লীগ এবং এর নানা অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জীবন ও জীবিকায় দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার আদর্শের তেমন কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। অনেকেই আছেন নানা চাওয়া-পাওয়া নিয়ে। কিন্তু দল ও দেশকে দেওয়ার জন্য তাঁরা কতটা নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, দিতে পেরেছেন, না পারলে কেন পারেননি, সেই হিসাব কজনই বা মিলিয়ে দেখতে প্রস্তুত আছেন? সময়টা ততটাই অনুকূল, যতটা আদর্শ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু প্রতিকূলতার বিষয়টিকে মোটেও উপেক্ষা করা যাবে না। শেখ হাসিনার পেছনে যেমন সার্বক্ষণিকভাবে শত্রুর বন্দুক অনুসরণ করছে, আওয়ামী লীগেরও তেমন আদর্শগত শত্রুর সংখ্যা কম নেই। ১৫ বছর টানা ক্ষমতায় থাকার কারণে দলের ভেতরেই এখন অনেক বিভীষণের গোপন জায়গা তৈরি হয়ে আছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রাজনীতির এক চিরন্তন অনুষঙ্গ। আদর্শের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য সমাজ ইতিহাসেরই দেখা পথ। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কতজনই আছেন এসব নিয়ে ভাবেন, সচেতন আছেন? যতই চারদিকে মিছিল আর স্লোগানের প্রদর্শন দেখি না কেন, জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধ নেত্রীর যত সব অর্জন আর ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রস্তুতির ধারণাগুলো নিয়ে যাওয়ার তাগিদ গত ১৫ বছরে অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অনেকেই দলের ভাবমূর্তি স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি করার চেয়ে নিজের ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধিতেই মনোযোগী ছিলেন। অথচ নেত্রী তৃণমূলের সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছুই উজাড় করে দিয়েছেন। তৃণমূল কি পেরেছে তার সদ্ব্যবহার করতে? মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও কলামিস্ট।দৈনিক আজকের পত্রিকা-র সৌজন্যে

দেশে দেশে প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্র বনাম সেনাশাসন

২০ পৃষ্ঠার পর

আফ্রিকার দেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম। সেখানে সাক্ষরতার হার খুবই কম। দারিদ্র্য এবং তরুণদের বেকারত্ব মহামারী আকারে দেখা দিচ্ছে। আফ্রিকার জনগণ এই ব্যর্থতার জন্য ফ্রান্স ও এর মিত্রদের প্রভাবকে দায়ী করে। অনেকে অবশ্য বলছেন, ওই অঞ্চলে ফ্রান্সসহ পশ্চিমা দেশের বিরুদ্ধে যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চাইছে রাশিয়া, তুরস্ক ও চীন। তাদের মতে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যদি ঘৃণা তীব্রতর হতে থাকে, তাহলে সেখান থেকে সেনাসহ সব লটবহর গুটিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। সেটা হলে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল পুরোপুরিভাবে উপনিবেশমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। গ্যাবন, নাইজার ও আফ্রিকার অন্য দেশগুলো যদি স্বশাসিত সরকার ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করে, সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো পথ। তবে এর জন্য দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সর্বব্যাপী যে অব্যবস্থাপনা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে হবে। ড. মো: মিজানুর রহমান অর্থনীতিবিদ, গবেষক, কলামিস্ট।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

রোহিঙ্গা ইস্যুতে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন তিনি বিপন্ন বিশ্বের মানবতার বাতিঘর

মামুন মিয়াজী
চাঁদপুর আওয়ামী পরিবারের পক্ষে

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

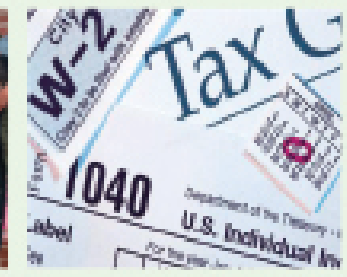

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশের জিডিপি হতে পারে ৬.৫ শতাংশ -এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

১০ পৃষ্ঠার পর

বহির্ভূত পণ্যের দাম কিছুটা হ্রাস, প্রত্যাশিত উচ্চতর কৃষি উৎপাদন ও নতুন কাঠামোর অধীনে মুদ্রানীতির কঠোরতার কারণে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে। আশা করা হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬.৬ শতাংশে নেমে আসবে।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের তুলনায় এবার তা সামান্য বেড়ে ৬.৫ শতাংশ হতে পারে। এছাড়া রেমিট্যান্স বৃদ্ধির উন্নতি হওয়ায় চলতি অ্যাকাউন্টের ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.৭ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ০.৫ শতাংশ হতে পারে।

এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন জিনটিং জানান, বাহ্যিক আর্থিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সরকার তুলনামূলক ভালো করছে। কারণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতি করতে জরুরি সংস্কার করা হচ্ছে। এ সংস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে, জনসাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সংহতি বৃদ্ধি করা ও সরবরাহের উন্নতি করা।

হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে কেন

১০ পৃষ্ঠার পর

২২ অর্থবছরে ৪১ কোটি ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়। প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে চিংড়ির রপ্তানি আবার নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে। যদিও পণ্যটি রপ্তানির জন্য সরকার বছরের পর বছর ধরে ১০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা দিচ্ছে।

চিংড়ির বৈশ্বিক বাজারের তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি খুবই সামান্য। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ওইসি ওয়ার্ল্ডের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ২০৩ কোটি ডলারের চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ রপ্তানি করেছে ইকুয়েডর। তারপর ভারত সাড়ে ২৩, ভিয়েতনাম ১০ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া পৌনে ৭ ও আর্জেন্টিনা ৫ শতাংশ রপ্তানি করেছে। ওই বছর বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানিতে হিস্যা ছিল দেড় শতাংশ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ট্রেড সেন্টারের (আইটিসি) তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে ইকুয়েডর সবচেয়ে বেশি ১১ লাখ ৪১ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি রপ্তানি করেছে। তারপর ভারত ৭ লাখ ৪ হাজার এবং ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৩ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি। আর বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে মাত্র ২৫ হাজার মেট্রিক টন।

বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে চিংড়ি চাষ হয়। রপ্তানির জন্য ১০৮টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে নিয়মিত উৎপাদন করে ৩০-৩৫টি কারখানা। যদিও কাঁচামালের অভাবে পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন চালাতে পারছে না একটিও।

সমাধান কি তাহলে ভেনামি

দেশে ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতি চেয়ে সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দেনদরবার করেন রপ্তানিকারকেরা। তবে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারেড়এ যুক্তিতে শুরুতে ভেনামি চাষে উৎসাহ বা অনুমতি কোনোটাই দেয়নি মৎস্য অধিদপ্তর। অবশেষে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে এই চিংড়ি চাষের অনুমতি দেয়। করোনার কারণে তাও পিছিয়ে যায়। ২০২১ সালে খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় অবস্থিত লোনাপানি গবেষণাকেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভেনামি চিংড়ির চাষ শুরু হয়। পরে গত বছর আটটি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে ভেনামি চাষ করে।

পরীক্ষামূলক চাষ সফল হওয়ার পর চলতি বছর এই উচ্চফলনশীল জাতের চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এখন পর্যন্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চাষের অনুমতি পেয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় খুলনার একটি প্রতিষ্ঠানকে ভেনামির পোনা উৎপাদনের পরীক্ষামূলক অনুমতিও দেয় মৎস্য অধিদপ্তর।

দুই দশক আগে থেকে দামে সস্তা হওয়ায় দুনিয়াজুড়ে ভেনামি চিংড়ির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এখন সারা বিশ্বে যে চিংড়ি রপ্তানি হয়, তার ৭৭ শতাংশই ভেনামি।

জানতে চাইলে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতির সাবেক সভাপতি আমিন উল্লাহ বলেন, 'ভেনামিতে সফল হতে ভারতের ৫-১০ বছর সময় লেগেছে। ফলে আমাদেরও তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। ভেনামি চাষ সফল করতে চাষিদের মূলধনের জোগান দিতে ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, বর্তমানে বাগদা চাষে প্রতি একরে ১-২ লাখ টাকা লাগে। ভেনামি করতে হবে সেমি-ইনসেনটিভ পদ্ধতিতে। তাতে প্রতি একরে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকার প্রয়োজন হবে।'

বাগদাও পিছিয়ে পড়ছে কেন

ভারতে পৌনে দুই লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। উৎপাদন ৮ লাখ মেট্রিক টন। তার বিপরীতে বাংলাদেশে ২ লাখ ৬২ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। উৎপাদন ১ লাখ ৩৭ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি। তার মানে বাংলাদেশ থেকে অনেক কম জমিতে চাষ করেও ভারতের উৎপাদন ছয় গুণের বেশি।

যশোরের এমইউ সি ফুডস সাড়ে তিন দশক ধরে হিমায়িত চিংড়ির ব্যবসা করছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ কোটি ১০ লাখ ডলারের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটি। বিদায়ী বছর সেটি কিছুটা কমে ১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এমইউ সি ফুডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল দাস বলেন, 'ভারতের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির সিংহভাগ ভেনামি। তারপরও দুই বছর ধরে গুজরাটে বাগদার চাষ বাড়ানো হয়েছে।

তাতে যেটি হয়েছে, তারা ২০ টন ভেনামির একটি কনটেইনারে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পাঁচ টন বাগদা দিতে পারছে। তারা বৈচিত্র্যময় পণ্যের কারণে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা পিছিয়ে পড়ছি।'

শ্যামল দাশ আরও বলেন, 'বাগদা রপ্তানিতে টিকতে হলে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। যুদ্ধের আগে এক পাউন্ড চিংড়ির (মাথাবিহীন ১৬-২০ পিস চিংড়ি) দাম ছিল ১৪ ডলার ৫০ সেন্ট। এখন ১১ ডলার ২০ সেন্টের বেশি মিলছে না। উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

তা ছাড়া ভারতের হ্যাচারিতে যেসব পোনা পাওয়া যায়, সেগুলোর স্বাস্থ্য ভালো, রোগবালাই কম। আমাদের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়াতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি মানসম্মত পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।'শুভংকর কর্মকার, দৈনিক প্রথম আলো

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

গাজী সোহেল

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক , গ্রেটার কুমিল্লা সমিতি
সদস্য রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন

বিশ্ববাণিজ্যে ‘গেম চেঞ্জার’ হতে পারে ভারতের প্রস্তাবিত করিডোর

১০ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে পারবে। বাড়বে বিদেশী বিনিয়োগ। তবে প্রকল্পের সফলতানির্ভর করবে কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, তার ওপর। পাশাপাশি দেশগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের বিপরীতে এটি একটা সম্ভাবনাময় প্রস্তাব। বিআরআই এর মধ্যেই নানা দিক থেকে সমালোচনার মুখে পড়েছে। সেখানে আইএমইসি টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

বিআরআই ও আইএমইসির প্রস্তাবের মধ্যে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিআরআই অনেকটা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে, যেখানে আইএমইসিতে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাই। বিআরআইতে চীনের স্বার্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, আইএমইসিতে সবার অঞ্চলের সবার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। বিআরআই কেবল চীনা কোম্পানিগুলোর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করত, যেখানে আইএমইসি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের জায়গা রাখবে। বিআরআই কোনো জাতির সার্বভৌমত্ব নিয়ে চিন্তিত নয়, কিন্তু আইএমইসি প্রস্তাবিত হয়েছে সবার সার্বভৌমত্বের দিকে নজর রেখেই। আইএমইসির কেবল দুটি অংশে কাজ করবে। পূর্ব দিকে ভারত থেকে আরব উপদ্বীপকে যুক্ত করবে আর উত্তর দিকে আরবকে যুক্ত করবে ইউরোপের সঙ্গে। এর মাধ্যমে সুলভে সমুদ্র ও রেল যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। ওই অঞ্চলে পরিবহনের দিক থেকে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সেখানে প্রধান বিনিয়োগকারী হিসেবে থাকবে। আইএমইসির লক্ষ্যমাত্রায় তিনটি প্রধান উপাদান। খাদ্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অর্থনীতি। সময় ও খরচ বাঁচানো ছাড়াও এটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বব্যাংকের দাবি অনুসারে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ২৭৯ কিলোমিটার পণ্য পরিবহন পথ ছিল ২০২১ সালে, যা ১ হাজার ২০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সব শহরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাদ রেল জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের সক্ষমতা ছয় কোটি টনে বাড়ানো হবে। ভারতের জন্যও প্রস্তাব অর্থনৈতিক আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

যৌবন ধরে রাখতে যে ৫ বাদাম নিয়মিত খেতে পারেন

পেরোতেই অনেকের চোখে, মুখে ফুটে ওঠে বার্ধক্যের ছাপ। ত্বক কুঁচকে যেতে শুরু করে। মুখে বলিরেখাও পড়তে থাকে। ঠিকমতো ত্বকের পরিচর্যা না করার কারণে এই সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া, অগোছালো জীবনযাত্রা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, মদ্যপানের কারণেও এই সমস্যা দেখা দেয়।

অনেকেই ভাবেন ঘরোয়া টোটকা আর নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেই বুঝি বয়স বাগে আনা সম্ভব! তবে তার পাশাপাশি ডায়েটেও যে নজর রাখতে হবে, সে বিষয়টি ভুলে যাই আমরা। এমন অনেক বাদাম আছে যেগুলো ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া থেকে আটকাতে পারে। জেনে নিন, কোন কোন বাদাম ডায়েটে রাখলেই ত্বক টানটান থাকবে আপনার।

আমন্ড: ভিটামিন ই-র দারুণ উৎস আমন্ড। ভিটামিন ই আমাদের ত্বককে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে, আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ত্বকের টিস্যু মেরামত করতে সাহায্য করে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-র এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন আমন্ড খেলে ঋতুবন্ধের পর নারীদের ত্বকে বলিরেখার সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। আখরোট : আখরোটে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের ঝিল্লিকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া, আখরোট পলিফেনলের ভালো উৎস। প্রতিদিন এক মুঠো করে খান এই বাদাম। ত্বক টানটান থাকবে। পেস্তা : পেস্তায় ভরপুর মাত্রায় পলিফেনল এবং ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে। পেস্তায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ব্রণ কমাতে সাহায্য করে এবং ত্বকের কোষের ক্ষয় রোধ করে।

কাজুবাদাম : কাঁচা কাজুবাদামের কার্নেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফাইটোস্টেরল এবং ফাইবার রয়েছে। কাজুবাদামে থাকা পুষ্টি উপাদান আমাদেরকে কার্ডিওভাসকুলার রোগ, মেটাবলিক সিনড্রোম এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা থেকে রক্ষা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই বাদাম মানসিক স্বাস্থ্য এবং হাড়ের ঘনত্ব উন্নত করতে পারে।

রাজিল নাটস : ব্রাজিল নাটস-এ ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং সেলেনিয়াম ভরপুর, যা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে, বলিরেখা প্রতিরোধ করে এবং ব্রণের প্রদাহও কমায়।সূত্র: বোল্ডস্কাই

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত ও ১৪ দলীয় জোটের নেত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জননেতা শেখ হাসিনা'র

জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে

জাসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের নেপথ্যের ঘটনা দেশবাসীকে জানানোর জন্য তদন্ত কমিশনের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি। সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তের অগ্রগতির দাবী জানাচ্ছি।

সকল প্রবাসী ও যুক্তরাষ্ট্র জাসদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দাবীসমূহ-

১। সরাসরি নিউইয়র্ক-ঢাকা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট পুনরায় চালু করতে হবে।

২। প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধনসহ ভোট প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। প্রবাসীদের মরদেহ বিনা খরচে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। বিমান বন্দরে প্রবাসী হয়রানী নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি অপরাধী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। প্রবাসী বিনিয়োগ বাড়াতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন। প্রবাসী পুঁজির বিনিয়োগে সহজ শর্ত ও রাষ্ট্রীয় নিতিমালা শিথিলের জোর দাবী জানাচ্ছি

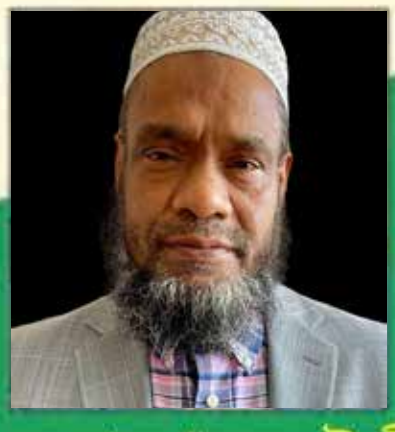

দেওয়ান শায়েদ চৌধুরী
সভাপতি

শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ শহীদুল ইসলাম, ওমর আরিফ শিমন, শাহান খান, শাহনূর কোরেশী, মনসুর আহমদ চৌধুরী, শায়েক আহমদ, আশফাক আহমেদ চৌধুরী, আমিনুর রহমান পাপ্পু, ফজল খান, মস্তাব উদ্দিন, শাহ মহিউদ্দিন সবুজ, জয়নাল আহমদ চৌধুরী, আতাউর রহমান, আবুল ফজল লিটন, শওকত ওসমান লস্কার হীরা, শরিফুল হক মঞ্জু, রিপু মিয়া, শহিদুল ইসলাম, রোনা আক্তার, মোঃ কামরুল, মছব্বির আহমেদ মহর, সোয়েল খান, সাহিদ আহমদ, আসিফ চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, নোমান আহমদ ইনতিয়াজ, সাকিল আরবী, আব্দুর রাজ্জাক, তরিকুল ইসলাম।

নুরে আলম জিকু
সাধারণ সম্পাদক

জাসদ, যুক্তরাষ্ট্র

প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে আরও বড় অবদান রাখতে চান, কিন্তু...

৬৬ পৃষ্ঠার পর

পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি', 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা?' আছে সংস্কৃত শ্লোক: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পাঠ্যপুস্তক এভাবেই আমাদের দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

দেশের বাইরে আসার পর দেশপ্রেম বেড়ে যাওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, একটি উন্নত দেশের তুলনায় নিজের দেশ যে কতটা পিছিয়ে আছে, তার লক্ষণগুলো পরিষ্কার ফুটে ওঠে। ভাঙা রাস্তার ধুলাবালু, সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো ময়লা, বাতাসের ধোঁয়া, পরিবহনের জীর্ণ দশা, দখল হয়ে যাওয়া নদীপাড়, বর্জ্য পদার্থে ভরা নদীর জলড়এ রকম ভৌত পরিবেশ ছাড়াও আরও মনে পড়ে অফিসে, আদালতে, বিদ্যালয়ে, হাসপাতালে ঘুষ ও দুর্নীতির কথা। উন্নত দেশটির সবকিছুর প্রতি যখন তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তখন মনে হয়, 'আহা! আমার দেশটাও যদি এ রকম হতো!' আমাদের দেশে আমাদের চারপাশে অনেক গরিব মানুষের বসবাস, আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও অনেকে গরিব থাকেন। তাঁদের জন্যও মনটা খুব কাঁদে। এ জন্যই মানুষ শিকড়ের টান সহজে ছিন্ন করতে পারে না।

আবার 'বি আ রোমান হোয়েন ইউ আর ইন রোম', অর্থাৎ তোমার বসবাস যখন রোমে, তোমারও উচিত একজন রোমান হয়ে ওঠা। কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যে দেশে আমার অবস্থান, সেই দেশের আইন, জাতীয় চেতনা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতড়এমনকি সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ধারণ করা দরকার, কিন্তু স্বদেশ-চেতনা ও জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'আমি দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে ভালোবাসি।' বস্তুত, ভারতীয় উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথের মতো, আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেতুবন্ধের ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আদান-প্রদানের কথা এমন উচ্চ কণ্ঠে আর কেউ বলেননি। যে দেশে আমার বসবাস, আমি যদি সেই দেশেরই একজন হয়ে উঠি, তাহলে অনেক উচ্চতায় পৌঁছানো সম্ভব। সে জন্য অদক্ষ শ্রমিক, ছাত্র, এমনকি শিক্ষিত জনকেও দেওয়া দরকার প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ গন্তব্য দেশের ও সমাজের আইনকানুন, রীতিনীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে। যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলা, প্রকাশ্যে থুতু না ফেলা, নিচু স্বরে কথা বলা, অন্যকে পথ ছেড়ে দরজা টেনে ধরা, আড়ালে গিয়ে নাক পরিষ্কার করা, পেপার ন্যাপকিনে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দেওয়া ইত্যাদি সব ধরনের সৌজন্য বোধের শিক্ষা বহির্গমন নাগরিককে দিতে হবে। তাহলে বিদেশে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি পাবে, যার সুফল হবে সুদূরপ্রসারী। প্রশিক্ষণের জন্য গঠন করতে হবে পররাষ্ট্র, শ্রম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কার্যকর টিম।

প্রবাসীদের দেশপ্রেম এবং স্বদেশের জন্য কিছু একটা করার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে পেলাম সেদিন কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের এক বিশাল সমাবেশে গিয়ে। ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) এক এক বছর উত্তর আমেরিকার এক এক শহরে এ রকম সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। সেপ্টেম্বরের ১, ২ ও ৩ তারিখে মন্ট্রিয়ল শহরে এবারে ছিল ফোবানার ৩৭তম সমাবেশ।

তিন দিনব্যাপী এই কনভেনশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল সেমিনার ও সাহিত্যের আসর। বিষয়টি আয়োজকদের বুদ্ধিমত্তার ও মননশীলতার ইঙ্গিতবহ। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেন। খারাপ কাজের নিন্দা ও ভালো কাজের প্রশংসা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই আয়োজকদের বিশাল টিমের মধ্য থেকে অন্তত কয়েকটি নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপারসন আতিকুর রহমান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ড. রফিক খান। মন্ট্রিয়লে এ বছরের কনভেনশনের চেয়ারম্যান শামিমুল হাসান, কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান, মেম্বার সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান।

সেমিনারটি আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব নেন অণুজীব বিজ্ঞানী ড. শোয়েব সাঈদ, যিনি কানাডাভিত্তিক একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ডিরেক্টর। কনভেনশন কর্তৃপক্ষ শেরাটনের মতো বিলাসবহুল হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া করেন শুধু সেমিনার ও সাহিত্যের আড্ডার জন্য। তিন ঘণ্টা বরাদ্দ ছিল সেমিনারের জন্য। ড. শোয়েব চারটি পর্বে ভাগ করে চারটি ভিন্ন বিষয়ে চারজন মুখ্য আলোচক নিমন্ত্রণ করেন। প্রথম পর্বে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয় 'শিক্ষাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি: বাংলাদেশ-কানাডার ওপর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ' বিষয়ে মুখ্য আলোচনা উপস্থাপন করতে। এই পর্বে চেয়ারের দায়িত্বে ছিলেন ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরের তিনটি পর্বে মুখ্য আলোচক ছিলেন যথাক্রমে ম্যাকগিলের ইতিহাসের অধ্যাপক শুভ বসু, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অ্যাডজাংক্ট অধ্যাপক এ কে এম আলমগীর ও টরন্টো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শাফি ভূঁইয়া। পর্বগুলোতে চেয়ার ছিলেন যথাক্রমে মেজর (অব.) দিদার হুসেইন, অধ্যাপক ওয়াইজ আহমেদ ও হাসান আমজাদ খান। সেমিনারটি পরিচালনা করেন ড. শোয়েব।

আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, কানাডার মতো বাংলাদেশের পক্ষেও একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব। শিক্ষাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। সে জন্যই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ জরুরি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সংস্কৃতিমান মানুষ তৈরি করা। একজন সংস্কৃতিমান মানুষ সমন্বিত জীবনচেতনা ধারণ করেন। তিনি জানেন, তাঁর কল্যাণ নির্ভর করে অন্যের কল্যাণের ওপর। তিনি বিশ্বাস করেন, সহযোগিতা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং বৃদ্ধি হলে, তার ভাগ তিনি নিজেও পাবেন।

শিক্ষার আরেকটা প্রধান উদ্দেশ্য, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, নিজের জীবনধারা নিজেই ঠিক করার অধিকার বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অনুপস্থিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, মেধা সৃষ্টি করে, যা সীমিত সম্পদ থেকে উৎপাদন বাড়ানোর অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সমস্যা সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতি। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, যা নৈতিকতা ও সমন্বিত জীবনচেতনার শিক্ষা দেয়। শিক্ষাব্যবস্থার এসব বৈশিষ্ট্য কানাডা অর্জন করেছে বলেই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছাতে পেরেছে।

আমি আমার বক্তৃতায় বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় শামিল হতে প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং একটি চমৎকার উপায় বাতলে দিয়েছি। কানাডায় বসবাসরত নাগরিকেরা, যাঁদের বিনিয়োগে আগ্রহ আছে, তাঁদের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে বাংলাদেশে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ, বাংলাদেশ-কানাডা ব্যবসা ইত্যাদি সম্ভব। এভাবে দেশের অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে, জিডিপি বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট সবার জীবনের উল্লম্ফন ঘটবে, দেশের জন্য কিছু করতে না পারার অবসাদও দূর হবে।

বাংলাদেশি কানাডীয়রা যদি এ রকম কনসোর্টিয়াম গঠন করে, অর্থনীতির লোক হিসেবে আমি সব ধরনের পরামর্শ দিতে এক পায়ে খাড়া। আমাদের অনুসরণ করে অন্যান্য দেশের বিনিয়োগে উৎসাহী বাঙালি ও বাঙালি অর্থনীতিবিদেরাও এগিয়ে আসবেন। এ রকম বিশাল একটি কর্মযজ্ঞ বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে পারে অন্য এক উচ্চতায়। এবারের মন্ট্রিয়ল কনভেনশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অনেককে পুরস্কৃত করল। এভাবে গুণীজনের অথবা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার স্বীকৃতি সমাজের মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ জোগাবে। সবচেয়ে ভালো লাগল যখন দেখলাম, নারীর ক্ষমতায়নের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিবাদী যে মনোভাব এসব মানুষের মধ্যে দেখলাম, তা নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্নটা আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর নতুন করে স্থাপিত হলো।

শেষ রাতে ছিল সাবিনা ইয়াসমীনের গানের আসর। গানের ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতাদের মধ্য থেকে মুহুর্মুহু অনুরোধ আসতে লাগল, 'সব কটি জানালা খুলে দাও না' গাইবার জন্য। সাবিনা যখন উচ্চারণ করলেন, 'যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ...চোখ থেকে মুছে ফেল অশ্রুটুকু/ এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই', তখন অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। এই দৃশ্য দেখে আমিও কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। আর শেষ গানে যখন উচ্চারিত হলো, 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়', তখন দেখলাম একঝাঁক বাঙালির দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই ক্ষুদ্র জীবনে এমন দিন কি আর আসবে? আমি জানি না, কিন্তু আমার বাঙালি বিশ্বে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং টিকে থাকবে অনন্তকাল, সেটা জানি। ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।

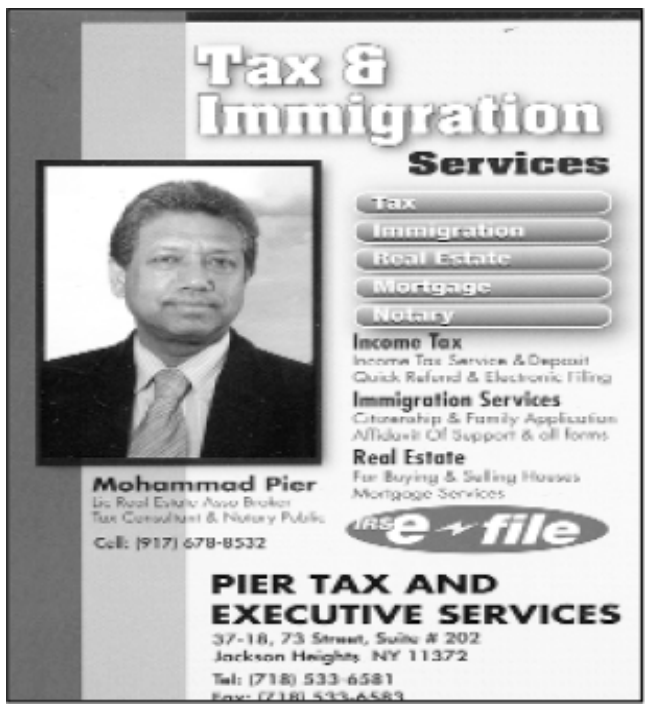

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

নিজ্জার হত্যায় ভারত জড়িত, প্রমাণ পেয়েছে কানাডা - সিবিসি

৫০ পৃষ্ঠার পর

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি গোয়েন্দা জোট।

এর আগে শিখ নেতা নিজ্জারকে ১৮ জুন একটি শিখ মন্দিরের বাইরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি যে জীবনের ঝুঁকিতে ছিলেন কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সে বিষয়ে তাকে আগেই সতর্ক করেছিল। হরদীপ সিং নিজ্জারের মৃত্যুর তদন্তে সহযোগিতা চেয়ে কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা উপদেষ্টা জোডি থমাস আগস্টের মাঝামাঝি চারদিনের সফরে ভারত ছিলেন। চলতি মাসেও পাঁচ দিনের জন্য তিনি ভারত যান। শেষ সফরটি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকের সময় হয়েছিল। বিরোধটি ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছে। ভারত একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক শক্তি। যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করছে। ভারত সরকারের দাবি, নিজ্জারসহ শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দিয়েছে কানাডা। এসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সন্ত্রাসী বলে দাবি করছে দিল্লি। ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের জেরে ইতোমধ্যেই কানাডা এবং ভারত উভয়ের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছে। শুধু তাই নয়, ভারত বৃহস্পতিবার কানাডায় ভিজিটর ভিসা প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করে দিলে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে।

অটোয়াতে সরকারি সূত্র বলছে, ভারতের এমন পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাব খুঁজছে কানাডা সরকার। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা এড়িয়ে যান। এদিকে, মার্কিন সরকার নিশ্চিত বা অস্বীকার করেনি যে ফাইভ আই থেকে তারা তথ্য পেয়েছে। তবে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান নিশ্চিত করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে কানাডা সরকারের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ করছে। তিনি জানান, ভারত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সুলিভান বলেন, এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তদন্তের পর অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি দেখতে চায় ওয়াশিংটন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থের বিষয়টিও জড়িত। কারণ শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চায় যুক্তরাষ্ট্র।

দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে জানায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং অন্যান্য ফাইভ আইস সদস্যরা সাম্প্রতিক জি-২০ সম্মেলনের সময় সরাসরি মোদির সামনে হত্যার বিষয়টি উত্থাপন করেন। প্রতিবেদনে আলোচনার সঙ্গে জড়িত তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করা হয়।

কানাডা সরকার মামলায় মোদির জড়িত থাকার বিষয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে, রিজার্ভ কমছে

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৬.১৪ লাখ কোটি টাকা। দেশে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৯৫ হাজার ১৯ টাকা। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ মোট জিডিপির ১৭ শতাংশ। আর সরকারের মোট ঋণের মধ্যে বৈদেশি ঋণ ৪৩.৫ শতাংশ। দেশে ঋণ-জিডিপির অনুপাত ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০১৪ সালে ঋণ-জিডিপির অনুপাত ছিল ২৮.৭ শতাংশ, যা এখন ৪২. ১ শতাংশ।

সিরডাপের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হেলালউদ্দিন বলেন,চসব কিছু মিলিয়েই অর্থনীতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমাদের মূল টার্গেট হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। সেটা এই পরিস্থিতির কারণে অর্জন সম্ভব হবে না। আমরা পরিস্থিতি হয়তো সামাল দিতে পারব। তবে এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হবে।" তিনি বলেন,চঅনেক চেষ্টা করেও আমরা রিজার্ভ ধরে রাখতে পারছি না। এখন বিদেশি ঋণ শোধের যে চাপ শুরু হয়েছে তাতে রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়বে। আর ডলারের ওপর চাপ বাড়লে টাকার বিনিময় হার আরও কমবে। আমদানি কমায় রপ্তানিও কমছে। রেমিট্যান্স কমছে। ফলে সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। আমি সামনে ভালো কিছু দেখছি না।"

২০২২ সালের জুলাই থেকে রিজার্ভ ক্রমাগত কমছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব অনুসারে সে সময়ে রিজার্ভ ছিল ৩১. ১৭ বিলিয়ন ডলার। কমতে কমতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর দাঁড়ায় ২১.৭১ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফ কমপক্ষে ২৪ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছে।

অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, "আমরা বিদেশি ঋণ নিয়ে অনেক স্বল্প প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, পদ্মা সেতু দিয়ে রেলপথ, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ, দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প- এগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প।

এগুলোর ঋণের কিস্তি দেয়া শুরু হয়েছে বলে এখন আমরা বিপদে পড়েছি।"

তিনি জানান,চযখন এপর্যন্ত নেয়া সব ঋণের সুদ ও আসলে কিস্তি দেয়া শুরু হবে তখন প্রতিবছর আমাদের চার বিলিয়ন ডলারের বেশি শোধ করতে হবে। ২০২৭-এর দিকে এটা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।"

তার কথা,চএই পরিস্থিতি আমাদের রিজার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে। এখন আমাদের রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। রিজার্ভের এই পতনের ধারা থামবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধ করতে পারব।"

এদিকে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে গতি বাড়েনি।

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৭৩ কোটি ৯৯ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

সে হিসেবে দিনে এসেছে চার কোটি ৯৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার। এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪৮ কোটি ডলার। এরকম চলতে থাকলে আগের মাসের চেয়ে প্রায় ১১ কোটি ডলার কম হবে। আগস্ট মাসে কমে রেমিট্যান্স ২১ শতাংশ।- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ছয় মাসে বাংলাদেশে কোটিপতি হিসাব বেড়েছে ৩ হাজার ৬০৮

১০ পৃষ্ঠার পর

লাখ ৩১ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা। ছয় মাস আগেও অর্থাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি হিসাবে ১ কোটি টাকার বেশি জমা ছিল। যেখানে জমা ছিল ৬ লাখ ৭৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বেশি।

কোটিপতি হিসাব বৃদ্ধির বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, 'গত এপ্রিল থেকে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। অনেক ব্যবসায়ীর কাছে ক্যাপিটাল মেশিনারিজসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানিকৃত পণ্য মজুদ ছিল। যার কারণে বিশ্ববাজারের ন্যায় দেশের বাজারে ওইসব পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ব্যাপক লাভ করেছে। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যসহ বেশকিছু ব্যবসায় এখন ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছেন ব্যবসায়ীরা। এখানে তারও প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের অনুসারে, ২০২৩ সালের জুন শেষে ব্যাংকগুলোয় জমাকৃত আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা। মোট ১৪ কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ১৯২টি হিসাবে এই আমানত জমা হয়েছে। এর মধ্যে কোটিপতিদের যে আমানত রয়েছে, তা মোট ব্যাংক খাতের আমানতের ৪৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত জুন শেষে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪টি, ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪৬ এবং সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৫২০। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৪৮ লাখ ৯৬ হাজার ৯৩৪টি। এসব হিসাবে জমার পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ১২ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। আর কোটি টাকার ওপরে ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬টি হিসাবে জমার পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৫৩ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা। ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোতে কোটি টাকার বেশি আমানতের হিসাব ছিল ৯৩ হাজার ৮৯০টি। হিসাবগুলোতে জমার পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৯৫ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকার আমানতকারীর হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯ হাজার ৭৭২টি। যেখানে জমার পরিমাণ ১ লাখ ৮৬ হাজার ৭০৮ কোটি টাকা। ৫ কোটি থেকে ১০ কোটির ১২ হাজার ২৪৫টি হিসাবে জমার পরিমাণ ৮৬ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা।

এ ছাড়া ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকার হিসাবের সংখ্যা রয়েছে ৪ হাজার ৮১টি, ১৫ কোটি থেকে ২০ কোটির মধ্যে ১ হাজার ৮৬৫টি, ২০ কোটি থেকে ২৫ কোটির মধ্যে ১ হাজার ২৭৬টি, ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৯০৯টি আমানতকারীর হিসাব। আর ৩০ কোটি থেকে ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫০৭টি এবং ৩৫ কোটি থেকে ৪০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৩৫৩টি, ৪০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকার হিসাব সংখ্যা ৭২২টি। তাছাড়া ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা হিসাবের সংখ্যা ১ হাজার ৮২৪টি। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

হিজাবের পর এবার বোরকা নিষিদ্ধ করল ফ্রান্স

১২ পৃষ্ঠার পর

এক্ষেত্রে দেশটির যুক্তি হচ্ছে- ধর্মীয় প্রতীক বা নিদর্শনের ব্যবহার ধর্মনিরপেক্ষতার আইন লঙ্ঘন করে। ফ্রান্স এর আগে ২০০৪ সালে স্কুলে মাথার স্কার্ফ বা হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছিল এবং ২০১০ সালে জনসমক্ষে পুরো মুখের পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এদিকে আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে আবায়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। ডানপন্থি দলগুলো মুসলমান নারীদের এই পোশাক নিষিদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিলেও বামপন্থি দলগুলো এ ক্ষেত্রে মুসলমান নারী ও মেয়েদের অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

গুগলের সেরা বিজ্ঞানী বাংলাদেশি তাসিফ খান

৬৬ পৃষ্ঠার পর

অ্যাওয়ার্ড। এর আগে, তিনবার বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল নেচার-এর প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চের সময় একটা নতুন টিউমার সেন্সর ডিজাইন করেন তাসিফ খান। এই সেন্সরের সাহায্যে টিউমারের আয়তন মাপা যায়। টিউমারের আয়তন যদি ১০ মাইক্রোমিটারও বৃদ্ধি পায়, তবু তা মাপা যায় এই সেন্সরের সাহায্যে। ১০ মাইক্রোমিটার মানে, একটি চুলের প্রস্থের সমান। তাঁর এ গবেষণাপত্রটি প্রথমে সায়েন্স অ্যাডভান্স জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরে শিরোনাম হয় বিখ্যাত জার্নাল নেচার-এ।

তাসিফ খানের বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বয়স ৩৫ বছর। পড়াশোনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মতো বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশি এই বিজ্ঞানী স্নাতক সম্পন্ন করেছেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট ডালাস থেকে। কাউন্ট থেকে মাস্টার্স এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে করেছেন পিএইচডি। পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেছেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলির ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় গবেষণাকালে তিনি ফ্লেক্সিবল ইলেকট্রনিকস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় হাতের পেশির সংকেত ব্যবহার করে রোবটিক বাহু সঞ্চালন করেন। তাসিফ খানের এ গবেষণাটিও নেচার ইলেকট্রনিকস জার্নালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ গবেষণাপত্রটি নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে হাইপার ডাইমেনশনাল কম্পিউটিং ও আনসুপারভাইসড লার্নিং গবেষণায়।

ইলেকট্রনিক ত্বকের ওপর তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, হাতের আঙুলের মতো সংবেদনশীল সেন্সর আবিষ্কার। এই সেন্সরটি ত্বকের মতোই কোমল। স্পর্শ করলেই ইলেকট্রনিক সিগন্যাল তৈরি করে। এই গবেষণাটিও প্রকাশিত হয় সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে। এটি পরে নেচার ইলেকট্রনিকস-এ প্রকাশিত হয় বিশেষ প্রচ্ছদ হিসেবে।

প্রেশার আলসারের ডায়াগোনসটিকসের জন্য তিনি আরও একটি ইলেকট্রনিক সেন্সর উদ্ভাবন করেছেন। এই সেন্সরের সাহায্যে আলসার চোখে দেখার আগেই ইলেকট্রনিক সিগন্যাল দিয়ে নির্ণয় করা যায়। এই প্রবন্ধটিও প্রথমে নেচার কমিউনিকেশেন জার্নালে প্রকাশিত। পরে স্থান পায় বিবিসি নিউজ-এর প্রচ্ছদে।

এ ছাড়াও অক্সিমিটারের ওপর মৌলিক গবেষণা করে তিনি পৃথিবীর প্রথম জৈব পদার্থের অক্সিমিটার, রিফ্লেকশন মোড অক্সিমিটার ডিজাইন করেন। এসব গবেষণার তথ্যও প্রকাশিত হয় নেচার কমিউনিকেশেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস ও অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস জার্নালে।

তাসিফ খান প্রমাণ করেছেন, গায়ের রং ভিন্ন হলে অক্সিমিটারের মতো ডিভাইসগুলো একই ভাবে কাজ করে না। তাই যাঁদের গায়ের রং বাদামি বা কালো, তাঁদের জন্য ভিন্ন ধারার অক্সিজেন পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে তাসিফ খান বলেন, 'আমরা ত্বকের মতো নতুন ধরনের ইলেকট্রনিকস বানাতে চাই। এতে থাকবে সবচেয়ে আধুনিক পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি (ওয়্যারেবল টেকনোলজি), কেমিক্যাল সেন্সিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ প্রযুক্তি সফল হলে আমরা এমন ওয়্যারেবল টেকনোলজি বানাতে পারব, যা দেখে ত্বকের অংশ বলেই মনে হবে। এ ধরনের প্রযুক্তিকে বলা হয় অদৃশ্য প্রযুক্তি। মেডিকেল ডিভাইসে এ প্রযুক্তির সম্ভাবনা প্রচুর।'

এই বিজ্ঞানী আরও জানান, 'অক্সিমিটার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করে। এ নিয়ে আমি প্রায় ৭ বছর কাজ করছি। পিএইচডির শুরু থেকেই চেষ্টা করছিলাম, অক্সিমিটারকে কীভাবে পরিধানযোগ্য করা যায়। কোভিডের সময় অক্সিজেন মাপার জন্য অক্সিমিটারের ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের চিকিৎসকরা দেখেন, অক্সিমিটার সব ত্বকের রঙের ওপর একভাবে কাজ করে না। এতে যেহেতু আলো ব্যবহার করা হয়, ফলে ত্বকের রঙের ওপর নির্ভর করে অক্সিজেনের মাত্রা বোঝা যায়। গায়ের রং হালকা হলে অক্সিমিটার ঠিক মতো কাজ করে। কিন্তু রং গাঢ় হলে অক্সিমিটারে ভুল দেখায়। কারণ, এ ধরনের অক্সিমিটারগুলো পাশ্চাত্যে বানানো। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষের গায়ের রং ফরসা বা হালকা ফরসা। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আমি এর সমাধানের জন্য একটা প্রকল্প শুরু করি। এ বছর আমরা একটা নতুন অক্সিমিটার ডিজাইন করেছি, যেটা ত্বকের রঙের ওপর নির্ভর করে না। এই অক্সিমিটার প্রকল্পের জন্যই আমি ২০২৩ সালের ''গুগল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড'' পেয়েছি।'

এই বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মনে করেন, বাংলাদেশে এই গবেষণা কাজে লাগানো যেতে পারে। 'নতুন অক্সিমিটারটি সহজেই বাংলাদেশে ব্যবহার করা যাবে। আর আমাদের গায়ের রং যেহেতু গাঢ়, এই গবেষণার ফল বাংলাদেশে সরাসরি কাজে লাগানো যাবে।' সবাই যেন সহজে মেডিকেল ডিভাইস ব্যবহার করতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই কাজ করে যাচ্ছেন তাসিফ খান।

এই বিজ্ঞানীর বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামের রহমতগঞ্জে। ফয়েজ আহমদ খান ও রওশন আরা ফয়েজের ছোট সন্তান তাসিফ খান। পড়াশোনা করেছেন চট্টগ্রামের সেন্ট মেরি'স স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল এবং চট্টগ্রাম কলেজে। এর আগেও তিনি ফাই কাপ্পা ফাই অ্যাওয়ার্ড, গোল্ডেন কি অনার সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন গ্রান্ট, নেক ফ্লেকস গ্রান্ট পুরস্কার পেয়েছেন।-সুত্র বিজ্ঞানচিন্তা

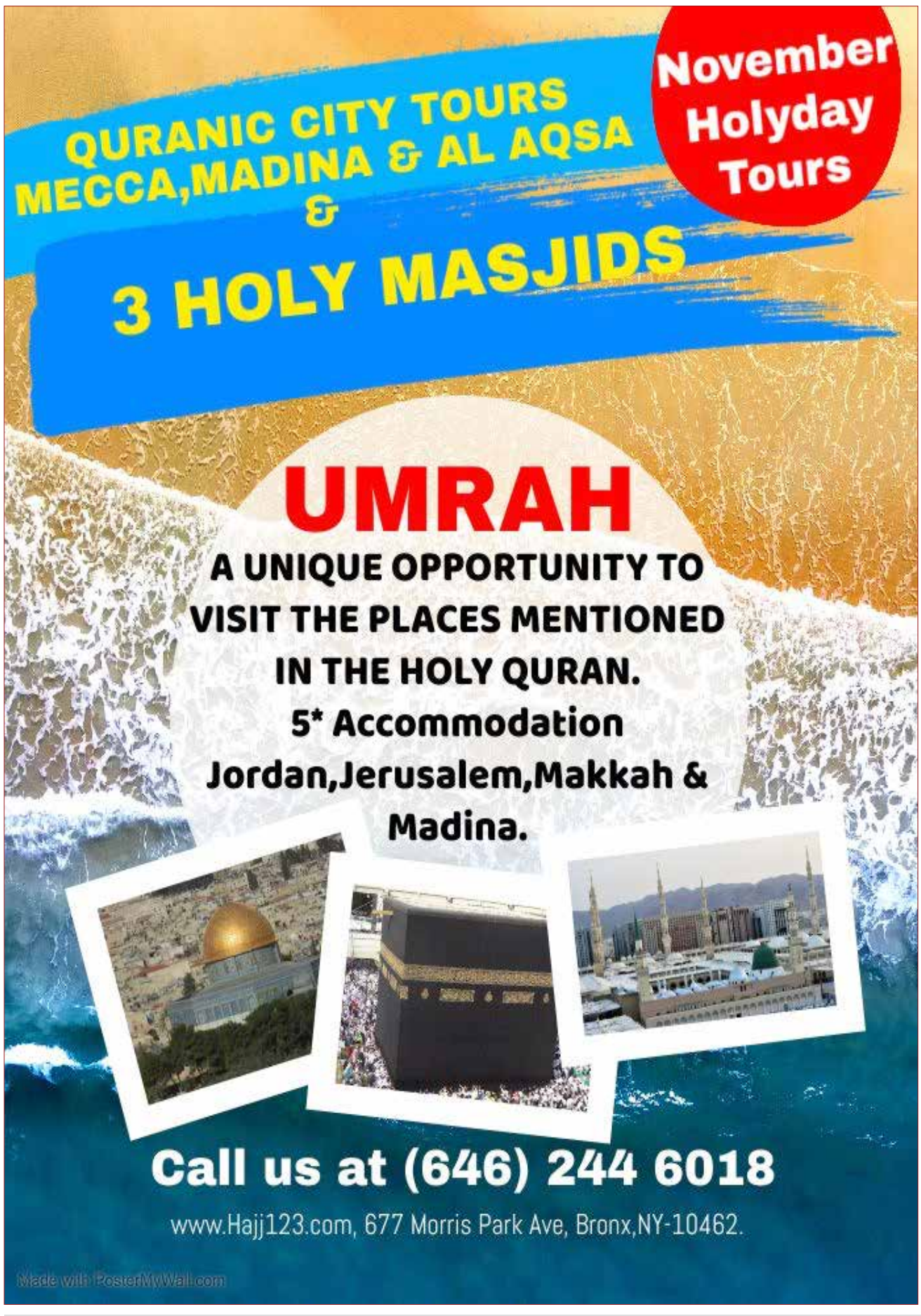

বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম, ইন্টারনেটের গতি বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে ৫% কম

৬৬ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছে সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান সার্ফশার্ক। এ সূচকে গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশের ছয় ধাপ অবনমন হয়েছে। সার্ফশার্ক-এর ৫ম বার্ষিক ডিকিউএল সূচকে ১২১টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশে আছে ৮২তম অবস্থানে। আর এশিয়ার ৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৫তম। ইন্টারনেট সামর্থ্য, ইন্টারনেটের মান, ই-অবকাঠামো, ই-নিরাপত্তা, ই-গভর্নমেন্টএই পাঁচটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে সার্ফশার্কের ডিজিটাল জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়।জাতিসংঘের ওপেন সোর্স তথ্য, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উৎসের উপর ভিত্তি করে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। পাঁচটি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো করেছে ইন্টারনেটের মানে। এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম। সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশের ইন্টারনেটের গতি বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে ৫ শতাংশ কম। ইন্টারনেটের গতিতে সবার চেয়ে এগিয়ে সিঙ্গাপুর। ইন্টারনেটের গতির বৈশ্বিক গড় ৫৩ এমবিপিএস হলেও সিঙ্গাপুরে ইন্টারনেটের গতি ৩০০ এমবিপিএস। আর বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির ইন্টারনেট হচ্ছে ইয়েমেনের। দেশটির ইন্টারনেটের গড় গতি ১১ এমবিপিএস।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের ইন্টারনেটের গড় গতি ২০ এমবিপিএস। মোবাইল ফোনের ইন্টারনেটের গতিতে ৩১০ এমবিপিএস নিয়ে প্রথম স্থানে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আর ১০ এমবিপিএস গতি নিয়ে মোবাইল ফোনের ইন্টারনেটের গতিতে সবার চেয়ে পিছিয়ে আছে ভেনেজুয়েলা।ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ৭৩ শতাংশ কম, আর ব্রডব্যান্ডের গতি ৩১ শতাংশ কম। গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ৪১ শতাংশ বেড়েছে, আর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতি বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশ আছে ৭৩তম আস্থানে। এটি মূলত কোনো দেশের সরকারের ডিজিটাল পরিষেবা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রস্তুতির নির্ণায়ক। এই সূচকেও বাংলাদেশ বৈশ্বিক গড়মানের নিচে আছে। ইন্টারনেট ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান ৭৭তম।

ডিকিউএল সূচক অনুযায়ী, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কেনার সামর্থ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশিদের মাসে ৪ ঘণ্টা ২৬ মিনিট কাজ করতে হয়। যদিও এটি বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে কম। আর মোবাইল ইন্টারনেট কেনার জন্য বাংলাদেশিদের মাসে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ২৮ সেকেন্ড কাজ করতে হয়। লুক্সেমবার্গের তুলনায় এটি ৬ গুণ বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মোবাইল ইন্টারনেট পাওয়া যায় লুক্সেমবার্গে।

বাংলাদেশ ই-অবকাঠামো বিভাগে ৮৪তম অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতের (৫২তম) চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও, পাকিস্তানের (৯৩তম) চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ই-সিকিউরিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ১০ ধাপ নেমে বিশ্বে ৮৫তম স্থানে রয়েছে।

গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের মুখে ইউরোপ

১২ পৃষ্ঠার পর

তৃতীয়াংশ এমন এলাকায় বাস করে যেখানে বায়ুর গুণমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকাগুলোর দ্বিগুণেরও বেশি।

ইউরোপের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ হচ্ছে উত্তর মেসিডোনিয়া। সারা দেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এমন এলাকায় বাস করে যেখানে পিএম ২.৫ এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকাগুলোর চারগুণ বেশি। দেশটির রাজধানী স্কোপজেসহ চারটি অঞ্চলে প্রায় ছয় গুণ দূষিত বায়ু পাওয়া গেছে।

পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপের পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ। ইতালির পো উপত্যকা এবং দেশের উত্তরে আশেপাশের অঞ্চলে বসবাসকারীদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ নিঃশ্বাসের সাথে যে বাতাস নিচ্ছে সেখানে বিপজ্জনক বায়ুবাহিত কণার মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানের চারগুণ বেশি।

ইরানে হিজাব ছাড়া বের হলে ১০ বছর কারাদণ্ডের বিল পাস

১২ পৃষ্ঠার পর

মাহশা আমিনি নামে এক তরুণীকে গ্রেফতার করে দেশটির পুলিশ। পরে পুলিশি হেফাজতে থাকাবস্থায় ১৬ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে, পুলিশের নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে। পরে সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে সংহতি জানালে একপর্যায়ে তা ইরান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলনে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৫ শতাধিক বিক্ষোভকারী নিহত হয়। এছাড়া গ্রেফতার করা হয় কয়েক হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক না পাঠানোর মানে কী

৮ পৃষ্ঠার পর

পাঠানোর আর্থিক বিষয় ছিল, বাজেট স্বল্পতার কারণে তা নামঞ্জুর করা হয়েছে। তাই আপাতত পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।”

নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কার কথা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, চিঠির ভাষায় এ জাতীয় কিছুর উল্লেখ নেই। শুধু তারা অবহিত করেছেন যে, তারা পূর্ণাঙ্গ টিম পাঠাবেন না। কাজেই ছোট দল পাঠাবেন, নাকি এই দেশে যারা আছেন তারাই করবেন সেটি বলেননি। তারা যোগাযোগ অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন।”

এদিকে বিএনপি মহানচিব মির্জা ফখরুল ইসলা আলমগীর বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আর এই ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হচ্ছে, দেশে আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।”

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয়। এই বিষয়টি পরীক্ষিত। তাদের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না এবং জনগণ যে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও সরকার যখন বিদেশিদের কাছে গিয়ে বলেছে এদেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হবে, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। তখন বিদেশিরা প্রাক পর্যবেক্ষক টিম পাঠিয়েছে। তারা সমস্ত কিছু সার্ভে করেছেন এবং সকল ধরনের স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা এখন স্পষ্ট করে বলেছেন, এ দেশে টিম পাঠানোর কোনো পরিবেশ নেই।”

আর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন,চপৃথিবীর কোনো দেশের নির্বাচন কি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ওপর নির্ভর করে? বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কোনা দেশের পর্যবেক্ষক আসলো কী আসলো না তার ওপর সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে না। নির্ভর করে দেশের মানুষের ওপর। তারা যদি মনে করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলা যাবে। বাইরের দেশের কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না।”

তিনি বলেন,চআগামী নির্বাচন শতভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। নির্বাচন অবাধ হবে।”

বিএনপি মহাসচিবের প্রতিক্রিয়ার জবাবে তিনি বলেন, মির্জা ফখরুলরা তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাস্ট্রোলজারের দায়িত্ব নিয়েছেন। উনি তো নিজেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক ভাবেন না। পরাধীন ভাবেন। এই কারণেই এসব কথা বলছেন।”

তবে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ইইউর পর্যবেক্ষক দলের না আসার তাৎপর্য হলো, তারা মনে করছেন না যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন বাকি আছে চার মাস। একটি দল নির্বাচনে আসবে কী না তা নিশ্চিত নয়। সরকারি দল নির্বাচনের বহু আগেই অ্যাগ্রাসিভলি নির্বাচনের ক্যাম্পেইন করছে। সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানাবিধ উক্তি করছে, এটা সেটা করছে। গ্রেপ্তার করা হচেছ। জেলে যাচ্ছে, বিচার হচ্ছে। এই সব মিলিয়ে আমরা নিজেরাও তো পরিবেশ দেখছি না। এই পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ দল এসে কী নির্বাচন দেখবে!”

তার কথা,চনির্বাচন কমিশন যে কী করছে তাও আমি বুঝি না। নতুন কতগুলো দলকে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে। যারা না পাচ্ছে তারা কোর্টে গিয়ে আদেশ এনে রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে। কোনো নির্দেশনা ছাড়াই ডিসি সাহেবরা প্রিজাইডিং অফিসারদের তালিকা করছেন। এই অথরিটি তাদের কে দিয়েছেন?”

তিনি বলেন,চসরকারি দল যে বলছে তাদের (ইইউ পর্যবেক্ষক) আসা না আসার ওপর ভোটের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করেনা। কিন্তু এর আগে যে দুইটি নির্বাচন হয়েছে দেশের মানুষ কী তা গ্রহণ করেছে? পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দিতে পারলে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাবে কেন? এবার তো আবার ব্যালটে নির্বাচন হবে। তাহলে তো আরো মহা আনন্দ হবে ভোট কারচুপির।”

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকেরা এসেছিলেন। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসোননি।হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

উদ্দেশ্য পূরণ হবে না বলে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না ইইউ

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর কারণ হিসেবে বাংলাদেশের ইসি বাজেট ঘাটতির কথা বললেও ইইউ মুখপাত্র জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে এখন তাদের পর্যবেক্ষণ মিশন পাঠালে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন (ইওএম) না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তারা চিঠি পাঠিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। দ্য ডেইলি স্টার তাদের প্রতিবেদনে ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলমকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ‘‘...ইতোমধ্যে তাদের সদর দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তাদের যে পূর্ণাঙ্গ একটি মিশন নির্বাচন (দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) পর্যবেক্ষণে পাঠানোর আর্থিক বিষয় ছিল, ডিউ টু বাজেট; এটার কারণে তারা আপাতত নামঞ্জুর করেছেন। আপাতত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইসি সচিব এমন বক্তব্য দিলেও বাংলাদেশের কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য অনুকূল না থাকায় নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো বিবৃতি এখনও দেয়া হয়নি।

এই ব্যাপারে জানতে ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনৈতিক দপ্তর ইইউ এক্সটার্নাল অ্যাকশন (ইইএএস)-এর কাছে মেইল পাঠানো হয়।

যা বলছেন ইইউ মুখপাত্র : ডিডাব্লিউর দেয়া মেইলের উত্তরে ইইএএস-এর পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক মুখপাত্র নাবিলা মাসরালি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ মিশন না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেন। বাজেট সংকটের কারণে ইইউ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া নির্বাচন অনুসন্ধান মিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক মান মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে, তার ভিত্তিতে আসন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষেণ মিশন পাঠানো কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং সমীচীন হবে কিনা, সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করার জন্য ৬ থেকে ২২ জুলাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে স্বাধীন নির্বাচন অনুসন্ধান মিশন পাঠায়।

স্বাধীন এই মিশনে চারজন ‘এক্সটার্নাল’ বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে জানান তিনি। তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, বিচার বিভাগ, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের সুপারিশ প্রসঙ্গে নাবিলা বলেন, ‘‘তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ইইউ-এর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন পাঠানোর উদ্দেশ্য এই সময়ে পূরণ হবে না।

তিনি আরো জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়েছে। তবে বাংলাদেশের সরকার এবং নির্বাচন কমিশন স্বাগত জানালে ইইউ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য অন্য উপযুক্ত বিকল্পের খোঁজ করতে পারে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য : বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বলেছেন, ইইউর পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা নির্বাচন কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তখন পর্যন্ত কিছু জানায়নি। তবে তিনি মনে করেন, ‘‘ইইউ প্রতিনিধি দলের আসা বা না আসায় বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে ও নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। অতীতের নির্বাচনগুলো তাই বলে।

তবে বাংলাদেশে নির্বাচনে বিএনপি-র অংশগ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত ইইউ-র পর্যবেক্ষক পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রভাব রাখবে বলে জানান তিনি। দ্য ডেইলি স্টার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ‘‘বিএনপি ও তাদের জোট নির্বাচনে আসবেন কি আসবেন না, এটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক পাঠানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ছিল বলে আমরা জানি।ফয়সাল শোভন,জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

চীনের প্রভাবে লাগাম টানার পশ্চিমা প্রচেষ্টাকে জটিল করল ভারতের বিরুদ্ধে ট্রুডোর অভিযোগ

১২ পৃষ্ঠার পর

পাঞ্জাবের বাইরে সবচেয়ে বেশি শিখ (অভিবাসী) কানাডায় বাস করেন। নিজ্জারের মতো আরও অনেক খালিস্তান সমর্থক স্বাধীন খালিস্তানের জন্য কানাডায় বিভিন্ন আন্দোলন ও সমাবেশ করছিলেন।

বাকস্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের যুক্তিতে জাস্টিন ট্রুডো এসব আন্দোলন-সমাবেশের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি।

ট্রুডো ভারতের বিরুদ্ধে তার আনা অভিযোগের কথা ইতোমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে জানিয়েছেন।

কানাডা ও এর পশ্চিমামিত্ররা চীনকে ক্রমবর্ধমান হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। তাই ভারসাম্য তৈরি করতে এ দেশগুলো ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কৌশলগত চেষ্টা করছে। কিন্তু কানাডার এ অভিযোগ এখন পুরো বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলল।

চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি অর্জনের বিপরীতে কানাডা ২০২২ সালে এর ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল প্রকাশ করে। সেখানে চীনকে ‘ঐক্যনাশকারী শক্তি’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার জানানো হয়েছে।

কানাডার এ কৌশলে ভারত নিয়ে আলাদা মনোযোগ রয়েছে।

ভারত-কানাডা বাণিজ্য উন্নয়ন : মুক্ত-বাণিজ্যের আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও উন্নত করারও অঙ্গীকার করেছে কানাডা।

এখন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে নয়বার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নিজ্জারের হত্যার অভিযোগের পর এসব আলোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী ম্যারি ইং অক্টোবরে তার পূর্বনির্ধারিত ভারত সফর বাতিল করেছেন।

চীনের প্রভাব মোকাবিলার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকারের কর্তত্বপরায়ণ প্রবণতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কানাডার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো ইন্দো-কানাডা সম্পর্ক উন্নয়নে অটোয়ার জন্য বড় বাধা হিসেবে উদয় হয়েছে।

তবে ট্রুডোর অভিযোগের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মতো কানাডার মিত্রদের ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার সম্ভাবনা নেই। কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দেশের কাছে ভারতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

চীনের ভূরাজনৈতিক প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এর আগে অটোয়া ইঙ্গিত দিয়েছিল, কানাডার কাছে ভারত একটি ‘অগ্রাধিকারমূলক’ বাজার। ২০২২ সালে কানাডার ১০ম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার ছিল ভারত।

‘গণতন্ত্র’ অংশীদারি : চীনের বর্ধিষ্ণু প্রভাবে ছেদ আনতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি কৌশলগত সমঝোতা হয়েছে। এ সমঝোতাকে ‘বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র, ও বিশ্বের বড় গণতন্ত্র’-এর অংশীদারিত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে সরে আসা বা কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাবের জন্য মোদি সরকার তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছে। তা সত্ত্বেও গত জুনে মোদি যখন হোয়াইট হাউস ভ্রমণ করেছিলেন, তখন বাইডেন প্রকাশ্যে মোদির সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যু নিয়ে কথা বলার জন্য বাইডেনের ওপর চাপ ছিল। মোদির সঙ্গে মানবাধিকার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে তখন ৭৫ জন কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি বাইডেনকে লিখিতভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মার্কিন কংগ্রেসে মোদির বক্তব্য বয়কট করেছিলেন আধ ডজন ডেমোক্রেট।

তবে কথিত আছে, বাইডেন প্রশাসন মনে করে, মোদির কর্তৃত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তা দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

ভারতকে জবাবদিহিতার মুখে আনা : প্রকৃতপক্ষেই, কানাডার মিত্ররা কৌশলগত বিবেচনায় মোদি সরকারের অনেক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু কানাডা ও এর মিত্রদের এখন মোদি সরকারের কাছ থেকে এর কাজের জবাবদিহিতা চাওয়ার সময় এসেছে।

ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব মূলত গড়ে উঠেছিল দুই অঞ্চলের অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ, পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি এবং দ্বিতীয় বৃহৎ সশস্ত্রবাহিনীর মালিক ভারত এখনো পশ্চিমাদের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী।

কিন্তু ভারত যদি এসব অভিন্ন নীতিমালা থেকে সরে আসে, সেক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যেন গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করেই দুই অঞ্চলের অংশীদারিত্ব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এমনকি কানাডার মিত্ররাও যদি প্রকাশ্যে ট্রুডোকে সমর্থন না দেয়, তাও কানাডার সরকারের উচিত এর মৌলিক আদর্শের জায়গা থেকে বিচ্যুত না হওয়া। আর তা করতে হবে ভারত যেন এর কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডের ফলভোগ করে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

সাইরা ব্যানো কানাডার থমসন রিভার্স ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক।

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের

৯ পৃষ্ঠার পর

এক পোস্টে জানান আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া।

আজরা বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইড লাইনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রোহিঙ্গা ও তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য অব্যাহত মানবিক সহায়তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া চলতি বছর জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফর করেন।

city bank presents

Organized by IBTV USA

SEPTEMBER 27TH – OCTOBER 1ST 2023
[From 12:00 Pm to 9:00 PM]

ARTIFACT
155 Suffolk St. Btw East Houston & Stanton St.
New York, NY 10002
ibtvusa@gmail.com
www.artifactnyc.net
929-633-2900

COLORS OF FREEDOM

First largest exhibition of Bangladeshi artists in America

The exhibition will be inaugurated by the Mayor of New York City **Eric Adams**

Opening Reception
September 27th 2023
Wednesday at 6:30 PM

30 Bangladeshi renowned artists including 27 Bangladeshi-American artists

Participating Artists

Curator: Ziaul Karim

Mustafa Monwar, Hashem Khan, Rafiqun Nabi, Monirul Islam, Abdus Shakoor, Hamiduzzaman Khan, Syed Abul Barq Alvi, Shahabuddin Ahmed, Biren Shome, Abdul Mannan, Farida Zaman, Afzal Hossain, Jamal Uddin Ahmed, Mohammad Eunus, Mostafizul Haque, Rokeya Sultana, Mustapha Khalid Palash, Rezaun Nabi, Ahmed Shamsuddoha, Nisar Hossain, Sheikh Afzal Hossain, Shishir Bhattacharjee, Md. Muniruzzaman, Kanak Chanpa Chakma, Laila Sharmeen, Mohammad Iqbal, Mustafa Zaman, Anisuzzaman Anis, Vinita Karim, Suborna Morsheada, Md Tokon, Md Zohir Uddin, Nargis Poly, Mila Hossain, Alma Leya, Arthur Azad, Bishwajit Chowdhury, Dina Zaman, Farhana Yasmin, Kaiser Kamal, Kaniz Husna Akbory, Kazi Rakib, Kauser Ferdowsi, Kyaw C Maung, Khurshid Saleem, Matiub Ali, Masud Ul Alam, Nurul Haque Minu, Mohammed Hassan (Rokon), Ruddro Md Ayudh Jahangir, Salma Sinha Kaniz, Shameem Ara, Shamim Begum, Shameem Subrana, Sunil Howlader, Syed Azizur Rahman, Sazada Sultana, Tajul Imam, Tariq Julfiker, Tasnuva Rahman, Zebun Kamal Helen.

Hospitality Partner: INTERCONTINENTAL DHAKA

Strategic Partner: ARGON

Sponsored by: JARWA HOUSE, BERGER, চাষী

Media Partners: CHANNEL i, DBC 24/7, COLORS Magazine, নিউইয়র্ক সময়

Supported by: Artists Forum

বিশ্বজুড়ে 'হালাল হলিডে'র জনপ্রিয়তা বাড়ছে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার সঙ্গে কোনো আপস না করেই সময় কাটাতে পারেন। বিশ্বের অনেক কোম্পানি হালাল পর্যটন নিয়ে বিশেষভাবে কাজ শুরু করেছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান এটিকে একটি বিকল্প হিসেবে রাখছে।

গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইনডেক্স বা বিশ্ব মুসলিম পর্যটন সূচক অনুযায়ী, ২০২২ সালে হালাল পর্যটনের বাজারমূল্য ছিল ২২০ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় খ্রিস্টানদের পরেই মুসলমানদের অবস্থান। আর অনেক মুসলিম দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে। পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের তাদের বাবা-মায়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বেশি। থাকে। ফলে তারা ছুটির দিন বা অবসর কাটানোয় ব্যয় বাড়াচ্ছে।

আর সেজন্যই হালাল পর্যটনের বাজার দিন দিন বাড়ছে বলে মনে করেন যুক্তরাজ্যভিত্তিক মুসলিম ইনফ্লুয়েন্সার জেহরা রোজ। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে "হালাল হলিডে" বা হালাল ছুটি কাটানো এই নারী সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে বলেন, "আমার রোদে যেতে ভালো লাগে, আমার ভিটামিন ডি পছন্দ এবং আমি সারা বছর তামাটে রঙটা ধরে রাখতে চাই। তাই আমি সত্যিই সেসব জায়গায় যেতে চাই যেখানে গোপনীয়তার ব্যবস্থা বা আমার ছুটি কাটানোর মতো ব্যবস্থা আছে।"

তিনি বলেন, "আমার কাছে সাধারণ ছুটির দিন আর হালাল ছুটির দিনের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা।"

তিনি জানান, হালাল হলিডেতে মুসলিম নারীদের সুইমিং পুলে নামার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিকিনির বদলে বুরকিনি পরেন। বুরকিনি মূলত মুসলিম নারীদের জন্য তৈরি সাঁতারের পোশাক। এই সুইমস্যুটে সারা শরীর ঢেকে রাখে শুধু মুখ এবং পায়ের পাতা দেখা যায়।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মুসলমানরা খাবারের ব্যাপারেও ওবশ সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে গিয়ে তাদের খাবার নিয়েও বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। তাই এসব হালাল হলিডে'তে এমন সব খাবার রাখা হয়, যা ইসলামে বৈধ। এসব স্থানে পর্যটকদের নামাজ আদায়ের জন্য থাকে বিশেষ ব্যবস্থা।

তিনি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন এবং ইসলামি মূল্যবোধ পালনের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকেন।

জেহরা রোজ, "হালাল হোটেলগুলোতে জায়নামাজ তারাই সরবরাহ করে। সাধারণ হোটেলে থাকলে আমাকে সাথে করে জায়নামাজ নিয়ে যেতে হয়।"

তিনি আরও বলেন, আমি অল্প কাপড় পরিহিত মানুষ হোটেলে দেখতে চাই না। যেসব মানুষেরা আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে আমার সন্তানদের রাখতে চাই। আমরা তাদের সৈকতে নিয়ে যাই না, যেখানে মানুষ নগ্ন হয়ে সূর্যস্নান করে।"

অনলাইন উদ্যোক্তা আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন যুক্তরাজ্যের আরেক মুসলিম নারী হেসার।

তিনি মনে করেন, পর্যটন শিল্প এখনও হালাল ছুটির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। হেসার চান তার সন্তানরা ছুটির দিন কাটাতে গেলেও যাতে মুসলিম মূল্যবোধ পালন করে এমন মানুষদের দেখে।

এরকম মানুষের সংখ্যা দ্রুতই বাড়ছে। আর এই সুযোগটিই কাজের লাগাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। পশ্চিমা ভোক্তা শ্রেণিকে লক্ষ্য করে গড়ে তোলা বিশেষ ধরনের হোটেলের জন্য সুপরিচিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ। দেশটিতে এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হালাল পর্যটক আসতে শুরু করেছে।

দেশটির পর্যটন মন্ত্রী ড. আব্দুল্লা মাসুম বিবিসিকে বলেন, "মালদ্বীপ একটি মুসলিম দেশ, আর এ কারণে শুরু থেকেই এখানে মুসলিমবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই খাতটি খুবই দ্রুত বাড়ছে।"

তিনি জানান, দেশটিতে এখন "সম্প্রদায় ভিত্তিক" বা স্থানীয় পর্যটকদের জন্য এখন এক চতুর্থাংশ হোটেলের বিছানা আলাদা করে রাখা হয়। আইন অনুযায়ী, সব হোটেলে কর্মীদের নামাজের জন্য একটি মসজিদ থাকা বাধ্যতামূলক। পর্যটকরা এখন এই মসজিদ ব্যবহার করেন।

তিনি বলেন, "অনেক রিসোর্টে এখন কক্ষ বরাদ্দ, কক্ষের নকশা আর খাবার রান্নার ক্ষেত্রে মুসলিমবান্ধব পরিবেশ রয়েছে।"

২০২৩ সালের গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইনডেক্সে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোই প্রথম দিকে রয়েছে যাতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। এই তালিকায় মাত্র দু'টি অমুসলিম দেশ রয়েছে। এরমধ্যে সিঙ্গাপুর ১১তম এবং যুক্তরাজ্য ২০তম স্থানে রয়েছে।

এদিকে, লন্ডনেও শুরু হয়েছে হালাল হলিডে। সেখানে ১৮৯৯ সালে স্থাপিত লন্ডনের পাঁচ তারকা মানের ল্যান্ডমার্ক হোটেলে এখন হালাল মাংস পরিবেশন করা হয়। হোটেলের কর্মীদের মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলেও জানায় বিবিসি।

হোটেলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিভাগের পরিচালক ম্যাগডি রুস্তম বিবিসিকে বলেন, "আমাদের অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের পাশাপাশি অ্যালকোহলমুক্ত পানীয়ও রয়েছে। বারে আপনি অ্যালকোহলমুক্ত ককটেল পানীয় পাবেন যা খুবই জনপ্রিয়। আমাদের দু'টি প্রবেশপথ রয়েছে। হোটেলের উত্তর দিকের প্রবেশপথটি সংরক্ষিত।"

এই হোটেলটির মতো লন্ডনের অনেক হোটেল মুসলিম পর্যটকদের আকর্ষণ করতে অনেক পরিবর্তন করছে।

সবার মধ্যে থেকেও কি আপনি খুব একা

৬৬ পৃষ্ঠার পর

একইভাবে সুখী, কিন্তু প্রতিটি অসুখী পরিবারের অসুখী হওয়ার গল্প আলাদা।' একে নিছক লেখকের খেয়ালি শব্দচয়ন বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও নতুন একটি গবেষণায় কিন্তু এমন তথ্য উঠে এসেছে, যা তলস্তয়ের উক্তিটিকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার এক সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে নিঃসঙ্গতায় ভোগা মানুষের আর যাঁরা নিঃসঙ্গতায় ভোগেন না, তাঁদের মস্তিষ্ক একই বিষয়কে ভিন্নভাব দেখে ও সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকেও খুব একা লাগতে পারে : এ ক্ষেত্রে, একজন মানুষের যত বন্ধুই থাকুক না কেন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও মানসিকতার পার্থক্যের জন্য তিনি একাকিত্বে ভুগতে পারেন। তাই বন্ধু বা একই বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যসংখ্যা কোনোভাবেই একাকিত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হতে পারে না।

সুপরিচিত সাইকোলজিক্যাল সায়েন্স জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা জানায়, যেসব ব্যক্তি একাকিত্ব অনুভব করেন না, তাঁদের মস্তিষ্ক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে ধরনের প্যাটার্ন প্রদর্শন করে, অপর দিকে যাঁরা নিজেকে একা অনুভব করেন, তাঁদের প্রত্যেকের পৃথিবীকে দেখার ও বোঝার ধরন একান্তই আলাদা এবং নিজস্ব। আর তা খুব সুখকর বা সহজ নয়।

নিঃসঙ্গতায় ভোগা ব্যক্তিরা সহজেই ভুল বোঝেন সকলকে: মনোবিজ্ঞানীরা নিঃসঙ্গতায় ভোগা ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনাকে খেয়ালি বা ইডিওসেন্ট্রিক বলে অভিহিত করেন। মানসিক সংযোগ ও ভুলবোঝাবুঝির ওপর করা বিভিন্ন পরীক্ষায় এ ফলাফল উঠে আসে। এ সম্পর্কে গবেষণাগুলো বলে, একাকিত্বে ভোগা ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক, একাকিত্বে ভোগেন না এমন মানুষদের মগজের তুলনায় অত্যন্ত ভিন্ন আর বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়ার প্যাটার্ন প্রদর্শন করে। এমনকি একাকিত্বে ভোগা ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যেও চিন্তাভাবনা খুব সুস্থিত নয়।

এই অনুসন্ধানটিকে মনোবিজ্ঞানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধারণা করা হয়। কারণ, এ থেকে জানা যায় যে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করার জন্য পৃথিবীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। এ-ও প্রমাণ হয় যে সামাজিক সংযোগ স্থাপন করতে সমস্যা হওয়ায় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা অন্যদের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে পান না। মনে হয়, 'কেউ আমাকে বুঝতে পারছে না': একাকীত্বের সঙ্গে বন্ধুর সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই বলেও মনে করেন অনেক মনোবিজ্ঞানী। তাঁদের মতে, ঘরভর্তি বন্ধুদের মধ্যে থেকেও একজন ব্যক্তি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতার কারণ হিসেবে বন্ধুদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব, সামাজিক বোঝাপড়ায় সমস্যা ও 'কেউ আমাকে বুঝতে পারছে না'রড়মতো অনুভূতিগুলোকে দায়ী করা যায়।

শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যই যে একাকিত্ব ক্ষতিকর, এমনটা নয়।শারীরিক নানা অসুস্থতাও দেখা দেয় নিঃসঙ্গতা থেকে। কিন্তু গবেষকরা দেখছেন, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে একাকী ব্যক্তিরা একেকজন একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেন। তাই এ বিষয়টি এখনো ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় কিছু অসঙ্গতি থাকলেও এ অনুভূতি খুবই চেনা আমাদের। এমন হলে মনের অবস্থা আর কষ্টগুলো অবশ্যই কাছের কেউ বা একজন অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।- সাদিয়া তাসনিম, তথ্যসূত্রঃ সাইটেক ডেইলি

জলবায়ু সংকট এড়াতে ধনী দেশগুলোকে সৎ হতে হবে - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

করেন, ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের সময় ভোলায় লক্ষাধিক লোক মারা গিয়েছিল। তার তুলনায় বাংলাদেশে প্রাণহানির সংখ্যা এক অঙ্কে নেমে এসেছে।

আমাদের ৬৫ হাজার উপকূলীয় মানুষের সমন্বয়ে বিশ্বের বৃহত্তম কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ একটি সমন্বিত বহুবিপত্তি প্রাথমিক সতর্কীকরণ পদ্ধতির সর্বশেষ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের নিয়মিত আপডেট দেওয়ার জন্য মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। এ সময় ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) বিষয়ভিত্তিক রাষ্ট্রদূত সায়মা ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: বাসস

জনাব আব্দুল লফিত সম্রাট-ভাইকে
কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যকরি কমিটির
অন্যতম সদস্য নির্বাচিত করায়
নিউইয়র্ক সিটি মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি
ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক
ভাই-এর পক্ষ থেকে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
নিউইয়র্ক সিটি মহানগর বিএনপি

ভারত-কানাডা বিরোধের পরিণতি কী?

১২ পৃষ্ঠার পর

ফর্টিয়ের বলছেন, ভ্রমণ সতর্কতা জারি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার আরেকটি কূটনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে। এটি খুব অস্বাভাবিক নয়।

কানাডিয়ান গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ইনস্টিটিউটের কনস্যুলার সেবা বিশেষজ্ঞ ফর্টিয়ের বলেন, এই ধরনের বার্তা হলো ইঙ্গিত দেওয়া। চীন ও ভারতের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কানাডায় অধ্যয়ন করে। ফলে এই সতর্কতার ইঙ্গিত হলো হয়তো ভারত শিক্ষার্থী পাঠানো বন্ধ করতে পারে এবং এসব শিক্ষার্থীকে অন্য কোনও দেশে পাঠানোরে উদ্যোগ নিতে পারে।

এই বিরোধের জেরে ইতোমধ্যে দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা ও অক্টোবরের জন্য পরিকল্পিত একটি বাণিজ্য মিশন স্থগিত করা হয়েছে।

ফর্টিয়ের বলছেন, তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো কানাডীয়রা বাণিজ্য আলোচনা স্থগিতের প্রভাব টের পাবেন না। কারণ, এগুলো হলো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য। কিন্তু এই বিরোধের না অবসান হলে অনেক কিছু সামনে আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়েছে। অন্য দেশগুলো বলেছে তারা উদ্বিগ্ন। যুক্তরাজ্য জানিয়েছে তারা ভারতের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য আলোচনা চালিয়ে যাবে। ভূরাজনীতি, রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ দ্বারা চালিত হচ্ছে অপর দেশগুলো। কানাডার একটি ইন্দো-প্রশান্ত কৌশল রয়েছে। কিন্তু ভারত সঙ্গে না থাকলে ইন্দো-প্রশান্ত কৌশলের কোনও অর্থ নেই।

ইউনিভার্সিটি অব অটোয়ার গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রধান রোনাল্ড প্যারিস বলছেন, এটি হয়তো ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতার শুরু মাত্র, এই উত্তেজনার অবসান নাকি আরও খারাপ হবে তা অস্পষ্ট। কারণ, এখনও নিজ্জার হত্যার তদন্ত চলমান।

রোনাল্ড প্যারিস বলেন, দুই দেশের কূটনৈতিক উত্তেজনার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি আমরা। বিরোধের অবসান কঠিন হবে। কারণ, ভারত সরকার প্রকাশ্যে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

ট্রুডোর সাবেক পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা প্যারিস বলছেন, কানাডার বিরুদ্ধে আরও পাল্টা পদক্ষেপ ভারত নেবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। সম্ভাব্য এসব পদক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে বাণিজ্য স্থগিত করা। কানাডাও ভারতের বিরুদ্ধে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে।

প্যারিস আরও বলেন, মনে হচ্ছে কানাডার পক্ষ থেকে ব্যাক চ্যানেল ও পর্দার আড়ালে কূটনীতির মাধ্যমে এবং মিত্রদের সহযোগিতায় ভারতীয়দের সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তা হয়তো কাজে আসেনি।

তিনি উল্লেখ করেছেন, কানাডা ও ভারত সাধারণত নিজেদের বন্ধু দেশ হিসেবে মনে করে। যদিও শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনা রয়েছে। আরও তথ্য সামনে আসার আগ পর্যন্ত আমি খুব বেশি পদক্ষেপের প্রত্যাশা করছি না।

এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অব কানাডার প্রেসিডেন্ট ও সিইও জেফ নাক্কিভেল বলেছেন, কানাডার দশম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ভারত। বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে কয়লা, সার ও মসুর ডাল। নয়াদিল্লি যদি শাস্তিমূলক কোনও পদক্ষেপ নেয় তাহলে প্রথম আঘাত আসবে কানাডা থেকে কৃষিপণ্য আমদানিতে। ২০২২ সালে ৩ লাখ ২০ হাজার ভারতীয় শিক্ষার্থী কানাডায় অধ্যয়নে এসেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এটি হয়তো প্রভাবিত হবে না। ভারতে কানাডায় উচ্চশিক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

হংকং ও ম্যাকাউয়ে কানাডার কনসাল জেনারেল হিসেবে কাজ করা নাক্কিভেল বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ বা জি-২০-তে কোনও পদক্ষেপের পক্ষে সমর্থন বা দরকষাকষির ক্ষেত্রে কানাডা হয়ত ব্যর্থ হবে, ভারত তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

তবে এখনও আশাবাদী জানিয়ে তিনি বলেন, এটি খুব গুরুতর ফৌজদারি মামলা। এটি ন্যায়বিচারের বিষয়। আবার এটি একটি গুরুতর কূটনৈতিক ইস্যু। কিন্তু কানাডা ও ভারতের জনগণের সম্পর্ক খুব সমৃদ্ধ ও জটিল।

নাক্কিভেল বলেন, কানাডা ও চীনের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাণিজ্য বেড়ে চলেছে। চীনে কানাডার রফতানি বাড়ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বলিষ্ঠ। আমি মনে করি ভারতের সঙ্গেও এমন সম্পর্ক বজায় রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে খুবই ভালো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, যে জায়গায় এখন এই সম্পর্ক পৌঁছে গেল, তার প্রভাব দুই দেশের বাণিজ্যতে পড়তে পারে।

সাবেক আইপিএস অফিসার ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শান্তনু মুখোপাধ্যায়য় ডিডাব্লিউকে বলেছেন,ক্যানাডা যেভাবে ভারতীয় কূটনীতিককে বের করে দিলো, তাতে বোঝা যাচ্ছে, দুই দেশের সম্পর্ক এখন কতটা খারাপ। তার মতে,আমাদের কড়া নীতি নিয়ে চলতে হবে। তাতে যদি দুই দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় তো হবে। আমাদের কিছু করার নেই। একটা কথা বুঝতে হবে, ক্যানাডা যা করেছে, তা করে ভালো সম্পর্ক রাখা যায় না।

প্রবীণ সাংবাদিক ও কূটনীতি বিশেষজ্ঞ প্রণয়. শর্মা ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন,সব দেশই এখন ভারতের বাজারকে ধরতে চাইছে। কারণ, ভারত অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। তারপরেও ট্রুডো ভারতের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে রেখেছেন। এখন এটাই কাম্য যে, দুই দেশ সমস্যা কাটিয়ে আবার বন্ধুত্বের পথে চলুক।

উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের মাইকেল কুগেলম্যান এএনআইকে বলেছেন,আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। ভারতের সঙ্গে ক্যানাডার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সেখানে কূটনৈতিক সম্পর্কের এই জটিলতা অবাক করার মতো।

২০২২ সালে ভারত ও ক্যানাডার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ভারত ছয় দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের জিনিস পাঠিয়েছে, আর ক্যানাডার জিনিস ভারতে এসেছে চার দশমিক এক বিলিয়ান ডলারের।

এছাড়া ক্যানাডার পেনশন ফান্ড এবং অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান ভারতের বাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

ভারতে ক্যানাডার ছয়শটি কোম্পানি আছে। তাছাড়া ক্যানাডার এক হাজার কোম্পানি ভারতের বাজারে বাণিজ্য করে। ফলে এই সংঘাতের প্রভাব বাণিজ্যে পড়লে দুই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাজনীতির জন্য?

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুজনকেই কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। মোদীকে প্রথমে আগামী বছরের এপ্রিল-মে নাগাদ। আর ট্রুডোকে ২০২৫ সালে। এই যে কূটনৈতিক লড়াই, তার পিছনে কি রাজনীতিও রয়েছে?

শান্তনু মুখোপাধ্যায় সোজাসাপটা বলেছেন,রাজনীতি তো আছেই। নাহলে এটা কেন হবে? ট্রুডোর মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিপক্কতা দেখতে পাচ্ছি না। খুবই অপেশাদারের মতো কাজ করেছেন ট্রুডো। এর মদ্যে নিশ্চয়ই ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আছে। সেখানকার রাজনীতি আছে। কিন্তু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলতে পারি, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে খেলছেন। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য এটা করছেন।

প্রণয় শর্মা জানিয়েছেন,শেষ যে সমীক্ষার ফলাফল এসেছে, তাতে দেখা গেছে, ট্রুডো প্রধান বিরোধী রক্ষণশীল দলের থেকে অনেকটা পিছিয়ে। তাদের জনপ্রিয়তা ৪০ এর ঘরে, ট্রুডোর ২০-র ঘরে। ট্রুডোকে ২০২৫ সালে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। সেজন্য সম্ভবত তিনি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান না, যাতে তার মূল ভোটে কোনো প্রভাব পড়ে।

প্রণয় মনে করেন,শিখদের প্রতি ট্রুডোর দুর্বলতার কারণ, তারা তার ভোটব্যাঙ্কের বড় অংশ। এর আগেও তিনি বৈশাখী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সেখানে একবারের জন্যও ভারতীয় বিমান কনিষ্ক ধ্বংস নিয়ে একটা কথাও বলেননি। অথচ এই দুর্ঘটনায়য় ক্যানাডার মানুষই মারা গিয়েছিলেন। এর জন্য ক্যানাডায় ট্রুডো সমালোচিত হয়েছিলেন।

কুগেলম্যান বলেছেন,কিছুটা রাজনীতি থাকতেই পারে। তবে শুধু রাজনীতির জন্য ট্রুডো এই জায়গায় যাবেন বলে মনে হয় না।

দ্য ক্যারাভ্যান পত্রিকার সম্পাদক হরতোষ বাল আল জাজিরাকে বলেছেন,খালিস্তানের বিষয়টি মোদী ও বিজেপি-কে ঘরোয়া রাজনীতিতে সাহায্য করে। কারণ, তারা দেশের নিরাপত্তার সামনে বিপদ নিয়ে প্রচার করে। তার দাবি,গত কয়েক দশক ধরে খালিস্তানি আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও বারবার এনিয়ে হইচই হয়।

প্রণয় বলেছেন, ট্রুডো আগেও এরকম কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে চীনে গিয়ে সেখানে মানবাধিকার নিয়ে প্রবল সমালোচনা করে দুই দেশের সম্পর্ক জটিল করে দিয়েছিলেন। এরপর জার্মানিরও সমালোচনা করে জটিলতা বাড়িয়েছেন।

সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

ক্যানাডা বলছে, এটা তাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ট্রুডো বলেছেন,ভারতের প্রধান গোয়েন্দা ও সুরক্ষা অফিসারদের নিয়ে আমরা রীতিমতো চিন্তিত। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে স্পষ্টভাবে এই চিন্তার কথা জানিয়েছি। ক্যানাডার মাটিতে, ক্যানাডার কোনো নাগরিককে হত্যার সঙ্গে যদি কোনো বিদেশি শক্তি জড়িত থাকে, তাহলে তা সার্বভৌমত্ব লংঘন করার ঘটনা। এটা মানা যায় না।

শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য,তারা উন্নত দেশ। প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে। তারা খোঁজ নিক। হঠাৎ বলা যে ভারত মেরেছে, এটা মেনে নেয়া য়ায় না। তোমাদের এত ভালো নিরাপত্তা ও তদন্তের ব্যবস্থা আছে। তারপরেও তো কনিষ্ক বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে তোমরা ব্যর্থ হলে, আরো নানা বিষয়ে ব্যর্থ হলে, আর এক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ না দিয়ে বলে দেয়া হলো, ভারত দায়ী। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি এটা মেনে নিতে পারি না।

র-এর নাম টেনে আনার প্রসঙ্গে তার মত হলো,বোঝা যাচ্ছে, সম্পর্ক কত খারাপ হয়ে গেছে। ওরা কতটা ডেসপ্যারেট। তোমার দেশে একজন মারা গেল। ভারত তো ক্যানাডা থেকে কতদূরে। আমাদের উপর দায় চাপিয়ে দিলে। এর পাল্টা পদক্ষেপ ভারতও নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশও যথেষ্ট শক্তিশালী।

প্রণয়ের বক্তব্য,ভারতঅনেকদিন থেকে ক্যানাডায় খালিস্তানি তৎপরতার কথা বলছে। ক্যানাডা তা নিয়ে কিছু করেনি। ওরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছে। ইউরোপের অনেক দেশ আগে এই কথা বলত। এখন ফ্রান্স-সহ অনেকে তাদের মত বদলাচ্ছে। তারা এখন অনেক কড়া আইন এনেছে।

প্রণয় জানিয়েছেন,অনেক দেশ আইন করে বলেছে, সন্ত্রাসবাদকে গ্লোরিফাই করা হলে, সেটাকেও আপরাধ। কিন্তু ক্যানাডা এই বিষয়ে উদাসীন। কিছুদিন আগে খালিস্তানপন্থিরা ক্যানাডায় একটা ট্যাবলো বের করে। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীদের গ্লোরিফাই করা হয়েছিল।

প্রণয় বলেছেন,যখন গোয়েন্দাদের দূতাবাসে পোস্টিং করা হয়, তখন অন্য দেশ সেটা জানে। আমরাও জানি, অন্য দেশের দূতাবাসে তাদের কোন গোয়েন্দা অফিসার আছে। কিন্তু সচরাচর তা জনসমক্ষে আনা হয় না।

ক্যানাডায় ভারতীয়দের উপর প্রভাব?

ক্যানাডার মোট জনসংখ্যা হলো তিন কোটি ৮২ লাখ। তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা পাঁচ শতাংশের সামান্য বেশি। ১৮ লাখের মতো ভারতীয় সেখানে আছেন। তার মধ্যে শিখদের সংখ্যা আট লাখের মতো। ভারতের পরেই ক্যানাডাতে সবচেয়ে বেশি শিখ বসবাস করেন।

প্রণয় শর্মার মতে,এই ধরনের টেনশন বাড়লে, কোথাও না কোথাও তো তা মানুষের মধ্যেয় গিয়ে পড়ে। তারা ভারতে আসেন। এখানে তাদের আত্মীয়রা আছেন। কিন্তু সম্পর্ক খারাপ হলে তার প্রভাব তাদের উপর পড়বে।

শান্তনু বলেছেন,দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হলে মানুষ চিন্তিত হবেন। তাদের শারীরিকভাবে হেনস্থা হতে হবে না। কিন্তু ক্যানাডায় ভারতীয় মূলের মানুষ উদ্বিগ্ন হবেনই। এটা স্বাভাবিক।

সাংবাদিক শরদ গুপ্তার মেয়ে ক্যানাডায় থাকেন। তিনি ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন,মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেখানে সাধারণত মানুষদের মধ্যে এই ঘটনার প্রভাব বিশেষ পড়ে না। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

এরপর কী হবে?

কুগেলম্যান বলেছেন,ট্রুডো হয়ত ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি খুব গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এখন এটা কূটনীতিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ, তারা কত তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারবেন। তবে খুব তাড়াতাড়ি কিছু হবে বলে মনে হয় না।

শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য,ক্যানাডা কড়া সিদ্ধান্ত নিলে ভারতকে কড়া ব্যবস্থা নিতেই হবে। তাতে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হলে হবে। কিছু করার নেই। বাণিজ্য খারাপ হলেও কিছু করার নেই।

প্রণয় শর্মা মনে করেন,ক্যানাডা নিশ্চয়ই পরিপক্কতা দেখাবে। বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবস্থা নেবে। ট্রুডো নিজের দেশের মানুষকে দেখানোর জন্য এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর রেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পড়েছে। তিক্ততা বেড়েছে। আবার স্বাভাবিক জায়গায় ফেরার জন্য দুই দেশের সরকারের চেষ্টা করা উচিত।-গৌতম হোড়, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, নয়াদিল্লি

দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কে যে প্রভাব পড়তে পারে

এই টানাপোড়েন শুরুর আগেই কানাডা ভারতে আগামী মাসের বাণিজ্য মিশন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। মাত্র তিন মাস আগেই দুই দেশই বলেছিল, তারা এ বছর একটি প্রাথমিক চুক্তি করতে যাচ্ছে।

কানাডা-ভারতের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি দ্বিমুখী বাণিজ্যকে ৬৫০ কোটি মার্কিন ডলার বাড়িয়ে দিত। যা ২০৩৫ সালের মধ্যে কানাডার জিডিপি ৩৮০ কোটি ডলার থেকে ৫৯০ কোটি ডলারে উন্নীত করতে পারত।

দুই দেশের মধ্যে যেসব পণ্যের বাণিজ্য হয়

২০২২ সালের হিসাবমতে, ভারতের সঙ্গে কানাডা প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের ব্যবসা হয়। ভারত থেকে কানাডায় ৪০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। ভারতও কানাডা থেকে ৪০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। ভারত যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে সার ছাড়াও রয়েছে জ্বালানি পণ্য কয়লা, কোক ও ব্রিকেট। ভারত যেসব পণ্য রপ্তানি করে সেগুলোর মধ্যে ভোগ্যপণ্যই বেশি,তৈরি পোশাক যার অন্যতম। এ ছাড়া ভারত মোটর যন্ত্রাংশ, এয়ারক্রাফট ইকুইপমেন্ট ও ইলেকট্রনিক পণ্য কানাডায় রপ্তানি করে।

ট্রেডিং ইকোনমিকস/ইউএন কমট্রেডের তথ্যমতে, ২০২২ সালে ভারতে কানাডার শীর্ষ রপ্তানি ছিল প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জীবাশ্ম জ্বালানি ও এ-সম্পর্কিত পণ্য। এরপর প্রায় ৭৪ কোটি ৮০ লাখ ডলারের সার এবং প্রায় ৩৮ কোটি ৪০ লাখ ডলারের কাঠের সজ্জা এবং উদ্ভিদ তন্তু ভারতে রপ্তানি করে। কানাডার ক্যানপোটেক্স কোম্পানি সারের কাঁচামাল পটাশের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী ভারতের। কানাডার বড় তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কানাডার সারের ওপর নির্ভরশীল। গত বছর সেপ্টেম্বরে তারা ক্যানপোটেক্সের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকও সই করে। চুক্তিতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রতিবছর ১৫ লাখ টন সার আমদানির কথা বলা হয়।

গত বছর ভারত থেকে কানাডায় সবচেয়ে বেশি ৪ কোটি ১৮ লাখ ডলারের ওষুধশিল্পের পণ্য রপ্তানি হয়। লোহা ও ইস্পাত পণ্য রপ্তানি হয় ৩ কোটি ২৮ লাখ ডলারের। নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর ও বয়লার রপ্তানি হয় প্রায় ২ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের।

ভারতে আমদানি করা মসুর ডালের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। যা কানাডীয় কৃষকদের উপকৃত করেছে। অন্যদিকে ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এবং সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কানাডার বাজারে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করছে।

দুই দেশে কার কত বিনিয়োগ

কানাডা হলো ভারতের ১৭তম বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ। ২০০০ সাল থেকে দেশটিতে ৩ হাজার ৬০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে কানাডা। এই সময়ের মধ্যে কানাডীয় পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় পুঁজিবাজারে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

বোম্বারডিয়ার ও এসএনসি লাভালিনসহ ৬০০টিরও বেশি কানাডীয় কোম্পানির ভারতে বড়সড়/// বিনিয়োগ রয়েছে। আর তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক কোম্পানি টিসিএস, ইনফসিস, উইপ্রোর মতো ৩০টিরও বেশি ভারতীয় কোম্পানির ব্যবসা রয়েছে কানাডায়। তাদেরও সেখানে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার কর্মী কাজ করছেন।

কানাডায় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

২০১৮ সাল থেকে কানাডায় পড়তে যাওয়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় উৎস ভারত। কানাডায় প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার ভারতীয় শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। কানাডিয়ান ব্যুরো অব এডুকেশনের তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশই ভারতীয়। যা কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে কানাডীয় শিক্ষার্থীদের ভর্তুকি দিয়ে শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করছে।

শিখদের ওপর যেমন প্রভাব পড়তে পারে

বিশ্লেষকেরা বলছেন, দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে ভারতের শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য পাঞ্জাবের হাজার হাজার শিখ পরিবারের অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, কানাডায় শিখদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন, যাঁরা লাখ লাখ ডলার ভারতে পাঠান।

কানাডার ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুসারে কানাডায় শিখদের সংখ্যা ২০ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সন্ধানে বিপুলসংখ্যক শিখ ভারত থেকে কানাডায় স্থানান্তরিত হন। রয়টার্স অবলম্বনে

ট্রুডোর দাবি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের সাইডলাইনে ট্রুডো বলেছেন,ক্যানাডা ভারতের সঙ্গে সমস্যা তৈরি করতে চায় না। তারা ভারতকে উসকানি দিতেও চায় না। তারা চায় সত্য জানার জন্য ক্যানাডা ও ভারত একসঙ্গে কাজ করুক। ভারত যেন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়, পুরো স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে।

ট্রুডো বলেছেন,আমরা এমন একটা দেশ, যেখানে আইনের শাসন চালু আছে। আমরা ক্যানাডার নাগরিকদের নিরাপদে রাখতে চাই।

পাশে অ্যামেরিকা

অ্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলিভান জানিয়েছেন,ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন, তাতে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। আমরাও জানতে চাই, কী হয়েছিল। ক্যানাডার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখেছি। পরামর্শও দিচ্ছি। ক্যানাডার তদন্তকে আমরা সমর্থন করি।

ভারতের বক্তব্য

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন,ক্যানাডা অভিযোগ করেছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, এই অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা মনে করি, তাদের অভিযোগ পক্ষপাতপূর্ণ। তিনি জানিয়েছেন,অভিযোগ করার আগে বা পরে ক্যানাডা কোনো তথ্যপ্রমাণ ভারতকে দেয়নি। আমরা বলেছি, কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পেলে দেখব। এখনো কিছু পাইনি। আমাদের তরফ থেকে ক্যানাডাকে কিছু ব্যক্তির ভারত-বিরোধী কাজের নির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছি। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন,আমরা আমাদের বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে এই বিষয়-সহ নানা বিষয়ে কথা বলেছি এবং বলছি। আমরা আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছি।

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন,ক্যানাডা এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ করছে, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিচ্ছে না, এটা আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। ওখানে ভারত-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী পোস্টার লাগানো হয়েছে, ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ কিছুই করেনি। - এপি, পিটিআই, এনডিটিভি, টিভি১৮

নিজ্জার হত্যায় ভারত জড়িত, প্রমাণ পেয়েছে কানাডা - সিবিসি

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারের হত্যার ঘটনায় মাসব্যাপী তদন্তের পর ব্যাপক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে কানাডিয়ান সরকার। আর এই প্রমাণের জেরেই দিল্লির সঙ্গে অটোয়ার সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কানাডার সরকারি সূত্র বলছে, কানাডায় উপস্থিত ভারতীয় কূটনীতিকসহ দেশটির আরও কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এই গোয়েন্দা তথ্য কেবল কানাডা থেকে আসেনি। কিছু এসেছে ফাইভ আইজ গোয়েন্দা জোটের কাছ থেকেও। ফাইভ আইজ হলো *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, উজরা জেয়াকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

বিশেষকরে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'আমরা জনগণের ভোটে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোট ছাড়া কেউ ক্ষমতায় আসতে পারে না। ভোট কারচুপির মাধ্যমে কেউ ক্ষমতায় এলে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন হবে।

আগামী সাধারণ নির্বাচনের কয়েক মাস আগে অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠানোর প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, 'আগামী সাধারণ নির্বাচনে আমরা বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাই।' ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বেশিরভাগ দেশই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দেয় না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিদেশীরা কিছু ভালোভাবে বর্ণনা করলে ভালো হবে, অন্যথায় ভুল হবে।তিনি বলেন, 'আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে দেশ চালাতে চাই না।'

বৈঠকে উজরা জেয়া জানান, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি এখনও প্রস্তুত নয়। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

বৈঠকে উজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন। যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করার আগে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা উচিত, অন্যথায় এই অঞ্চল নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ রোহিঙ্গারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক ব্যবসা।

রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কারণ, তাদের প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে এবং তারা সেখানে কোনো ভবিষ্যত অনুভব করছে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, এ মুহূর্তে মিয়ানমারে এমন কোনো পরিস্থিতি হয়নি, যেখানে রোহিঙ্গারা সুরক্ষিত থাকবে। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি (উজরা জেয়া) খুব চিন্তিত। সে জন্য তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে এখন রোহিঙ্গাদের ফেরত দেয়া ঠিক হবে না।

শেখ হাসিনা গাম্বিয়ার আন্তর্জাতিক আদালতে (আইসিজে) দায়ের করা মামলায় আন্তর্জাতিক সমর্থনও চেয়েছেন।সাতটি দেশ ফ্রান্স, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও মালদ্বীপ মামলার প্রতি সম্মতি দিয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে অক্টোবরে ঢাকায় আসছে যুক্তরাষ্ট্র মিশন। অন্যদিকে বাজেট স্বল্পতায় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে বহু দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সুযোগ নেই। বাংলাদেশেও তা বন্ধ করা উচিত। তবে বাংলাদেশ নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানায়।

গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসঙ্ঘের বিশেষ দূত অ্যালিস ওয়াইরিমু এনদেরিতুও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে জাতিসঙ্ঘের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি মিয়ানমারে গণহত্যার বিচার অব্যাহত রাখতে জাতিসংঘের সহযোগিতা চেয়েছেন।সূত্র : বাসস

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে প্রচেষ্টা বাড়াতে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

৯ পৃষ্ঠার পর

বহুগুণ বাড়াতে হবে, সব বিকল্পের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনই সবচেয়ে কার্যকর।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে'তারা কি আমাদের ভুলে গেছে' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক ইভেন্ট আয়োজন করে। ইভেন্টটি সঞ্চালনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন।

শেখ হাসিনা তার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন,'আমি বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন বিষয়টি সমাধান করে এবং এই দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের জীবনধারণের জন্য আমাদের মানবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এই বিষয়টিকে তাদের এজেন্ডার শীর্ষে রাখে।

তৃতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন,'এই জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত, নিয়মে পরিণত করা এবং ঘৃণ্য নৃশংসতাকারী অপরাধীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য চলমান এবং প্রচলিত আইনি এবং বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ছয় বছর ধরে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের মর্মান্তিক বিতাড়নের ঘটনা দেখে আসা বিশ্বকে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের স্থায়ী দুর্ভোগের কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে তারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

এরপর থেকে আমরা আমাদের মাটিতে তাদের আশ্রয় এবং তাদের মৌলিক ও মানবিক সেবা দিয়ে আসছি। আমি আমাদের সকল অংশীজন এবং বন্ধুদের তাদের সংহতির পাশাপাশি মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ইস্যুটি এখন স্থবিরতার পর্যায়ে পৌঁছেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ছয় বছরে একজন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘ উপস্থিতি কেবল তাদের আরও হতাশার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি কক্সবাজারের পরিস্থিতিকেও অনিশ্চিত করে তুলছে'আশ্রয়দাতা সম্প্রদায় আজ তাদের উদারতার শিকারে পরিণত হয়েছে' বলেন তিনি।

রোহিঙ্গাদের চাহিদার প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, এটি মানবিক সহায়তা পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান অর্থায়নের অভাব স্পষ্ট। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্ব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য অনেক কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা যে, রেকর্ড পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছে সে বিষয়ে তারা অবগত আছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব রোহিঙ্গাদের ভুলে যেতে পারে না কেননা ২০১৭ সালে তাদের দেশত্যাগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না এবং তারা কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে নিপীড়ন ও বিতারণের শিকার হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিকারে এগিয়ে আসতে সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। তাদের ভরণপোষণের জন্য মানবিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটিই সব কিছু নয়। তিনি বলেন,'আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা মিয়ানমারে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে এবং মর্যাদার সঙ্গে নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারবে। এবং এর জন্য আমাদের সমস্যাটির মূলে গিয়ে সমাধান করতে হবে, যা মিয়ানমারেই রয়েছে।

তাদের নিজ দেশে সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দরকার যাতে বাড়িঘর থেকে তাদের পালাতে না হয়। তিনি বলেন, এখানে উপস্থিত অনেক দেশ আছে যারা কয়েক দশক ধরে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। তার বিশ্বাস মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরব বাংলাদেশের সাথে একমত হবে। এক মিলিয়নেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আশ্রয় দেওয়া কখনোই বাংলাদেশের জন্য একটি বিকল্প ছিল না উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ যেখানে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি এবং এটি ইতিমধ্যেই জলবায়ু-প্ররোচিত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দ্বারা অতিরিক্ত চাপে পড়েছে।

তিনি বলেন, এর পাশাপাশি, রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ উপস্থিতি আমাদের জনগণের জন্য গুরুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির হিসেবে পরিচিত এই আশ্রয় শিবিরের কারণে ৬ হাজার ৮০০ একর সংরক্ষিত বন ধ্বংসের ফলে কক্সবাজারের জীব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের নভেম্বরে আমরা মিয়ানমারের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি তার দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে তাদের মনোযোগ দিতে হবে।চআমরা মিয়ানমারের সাথে ছোট ব্যাচে যাচাইকৃত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য কাজ করছি। প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ এবং স্বেচ্ছামূলক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একাধিকবার আলোচন করা হয়েছে,চ তিনি বলেন।তার মতে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রথম ব্যাচের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে পথ দেখাতে এবং প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকরগুলো পূরণ করতে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

"পাইলট প্রত্যাবাসন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে আশা বাঁচিয়ে রাখবে। আমি আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনকারীদের রাখাইনে পুনরায় একত্রিত হতে সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে,চ তিনি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাখাইনে মানবিক ও উন্নয়ন সংস্থার উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আস্থা তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, "আঞ্চলিক দেশগুলো, বিশেষ করে আসিয়ান সদস্যরা, মিয়ানমারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে, নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। এএইচএ কেন্দ্রের ব্যাপক প্রয়োজন মূল্যায়নের ভিত্তিতে, প্রত্যাবর্তনকারী রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ত করে ছোট সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে, রোহিঙ্গা সঙ্কটের মূল কারণগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলায় অব্যহত আন্তর্জাতিক মনোযোগ প্রয়োজন। তিনি বলেন, মিয়ানমারের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি বজায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং যতক্ষণ না নৃশংসতার জন্য দায়ী অপরাধীদের জবাবদিহি করা না হয়, ততক্ষণ আরও নিপীড়নের ঝুঁকি থেকেই যাবে। শেখ হাসিনা বলেন,'আমার দেশ জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা আইসিজে, আইআইএমএম এবং আইসিসি-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। আমি অন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাই। সূত্র: বাসস

চীন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কে 'সমস্যা দেখছে না' যুক্তরাষ্ট্র - রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

৮ পৃষ্ঠার পর

হবে।'

পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে হাস সামরিক পদক্ষেপের চেয়ে কূটনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দেন এবং বাংলাদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া তিনি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার জন্য দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপের ওপর ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশের ১১ হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ থেকে আরও শিক্ষার্থী সেখানে পড়াশোনা করার সুযোগ পাক।' এ সময় তিনি বিশ্ব শান্তি প্রচেষ্টায় তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিটার হাস বলেন, তাঁর নামেও ভুয়া ফেসবুক ও এক্স (সাবেক টুইটার) আইডি খোলা হয়েছে। যেখান থেকে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। যেখান থেকে ভুয়া ব্যক্তিদের মাধ্যমে কলাম লিখে লেখা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জাভেদ মুনির আহমেদ, উপাচার্য আতিকুল ইসলামসহ অন্যরা।

বাংলাদেশে ৯৬ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলছে গবেষণা

৮ পৃষ্ঠার পর

সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট ডিজিটাল দক্ষতা তাঁদের নেই।

প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা স্মার্টফোনের মাধ্যমে আয়ের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। প্রায় ৫৭ শতাংশ ব্যবহারকারীই এ বিষয়ে বেশ ইতিবাচক ধারণা রাখেন।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ৯১ শতাংশ বাংলাদেশি মোবাইল ব্যবহারকারী বলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে তাঁদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। ৭৩ শতাংশই আগামী ১২ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে তাঁদের স্মার্টফোন ব্যবহার বাড়ানোর চিন্তা করছেন। পুরুষদের তুলনায় নারীদের জীবন মানের উন্নতি বেশি হয়েছে বলে সমীক্ষায় উঠে আসে। প্রায় ৫৯ শতাংশ নারী মনে করেন, মোবাইল ফোন তাঁদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের অনুপাত ৫০ শতাংশ। ৫১ শতাংশ নারী মনে করেন, মোবাইল ফোনের স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সেবা ও শিক্ষার মতো বিষয়ের অ্যাপগুলো ব্যবহার করে তাঁদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তবে মাত্র ৩৭ শতাংশ পুরুষ এ অ্যাপগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলেছেন।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ ব্যবহারকারী নিজেদের পরিবেশ সচেতন বলে দাবি করেছেন। ৭৪ শতাংশ বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারী ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, মোবাইল ফোন কাগজের ব্যবহার কমাতে এবং আরও বেশি কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করবে।

প্রায় ৪৮ শতাংশ বাংলাদেশি ব্যবহারকারী বলেন, তাঁরা সৃষ্টিশীল কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। প্রায় ৭৩ শতাংশ বাংলাদেশি মনে করেন, মোবাইল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে না পারার কারণে তাঁদের কোম্পানির আয় বৃদ্ধির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ব্যবহারকারীদের অনুসারে, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মোবাইল প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ (৬১ শতাংশ), দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব (৬০ শতাংশ) এবং প্রযুক্তির প্রতি আস্থার অভাব (৪৯ শতাংশ) বাধা হিসেবে কাজ করছে।

টেলিনর এশিয়ার বহিঃসম্পর্ক বিভাগের প্রধান মনীষা ডোগরা বলেন, 'আমাদের সমীক্ষাটিতে মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, আয়ের সুযোগ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর আরও উন্নত ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'উদ্ভাবন ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করে এমন প্রাগ্রসর নীতি বাংলাদেশে মোবাইলের ব্যবহার আরও বাড়ানোর জন্য এবং প্রতিযোগিতামূলক ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল অর্থনীতি নির্মাণের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের সক্ষমতা অর্জনে আমাদের একে অপরের শক্তি ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখতে হবে, যেন সবাই উপকৃত হয়।'

খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে যা বললেন বৃটিশ প্রতিমন্ত্রী

৮ পৃষ্ঠার পর

চিঠি থেকে জানা যায়, মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন গত ১১ই আগস্ট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের কাছে খালেদা জিয়ার বন্দিত্ব নিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার জবাবেই পাল্টা চিঠিটি পাঠান অ্যান মারি ট্রিভেলিয়ান। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্টে বৃটেন উদ্বিগ্ন। বৃটিশ সরকারের 'হিউম্যান রাইটস প্রায়োরিটি কান্ট্রি' তালিকার একটি দেশ বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আটক ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহ মানবাধিকার ইস্যুতে নিয়মিত উদ্বেগ জানিয়ে আসছি। গত ২৩শে জুন আরেক চিঠিতে আমি বলেছিলাম যে, বৃটেন বাংলাদেশ সরকারকে প্রকাশ্যে এবং একান্তে মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্বের উপর জোর দিতে থাকবে।

চিঠির শেষে অ্যান মারি ট্রিভেলিয়ান বলেন, বৃটেন এই উদ্বেগগুলি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখবে এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সমর্থন দিয়ে যাবে।সুত্র মানবজমিন

অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

৯ পৃষ্ঠার পর

ভোট বাতিলও করতে পারে। বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে মোমেন বলেন, আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সম্পর্ককে আরো জোরদার ও মজবুত করতে চান। একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে পরামর্শ দিতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা তাদের অনেকগুলো পরামর্শ গ্রহণ করেছি। যদি পরামর্শটি বাস্তবসম্মত হয় তবে আমরা অবশ্যই সেটি গ্রহণ করব। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা নির্বাচন বানচাল করবে তাদের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। এটা আমাদের জন্য ভালো কারণ আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত। আমরা চাই এখানে কেউ যেন ভোট বিঘ্নিত করতে না পারে এবং সহিংসতা করতে না পারে। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করছি। সুত্র বাসস

ফক্স ও নিউজ করপোরেশনের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেন রুপার্ট মারডক

৬ পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান ও সিইও হিসেবে কাজ করবেন।

রুপার্ট মারডক তার কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আগামী বছরগুলো নিয়ে আমাদের আশাবাদী হওয়ার সবগুলো কারণ রয়েছে। আমি এ নিয়ে নিশ্চিত। কিন্তু বাক স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই এর চেয়ে কঠিন কখনই ছিল না। আমার গোটা পেশাগত জীবনে আমি প্রতিদিন সংবাদ এবং নতুন নতুন আইডিয়া সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এটি এখনো বদলাবে না। আমার কোম্পানিগুলির সদস্যরা মিলে একটি সম্প্রদায় এবং আমি সেই সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য। আমি এখনো সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিয়ে আমাদের সম্প্রচারগুলো দেখব। আমাদের সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইট অনেক আগ্রহের সাথে পড়ব। নতুন নতুন আইডিয়া ও পরামর্শ নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছাব। প্রসঙ্গত, রুপার্ট মারডকের জন্ম ১৯৩১ সালের ১১ মার্চ। তিনি একজন অস্ট্রেলীয় আমেরিকান নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো প্রধান গণমাধ্যমের মালিক ছাড়াও অস্ট্রেলিয়াতে বেশ কিছু সংবাদপত্র, পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে তার। বর্তমান বিশ্বের স্যাটেলাইট টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট ও অন্যান্য গণমাধ্যমের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি মনে করা হয় রুপার্ট মারডককে।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ায় পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ পেতে গোপন সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের

৭ পৃষ্ঠার পর

গোলা ও অন্য সামরিক সরঞ্জাম পেয়েছে। তবে পাকিস্তান বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে কেউই ইউক্রেনকে অস্ত্র দিতে করা এ চুক্তির কথা স্বীকার করছে না।

গোপন নথির বরাতে ইন্টারসেপ্ট বলছে, গত বছরের গ্রীষ্ম থেকে এ বছরের বসন্ত পর্যন্ত সময়ে অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়। এ ছাড়া এসব নথিতে ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তান কত অর্থ পাবে, লাইসেন্স, দুই দেশের কর্মকর্তাদের আলোচনাসহ বিস্তারিত সব রয়েছে।

ইন্টারসেপ্ট বলছে, মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখেছে তারা। ওই জেনারেল আগে সরকারি যেসব নথিতে স্বাক্ষর করেছেন, তার সঙ্গে গোপন এই নথিতে করা স্বাক্ষরের হুবহু মিল পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের এই অস্ত্র চুক্তির মধ্যস্থতা করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল মিলিটারি প্রোডাক্টস। এটি মূলত গ্লোবাল অর্ডন্যান্সের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। অস্ত্র বিক্রি ও লেনদেন করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার কাজ করে থাকে গ্লোবাল অর্ডন্যান্স। প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকার পর এ বছরের শুরুর দিকে পাকিস্তানকে ঋণ দিতে রাজি হয় আইএমএফ। ইন্টারসেপ্ট দাবি করছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন অস্ত্র চুক্তি করার পরপরই পাকিস্তানের জন্য আইএমএফের ঋণের দরজা খুলে যায়। ওই অস্ত্র চুক্তি পাকিস্তানকে এ ঋণ পেতে সাহায্য করেছে।

ঋণ পেতে পাকিস্তানকে কঠিন কিছু শর্ত দিয়েছিল আইএমএফ। সেই শর্ত পূরণের জন্য পাকিস্তান সরকার কিছু কঠোর আর্থিক ও কাঠামোগত নীতি সংস্কার করার পদক্ষেপ নেয়। সরকারের এসব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশে শুরু হয় বিক্ষোভ। এ বিক্ষোভের ফলে দেখা দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা।

ইন্টারসেপ্ট বলছে, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার নেপথ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহেই দেশটির সামরিক বাহিনী গত বছরের এপ্রিলে ইমরান খানের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। ওই ভোটেই ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান।

তবে এ প্রতিবেদনে দাবি করা গোপন চুক্তি প্রসঙ্গে পাকিস্তান সরকার কথা বলতে চায়নি আর যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অস্বীকার করে বসেছে। ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের এক মুখপাত্রের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অসম্মতি জানিয়েছেন। ঋণ নিয়ে আলোচনা পাকিস্তান ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের ব্যাপার, এসব আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ছিল না, এমনটি দাবি করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র।

হরদীপ সিং হত্যাকাণ্ড: জি-২০ সম্মেলনেও মোদির কাছে উদ্বেগ জানান বাইডেনসহ বিশ্বনেতারা

৬ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে জানাশোনা আছে, এমন তিন ব্যক্তির বরাতে গতকাল বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, মোদির কাছে ঘটনাটি সরাসরি তুলেছিল 'ফাইভ আইস' নামে পাঁচ দেশের গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের একটি নেটওয়ার্কের কয়েকজন সদস্য। এই নেটওয়ার্কে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন বলেছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আহ্বানেই মোদির কাছে হরদীপ সিং হত্যাকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বাইডেনসহ অন্য নেতারা। তবে প্রতিবেদনটি নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। তাদের একজন মুখপাত্র শুধু গতকাল বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

এদিকে হরদীপ সিংয়ের হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় কোনো গোয়েন্দা কর্মকর্তার জড়িত থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। একে 'অযৌক্তিক' বলেছে তারা। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কানাডা তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি।

গত জুনে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ৪৫ বছর বয়সী হরদীপ সিংকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর জন্ম ভারতের পাঞ্জাবে। ২০০৭ সালে তিনি কানাডায় পাড়ি জমান। ভারতের পাঞ্জাবে শিখদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে খালিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন তিনি। ২০২০ সালে হরদীপকে 'সন্ত্রাসী' তকমা দেয় ভারত।আল জাজিরা

ভিয়েতনামকে কি চীনের বিকল্প ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

মতো সংস্থাগুলো সরবরাহ চেইনে বৈচিত্র্য আনতে ভিয়েতনামে প্রবেশ করেছে। এর জন্য ভিয়েতনামের কারখানার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এতে বিশ্বব্যাপী মন্দাকে অগ্রাহ্য করে ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটছে। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই নিজেদের স্বার্থে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দরজা খুলতে আপত্তি করছে না হ্যানয়।

এদিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং ও ভিয়েতনাম এয়ারলাইনসের মধ্যে ৭৮০ কোটি ডলারের চুক্তির কথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেখানে ২০২২ সালে কোভিডের কারণে ভ্রমণ বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর বিশ্বের পঞ্চম দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাভিয়েশন বাজারে পরিণত হয়েছে ভিয়েতনাম। ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভিয়েতনাম ১৫ কোটি যাত্রী সেবা দেবে।

২০১৯ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরের পর এটাই যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের প্রথম ভিয়েতনাম সফর। বাইডেন ভিয়েতনামের অর্থনীতির 'প্রযুক্তি কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধির প্রচার' করতে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এঙ্গুয়েন ফু ত্রং ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইউএসআসিয়ান বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও ভিয়েতনামে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেড ওসিয়াস সিএনএনকে বলেন, '২০১৩ সালের এক অংশীদারত্ব চুক্তি অনুসারে দেশ দুটির মধ্যকার বাণিজ্য এরই মধ্যে অনেক বেড়েছে। সুতরাং সম্পর্কের উন্নয়ন বলতে "বিদ্যমান বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই" বোঝানো হচ্ছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তথ্য অনুসারে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে প্রায় ১২ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে। ২০২১ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ১৯০ কোটি ও ২০২০ সালে ছিল ৭ হাজার ৯৬০ কোটি ডলার।

গত বছর ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী হয়ে ওঠে, দুই বছর আগেও যা ছিল দশম অবস্থানে।

সাপ্লাই চেইনের স্থানান্তর

বাণিজ্য উপাত্তগুলো বলছে, ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমে গভীর হচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন বারবার 'ফ্রেন্ড শোরিং' বা 'বন্ধুত্ব বৃদ্ধির' গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বন্ধুত্ব বৃদ্ধি মানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে বাণিজ্যকে রক্ষা করতে সাপ্লাই চেইনকে বন্ধু রাষ্ট্রের দিকে স্থানান্তরকে বোঝানো হয়।

গত বছর গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলে এক বিবৃতিতে জ্যানেট ইয়েলেন বলেন, 'যেসব দেশের সঙ্গে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা আছে, তাদের ওপর ব্যাপক ভাবে নির্ভর হওয়ার চেয়ে আমাদের সরবরাহকারীদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা উচিত।' ক্রমবর্ধমান শ্রমিক ব্যয় ও অনিশ্চিত কাজের পরিবেশের মতো চাপের ওপর রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তি চাপ তৈরি করে। এ চাপগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোকে চীনে কেমন ব্যবসা হতে পারে তা নিয়ে দুবার ভাবতে বাধ্য করছে। যদিও চীনকে বিশ্বের কারখানা হিসেবে ধরা হয়।

তবে, ধীরে ধীরে চীনের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হচ্ছে। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রচীন বাণিজ্য যুদ্ধের সময় থেকে সব ধরনের পণ্যে বাণিজ্য শুল্কের কারণে উৎপাদনের জন্য ভিয়েতনাম ও ভারতের মতো উদীয়মান বাজারের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে ওয়াশিংটন।

মহামারির প্রাদুর্ভাব ও বাণিজ্য যুদ্ধের পর প্রযুক্তিসহ প্রায় সব পণ্যের প্রতিষ্ঠানগুলো চীনের বিকল্প নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য বিকল্প উৎস খোঁজা শুরু করে যাতে কোনো নির্দিষ্ট একটি উৎপাদনকারীর ওপর নির্ভর করে না থাকতে হয়।

২০২২ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, অর্থনৈতিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান র‍্যাবোব্যাংক বলে, প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ চীনা কর্মসংস্থান সরাসরি পশ্চিমে রপ্তানির সঙ্গে জড়িত। 'ফ্রেন্ড শোরিং' এর ফলে এ কর্মসংস্থানগুলো চীন থেকে সরে যেতে পারে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ওই কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে প্রায় ৩ লাখ কর্মসংস্থানই ছোটখাটো সাধারণ প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। এগুলো চীন থেকে ভিয়েতনামে স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনের লেখক ও র‍্যাবোব্যাংকের বৈশ্বিক কৌশলী মাইকেল এভরি বলেন, 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কয়েক বছর ধরেই ভিয়েতনামের বেশ উন্নতি হচ্ছে। তুলনামূলক কম শ্রমমূল্য ও তরুণ জনগোষ্ঠীর ফলে ভিয়েতনামে শক্তিশালী কর্মশক্তি ও ভোক্তা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ৯ কোটি ৭০ লাখ জনসংখ্যার এ দেশে বিনিয়োগ করা লাভজনক বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র।'

আমার বাবা ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নেই, পোস্ট ট্রাম্পপুত্রের!

৭ পৃষ্ঠার পর

টু অ্যানাউন্স, মাই ফাদার ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে। আই উইল বি রানিং ফর প্রেসিডেন্ট ইন ২০২৪।দিস জাস্ট ইন: নর্থ কোরিয়া ইজ অ্যাবাউট টু গেট স্মোকড।সাম ইন্টারেস্টিং মেসেজেস উইথ জেফ্রি এপস্টেইন।

যে পেইজ থেকে পোস্টগুলো করা হয়েছে, সেগুলোতে ফলোয়ার আছে এক কোটি। তবে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পোস্টগুলো ডিলিট করা হয়।

ট্রাম্প অর্গ্যানাইজেশন জানিয়েছে, অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে। সূত্র : বিবিসি, জি নিউজ

কারো স্যাংশনে কিছু যায় আসে না- নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

আরো বলেন বাইরের দেশ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে বাংলাদেশের জনগণও তাদের স্যাংশন দেবে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশিদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি প্রয়োগে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু হোক সেটাই চায় আওয়ামী লীগ। জনগণের শক্তিতেই বিশ্বাস করি আমরা।

দেশে 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' স্লোগানটি চালু করেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর দল এটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। জনগণ এখন তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে যথেষ্ট সচেতন।

তাঁর সরকারের নির্বাচনী সংস্কারের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ। ফলে জাল ভোট দিয়ে বাক্স পূরণের কোনো সুযোগ নেই। ছবিসহ ভোটারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো (নির্বাচনী ব্যবস্থা) সংস্কার করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন গঠনসংক্রান্ত আইনটি আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ করেনি। আমরা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করেছি। আমরা নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা দিয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যারা এটা বলছে, তাদের দেশের নির্বাচন নিয়েও তো সমস্যা আছে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, তারা তাদের বিরোধী দলের সঙ্গে কী করছে। আমরা তো তাও করিনি।

২০১৩ সালে অগ্নিসন্ত্রাস এবং ২০১৮ সালে বিএনপির নমিনেশন বাণিজ্য আর শত শত ভোট কেন্দ্রে হামলা দেখেছে জনগণ। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বিএনপির ভোটারবিহীন নির্বাচনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের মানুষ সেই নির্বাচন মানেনি তাই অল্প দিনেই খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কিছু ক্ষমতা থাকায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামী হওয়ার পরও খালেদা জিয়াকে বাসায় থাকতে দিচ্ছেন এবং চিকিৎসাও চলছে বলে মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে মানুষের কল্যাণে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। তার দেখানো পথে বাস্তবমুখী নীতি গ্রহণ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ সময় সরকারে থেকে শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখেছি বলেই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি জানান, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবহন খরচ বেড়েছে, পণ্যমূল্য বেড়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, সারা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা কিছু হলেও লাগবে বাংলাদেশে। তারপরও দেশের মানুষ শান্তিতে আছে।

রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নিতে তিনি বিশ্বের মোড়লদের প্রতি আহ্বান জানান। ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সুন্দর কথা হয়েছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

প্রবাসীদের পাঠানোর রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ভোটের সময় দেশে গিয়ে ভোট দিতে তিনি প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনসহ জাতিসংঘ মিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুদসহ বাংলাদেশের পুরো ঋণ শোধ করেছে শ্রীলঙ্কা

৫ পৃষ্ঠার পর

দেশটি। চলতি বছর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করায় ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে দেশটি।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, গত ২০ আগস্ট শ্রীলঙ্কা প্রথম ৫ কোটি ডলার ফেরত দেয়। এরপর ৩১ আগস্ট ফেরত দেয় আরও ১০ কোটি ডলার। সবশেষে বাকি ৫ কোটি ডলার গত বৃহস্পতিবার রাতে ফেরত দেয় তারা। অর্থাৎ, মোট তিন কিস্তিতে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেছে শ্রীলঙ্কা।

'মুজিব চিরন্তন' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে ২০২১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এসেছিলেন। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন মাহিন্দা রাজাপক্ষে। ওই বৈঠকের ধারাবাহিকতায় শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর ডব্লিউ ডি লক্ষ্মণ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে ডলার চেয়ে চিঠি দেন। এরপরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ধার হিসেবে নয়, বরং ডলারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কান রুপি অদলবদল বা সোয়াপ করে এই অর্থ দেওয়া হয়। এর বিপরীতে কিছু সুদও পায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের কাছে ২০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ শ্রীলঙ্কান রুপি জমা ছিল। বাংলাদেশ এর আগে ১৫ কোটি ডলার সমপরিমাণ রুপি ফেরত দিয়েছে। এবার বাকি ৫ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রুপিও ফেরত দেবে। সূত্র দৈনিক প্রথম আলো

যাত্রীদের ব্যাগ থেকে নিয়মিত চুরি, মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ কর্মী গ্রেপ্তার

৫ পৃষ্ঠার পর

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। পরে অভিযুক্ত হিসেবে ২০ বছর বয়সী জসিউ গঞ্জালেজ এবং ৩৩ বছর বয়সী ল্যাবারিয়াস উইলিয়ামসকে শনাক্ত করা হয়েছে।

বিমানবন্দরে চুরির ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, কর্মীরা যাত্রীদের ওয়ালেট থেকে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি ব্যাগগুলো এক্সরে মেশিনের দিকে যাওয়ার সময় সেগুলো থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নেন তাঁরা। একটি ফুটেজে দেখা যায়, এক কর্মী যাত্রীর ওয়ালেটে হাত দিয়ে টাকা নিয়ে নিজের পকেটে রাখছেন।

ফক্স নিউজের তথ্য অনুসারে, গত জুলাইয়ে এই দুই অভিযুক্ত এবং এলিজাবেথ ফাস্টার নামে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতারণার অভিযোগ করা হয়েছে। মায়ামিডেড কাউন্টি জেল রেকর্ডস অনুসারে, তাঁদের এখন টার্নার গিলফোর্ড নাইট কারাগারে রাখা হয়েছে।

ফাস্টার ও গঞ্জালেজ যাত্রীদের কাছ থেকে অসংখ্য চুরির অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, তাঁরা দুজন মিলে দৈনিক ১ হাজার ডলার চুরি করতেন।

টিএসএ বলছে, তদন্তকাজ ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পেশাদার ও নৈতিক আচরণ প্রত্যাশা করে। প্রতিষ্ঠানটি কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসদাচরণ সহ্য করবে না।

ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ায় পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ পেতে গোপন সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের

৭ পৃষ্ঠার পর

তাদের সম্পর্ক ঠিকই আছে। বাদবাকি সব তথ্য গুজব। তিনি ইচ্ছা করেই মেলানিয়াকে একটু আড়লে রেখেছেন। হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা থাকাকালীন একসঙ্গে অনেক আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল ট্রাম্প আর মেলানিয়ার। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই তাদের দেখা যেতে জুটিবদ্ধ হয়ে অংশ নিতে।

এর পর ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর একে একে বেশ কয়েকটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে ট্রাম্পকে। এ নিয়ে আদালতে দৌড়াতে হচ্ছে তাকে।

মার-এ-লাগোতে শেষবারের মতো ৭৭ বছরের ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা যায় ৫২ বছরের মেলানিয়াকে। এরপর আর একসঙ্গে তাদের দেখা যায়নি। এরই মধ্যে বিয়ে ভাঙার গুজব ছড়িয়েছে।

এনবিসি নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই গুজব নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, শিগগিরই হয়তো ক্যাম্পেইনে ফিরবেন মেলানিয়া। তিনি মহান ব্যক্তি, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি এবং তিনি আমাদের দেশকে খুব ভালোবাসেন।

স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বলেন, আসলে আমিই তাকে একটু এসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। এই জায়গাগুলো খুব নোংরা।

মেলানিয়া ট্রাম্পের সাবেক সহযোগী স্টেফানি উইনস্টন ওলকফ পেজ সিক্সের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, শুধু অনুপস্থিতি বোঝায় না যে, তাদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণের সময় যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ ডিসেম্বর দুপুরে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারিত ভাষণ প্রদান করেন। এসময় বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামি জাতীয় নির্বাচন, তিন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য চিকিত্সার্থে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদানের দাবীতে ম্যানহাটানে জাতিসংঘ ভবনের নিকটে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ এর আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ।

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

Golden Age Home Care

পথ মেলা

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

দুপুর ১২.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত

76th Street (Between 37 Ave. and Roosevelt Ave.)

বিশাল পথ মেলা

ষ্টলের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

646-591-8396

সারাদিনব্যাপী বিখ্যাত দেশী-বিদেশী শিল্পীদের মনমুগ্ধকর গান ও নাচ সাথে হরেক রকমের পণ্যের ষ্টলের সু-ব্যবস্থা।

শাহ নেওয়াজ
কনভেনার

মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয়

৫ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'আস্থার পুনঃনির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী সংহতির পুনরুজ্জীবন: আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও জোরদার করে ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং এর আওতাধীন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে সকলের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।' আমি মনে করি, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও জটিলতার প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও বৈধতা নিয়ে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এর ফলে একটা শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অর্জিত সাফল্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। তিনি বলেন, করোনা মহামারি ও জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য, অর্থায়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তার উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে ।

তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে, আগামী বছর 'সামিট অফ দ্য ফিউচার' আহ্বান করার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আশা করছি, এই প্রক্রিয়াটি ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য অভিন্ন সঙ্কট মোকাবেলায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্য, আমাদের অবশ্যই বিভাজন, সঙ্কীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে একতা, সহমর্মিতা ও বহুপাক্ষিকতা বেছে নিতে হবে।

শান্তি ও টেকসই সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই সুবিচার, ন্যায় ও ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করতে হবে, যার ভিত্তি হবে জাতিসংঘ সনদ এবং ২০৩০ এজেন্ডা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে আমরা মানুষের কল্যাণে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। তাঁর দেখানো পথে বাস্তবমূখী নীতিগ্রহণ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পেরেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৫ থেকে ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমরা এসডিজি অর্জনে অবিচলিত অগ্রগতি সাধন করেছি। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। করোনা ভাইরাস, বিভিন্ন মানবসৃষ্ট সঙ্কট এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় চ্যালেঞ্জগুলিকে বহুগুণে জটিল করেছে।

সে কারণে, এই বছর জাতিসংঘ এসডিজি সম্মেলনের সফল আয়োজন এবং এতে গৃহীত রাজনৈতিক ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, এই রাজনৈতিক ঘোষণা ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে।

তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আর্থিক অবকাঠামো লক্ষ্যগুলির সঙ্গে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তেমনি এটি সঙ্কটের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক চাহিদা মেটাতেও সক্ষম নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ এমন একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক অবকাঠামো আমাদের জরুরিভাবে প্রয়োজন যা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিশেষ ছাড়ে, কম খরচে, কম সুদে এবং ন্যূনতম শর্তে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করবে। তাছাড়া, জরুরি অবস্থা এবং দুর্যোগের সময় আইএমএফের এসডিআর তহবিলে উন্নয়নশীল দেশগুলির ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। সমস্ত ঋণ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রস্তাবনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা এই প্রস্তাবনার দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি করছি। এসময় প্রধানমন্ত্রী করোনা পরবর্তী সময়ে নেয়া সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয় তোলে ধরেন।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনের ০.৪৭% এরও কম অবদান রাখলেও বাংলাদেশ জলবায়ুজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মক হুমকি। এর সমাধানের লক্ষ্যে জরুরি, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিগত কয়েক বছরের আন্তঃসংযুক্ত সঙ্কটগুলি বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করেছে। জ্বালানি ও খাদ্য আমদানিকারক দেশ হিসেবে আমাদের আমদানি বিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করেছি। আমরা নিম্ন আয়ের ১ কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী দামে চাল ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করছি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ' অকার্যকর হয় পড়েছে এবং এ ব্যবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও, আমাদের মত দেশগুলোর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের লক্ষ্যে হিমাগার নির্মাণের জন্য আমাদের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমি জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আঞ্চলিক 'খাদ্য ব্যাংক' চালু করার প্রস্তাব করছি। আমাদের অবশ্যই জলবায়ু-সহনশীল ফসলের গবেষণায় একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বৈশ্বিক সঙ্কটসমূহ আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তবুও, উন্নয়ন সহযোগী এবং উন্নত দেশসমূহকে আমাদের এ যাত্রায় তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি; যা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় আমাদের জন্য সহায়ক হবে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধাসমূহ আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিকাল মোতাবেক প্রদান করার জন্য আমি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে কাজে লাগানোর জন্য সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন আবশ্যক।

তিনি বলেন, সর্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূর্ণাঙ্গ ও অবিচল। আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রের প্রসারণ বন্ধ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রের প্রসারণ বন্ধ বিষয়ক চুক্তিসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই।

তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অবদান বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ। অদ্যাবধি ১ লাখ ৮৮ হাজার বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ ৪০টি দেশে ৫৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ তাঁদের পেশাগত দক্ষতা এবং কাজের জন্য সমাদৃত।

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কার্যক্রমকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি।

আমরা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট হুমকি নিয়ে চিন্তিত; যা প্রতিনিয়ত তথ্যের অপব্যবহার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুনভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। আমার সরকার চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে "শূন্য সহনশীলতা" নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা কখনই সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রম সংঘটনে বা অন্যের ক্ষতি সাধনে আমাদের ভূমি ব্যবহৃত হতে দেই না।

তিনি বলেন, যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অস্থিরতা, বিদ্বেষমূলক এবং উগ্রপন্থী বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিককালে পবিত্র কুরআন শরীফ পোড়ানোর মত জঘন্য অপরাধ আমাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকেই আঘাত করে না, এটি অস্থিরতাকে উসকে দেয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এই বছর আমরা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের ৭৫তম বার্ষিকী পালন করছি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্ব মানবতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে সকলের জন্য সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান সকলের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সকলকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান ও সুবিচার নিশ্চিতকরণে গত এক দশকে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে। একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে, জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় আমরা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে আমরা সারা বিশ্বের আপামর জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণে অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আজ এই অধিবেশনে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে।

তিনি বলেন, এ বছর ফিলিস্তিনের উপর বিপর্যয় নিয়ে আসা- 'নাকবা' এর ৭৫ বছর পূর্ণ হলো। ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ অধিকার অর্জনের পথ এখনও আশার মুখ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনের জনগনের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত মাসে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছি।

কিন্তু, পরিস্থিতি এখন আমাদের জন্য সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যাবাসন নিয়ে অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছে। এই পরিস্থিতি সম্ভাব্য মৌলবাদকে ইন্ধন দিতে পারে। এই অবস্থা চলমান থাকলে এটি আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় এবং সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষের জন্য তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টেও হত্যাকাণ্ডের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, আমার ছোট বোন এবং আমি বিদেশে থাকায় সেই বর্বরতা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। এর আগে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লাখ দেশবাসীকে হত্যা করা হয়, দুই লাখ নারী নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। আমি নিজে নিপীড়িত এবং যুদ্ধ ও হত্যার নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যুদ্ধ, হত্যা, অভ্যুত্থান ও সংঘাতের ভয়াবহতার কারণে মানুষ যে বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে তা অনুভব করতে পারি।

তাই, আজ আপনাদের সকলের কাছে, বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন, যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করুন এবং আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি, মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করুন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উজরা জেয়ার বৈঠক: অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আবারো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া। বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে তাদের এই সাক্ষাৎ হয়। বৈঠকে তারা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন। শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক নিয়ে উজরা জেয়া নিজেই এক্সে (সাবেক টুইটার) সচিত্র একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি সাইড ইভেন্টের আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আবারো যুক্ত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, অংশীদারিত্বের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ৯ লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উদারতার সঙ্গে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছি। এর আগে ১১ই জুলাই উজরা জেয়া বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরে সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে তিনি আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন। জোর দেন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ওপর। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উজরা জেয়ার সাক্ষাৎ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেছেন। তিনি জানান, উজরা জেয়ার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন- আমাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করা। এ সময় উজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপরও জোর দেন। এ সময় তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করার আগে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা উচিত, অন্যথায় এই অঞ্চল নিরাপত্তার হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক ব্যবসা।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা আরও বাড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর: এদিকে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বৈশ্বিক সম্প্রদায় বিশেষ করে আসিয়ান সদস্য দেশগুলোকে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও বহুগুণ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের ওপরও জোর দেন তিনি। এ সময় রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের কাছে চারটি প্রস্তাব তুলে ধরেন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান। বলেন, মিয়ানমার থেকে উদ্ভূত রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও বহুগুণ বাড়াতে হবে, সব বিকল্পের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনই সবচেয়ে কার্যকর। গত বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে 'তারা কি আমাদের ভুলে গেছে?' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক ইভেন্ট আয়োজন করে। ইভেন্টটি সঞ্চালনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। শেখ হাসিনা তার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন, আমি বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন বিষয়টি সমাধান করে এবং এই দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের জীবনধারণের জন্য আমাদের মানবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এই বিষয়টিকে তাদের এজেন্ডার শীর্ষে রাখে। তৃতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন, এই জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন নিয়মে পরিণত করা এবং ঘৃণ্য নৃশংসতাকারী অপরাধীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য চলমান এবং প্রচলিত আইনি এবং বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ছয় বছর ধরে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের মর্মান্তিক বিতাড়নের ঘটনা দেখে আসা বিশ্বকে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের স্থায়ী দুর্ভোগের কথা আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এরপর থেকে আমরা আমাদের মাটিতে তাদের আশ্রয় এবং তাদের মৌলিক ও মানবিক সেবা দিয়ে আসছি। আমি আমাদের সকল অংশীজন এবং বন্ধুদের তাদের সংহতির পাশাপাশি মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ইস্যুটি এখন স্থবিরতার পর্যায়ে পৌঁছেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ছয় বছরে একজন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘ উপস্থিতি কেবল তাদের হতাশার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন এটি কক্সবাজারের পরিস্থিতিকেও অনিশ্চিত করে তুলছে। আশ্রয়দাতা সম্প্রদায় আজ তাদের উদারতার শিকারে পরিণত হয়েছে। রোহিঙ্গাদের চাহিদার প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, এটি মানবিক সহায়তা পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান অর্থায়নের অভাব স্পষ্ট। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্ব অস্থিরতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে এবং সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য অনেক কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা যে রেকর্ড পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছে সে বিষয়ে তারা অবগত আছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব রোহিঙ্গাদের ভুলে যেতে পারে না কেননা ২০১৭ সালে তাদের দেশত্যাগ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না এবং তারা কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে নিপীড়ন ও বিতারণের শিকার হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিকারে এগিয়ে আসা সকলেরই দায়িত্ব। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা মিয়ানমারে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে এবং মর্যাদার সঙ্গে নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারবে। এর জন্য সমস্যাটির মূলে গিয়ে সমাধান করতে হবে, যা মিয়ানমারেই রয়েছে। তাদের নিজ দেশে সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দরকার যাতে বাড়িঘর থেকে তাদের পালাতে না হয়। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের নভেম্বরে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছি তার দ্রুত বাস্তবায়নের দেশটির মনোযোগ দিতে হবে। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে ছোট ব্যাচে যাচাইকৃত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য কাজ করছি। প্রক্রিয়াটি যেন স্বচ্ছ এবং স্বেচ্ছামূলক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, পাইলট প্রত্যাবাসন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে আশা বাঁচিয়ে রাখবে। আমি আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনকারীদের রাখাইনে পুনরায় একত্রিত হতে সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। সূত্র বাসস

বাংলাদেশের ৫ খাতে বিনিয়োগ বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র

৫ পৃষ্ঠার পর

দেন তিনি। জন এ সময় বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পাঁচটি খাতে নতুন করে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখান। খাতগুলোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জ দূর করতে পারলে এই পাঁচ খাতে বড় বিনিয়োগ আসবে। পাঁচটি খাতের মধ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। তবে এ দেশে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরা ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন, যা কয়েক গুণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন জন ফে। বলেন, চড়া ট্যারিফ যার মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া বাড়তি লজিস্টিক খরচের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মোটাদাগে ব্যবসা সহজীকরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করতেও তাগিদ দেন তিনি। এ ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে দুই দেশের এক হয়ে কাজ করার ওপর জোর দেন তিনি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার আগ্রহকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা বা জিএসপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। এর সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে জন বলেন, বাংলাদেশের বাণিজ্যের ইতিবাচক উন্নয়নে তারা পাশে থাকবে।

ব্রুকলীনে সিএমবিবিএ আয়োজিত জমজমাট পথমেলা

আমাদের প্রেমের দেশ বাংলাদেশ ও আমেরিকা : স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশিরা বিশ্বাস ও হৃদ্যতায় সবার চেয়ে আলাদা : এরিক এডামস

পরিচয় ডেস্ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ব্রুকলীনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলায় বলেছেন, এই মেলা কেবল ব্যবসা কিংবা সঙ্গীত বাদ্যের নয়। এই মেলা ভালোবাসার। আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, এটিই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। এ মেলা আমাদের শেখায় আমাদের দেশপ্রেম দুটি ধারায় চলমান, একটি বাংলাদেশ আরেকটি আমেরিকা।

তিনি গত শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ব্রুকলীনে ওই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। মেলার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আহ্বায়ক মামুন উর রশীদ ও আশরাফুল হাসান বুলবুল। চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুর রব চৌধুরীর সভাপাতিত্বে মেলায় সম্মাণিত অতিথি ছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের পুলিশ বিভাগে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে এই নগরীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ এক পরিবেশ রচনার পেছনে রয়েছে তাদের ভূমিকা। তিনি বলেন, আমি খুবই আশাবাদী, এখানে জুম্মাহর দিনে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে। স্কুলে মুসলিম কমিউনিটির শিশুদের জন্য হালাল খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা হবে, এর সঙ্গে থাকবে বৃত্তিসহ নানা সুবিধা। তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির বহুমুখি অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন ও বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা। এসব ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েই তারা নিউ ইয়র্ক নয় শুধু গোটা আমেরিকায় তাদের স্বকীয় জাতিসত্তার সাক্ষর রাখছে।

পথমেলার সার্বিক সমন্বয় করেন মো. মহিউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, দেশপ্রেম ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জন্মভূমির প্রতি আমাদের আনুগত্য সবার আগে। আমরা যদি জন্মভূমির প্রতি অনুগত না থাকি, অনুভূতিশীল না থাকি তাহলে আমরা সেই বিহারিদের চরিত্র ধারণ করবো, যারা একাত্তরে বাংলাদেশের আলোবাতাস পেয়েছে, সব সুযোগ সুবিধা নিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বিরোধীতা করেছে। আজ আমরা আমেরিকায় আছি। আমেরিকার বহুমুখি সেবা ও কল্যাণ আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের মধ্যে যারা আমেরিকার সমালোচনা করে, তারা ওই বিহারির মতো, পরজীবী।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সঙ্গে তার জন্মগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছি। ১৯৫৪ সনের আগে আমরা যারা সন্দ্বীপে জন্মেছি আমরা প্রত্যেকে নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। ১৯৫৬ সালের পর সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে আমরা চট্টগ্রামের মানুষ হই। বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার মধ্য দিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি পেয়েছি। যে মানুষটি আমাদের ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার অপরিহার্যতা বুঝিয়েছেন, শিখিয়েছেন, তিনি আমার নেতা, সিরাজুল আলম খান নোয়াখালীর মানুষ। স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করে বাঙালিকে জাগ্রত করেছেন, জানান দিয়েছেন আমরা আর পাকিস্তানী নই, তিনি হচ্ছেন আ শ ম আব্দুর রব। তিনিও নোয়াখালীর মানুষ। সুতরাং নোয়াখালীর সঙ্গে সন্দ্বীপের আবু জাফর মাহমুদের আত্মীয়তা ও যোগসূত্র রক্তের ও চেতনার। পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে আমার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা আসে। চট্টগ্রাম আমার জেলা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী সন্দ্বীপ এই ত্রিভূজের যে আকৃতি সেটি নিয়েই আমার দেশপ্রেমের শুরু। এভাবেই আমাদের প্রেম সামনে নিয়ে যাচ্ছি। যে রাজনীতি আমাদের বিভক্তি শেখায়, বিদ্বেষ শেখায় সে রাজনীতি আমাদের হতে পারে না।

মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি এরিক গনজালেস, কাউন্সিল ওমেন শাহানা হানিফ, অ্যাটর্নি পেরি ডি সিলভা, এটর্নি মঈন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম

৬৬ পৃষ্ঠার পর

জুম্মাহর খুৎবা পাঠ ও নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি ওই সেন্টারের জন্য বৃহদাকার ও দৃষ্টিনন্দন একটি পবিত্র কোরআন শরীফ প্রদান করেন। মসজিদে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক মুসুল্লি তথা গোটা সেন্টারের জন্য এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক

মূহূর্ত। জুম্মাহর নামাজ শেষে নিউ ইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত ক্বারী শেখ আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারিসহ সেন্টারের খতিব, ইমাম ও অন্যান্য আলেমবৃন্দ।

অসাধারণ বর্ণিল ও শিল্পমাণে বিস্ময়কর কোরআন শরীফটির সঙ্গে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বীর মুক্তাযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, আইটিভি'র সত্তাধিকারী ড. শহীদুল্লাহ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমাম শেখ সাদ জালো।

দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করলেন যুক্তরাষ্ট্র সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান মেনেনডেজ

৬৬ পৃষ্ঠার পর

বিচার বিভাগের কৌঁসুলিদের অভিযোগ, মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নাডিনে আর্সলানিয়ান মিসর সরকারের সহায়তা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কয়েক হাজার ডলারের ঘুষ নিয়েছিলেন। যদিও মেনেনডেজ দম্পতি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বব মেনেনডেজের বয়স ৬৯ বছর। নিজ স্টেট নিউ জার্সীর ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্য থেকেই তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠেছে। তবে সিনেট কমিটির প্রধানের পদ ছাড়লেও কমিটিতে বহাল থাকবেন এবং সিনেটর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মেনেনডেজ। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমার গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জানান, যে অভিযোগ উঠেছে, সেটির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেনেনডেজ। সহকর্মী মেনেনডেজ সম্পর্কে চাক শুমার আরও বলেন, মেনেনডেজ একজন নিবেদিতপ্রাণ জনসেবক। তিনি সব সময় নিউ জার্সির জনগণের জন্য কঠোর লড়াই করেছেন।

এর আগে ২০১৫ সালেও সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল মেনেনডেজকে। ওই সময় ফ্লোরিডার এক চক্ষুচিকিৎসকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও ওই ঘটনায় বিচারকেরা সর্বসম্মত রায় দিতে পারেননি। ২০১৫ সালে মেনেনডেজ যখন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন, তখন সাময়িক সময়ের জন্য কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন মেরিল্যান্ডের ডেমোক্র্যাট সিনেটর বেন কার্ডিন।

এখন মেনেনডেজ ও নাদিনে দম্পতির বিরুদ্ধে নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে নগদ অর্থ, সোনা, দামি গাড়ি ও একটি বাড়ির বন্ধকের জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে।

কৌঁসুলিদের অভিযোগ, মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী গোপনে প্রভাব খাটিয়ে মিসরীয় সরকারকে সহায়তা এবং তিন ব্যক্তিকে আর্থিক সুবিধা দিতে ঘুষ নিয়েছিলেন। ওই তিন ব্যক্তি হলেন ওয়ায়েল হানা, জোসে উরিবে ও ফ্রেড ডাইবস।

গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রকাশ পাওয়া ৩৯ পাতার অভিযোগে বলা হয়েছে, মেনেনডেজের রাজনৈতিক অবস্থান ও ক্ষমতা তাঁকে এ ধরনের দুর্নীতিতে জড়াতে উৎসাহিত করেছে।

মেনেনডেজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, এসব অভিযোগের পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আর আইনজীবীদের মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মেনেনডেজের স্ত্রী নাডিনে আর্সলানিয়ান বলেন, তিনি নির্দোষ। তিনি আশা করছেন, আদালতে নিজের এ অবস্থান প্রমাণ করতে পারবেন।

আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে নিউ ইয়র্ক এর লং আইল্যান্ড, ডালাস, ফ্লোরিডায়

৬৬ পৃষ্ঠার পর

নাসাউ কাউন্টির আইজেনহাওয়ার পার্কে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০২১ সালের নভেম্বরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, টি-২০ বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এখন জোরকদমে চলছে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টির আইজেনহাওয়ার পার্কে ৩৪,০০০ দর্শকাসন বিশিষ্ট মডিউলার স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হচ্ছে। এই স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে গেলে এখানেই হবে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ। ডালাস ও ফ্লোরিডায় যে স্টেডিয়াম আছে, সেখানেও মডিউলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দর্শক, সাংবাদিক ও বিশেষ অতিথিদের জন্য আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। সেই কারণেই মডিউলার স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আইসিসি চিফ এগজিকিউটিভ জেফ অ্যালার্ডিস বলেছেন, ' যুক্তরাষ্ট্রের যে ৩টি মাঠে পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি হবে, সেই মাঠগুলি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এতে আমরা আনন্দিত। ২০টি দল এই বিশ্বকাপে যোগ দেবে। ক্রিকেটের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া বাণিজ্যের কেন্দ্রে টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারলে আমরা বড় সাফল্য পাব।' আইসিসি চিফ এগজিকিউটিভ আরও বলেছেন, 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও কয়েকটি শহরে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ডালাস, ফ্লোরিডা ও নিউ ইয়র্ককেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই টুর্নামেন্ট ঘিরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, সেটা আমাদের ভালো লাগছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটপ্রেমীর সংখ্যা কম নয়। এর আগে যেখানে কোনও আইসিসি ইভেন্ট হয়নি, সেখানে এবার মডিউলার স্টেডিয়ামে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটপ্রেমীরা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। এর আগেও আইসিসি ইভেন্টে মডিউলার স্টেডিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার ডালাস, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্কে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। মডিউলার স্টেডিয়াম হলে দর্শকাসন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।'

নিউইয়র্কে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সংবাদ সম্মেলন

খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি আর বিদেশে চিকিৎসার দাবী

নিউইয়র্ক: বিএনপি'র চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি আর বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে অবিলম্বে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দাবী জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি সহ নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটি বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ একটি মিলনায়তনে মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানানোর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগেরও দাবী জানান।

নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি'র আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র আহ্বায়ক আহবাব চৌধুরীখোকনের সঞ্চালনায়অনুষ্ঠিত জনাকীর্ন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতা, বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন)। সভার শুরুতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলা হয় যে, বাংলাদেশে এখন চলছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের মাফিয়াতন্ত্র। বিনাভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে এই চক্র রাষ্ট্রের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। দুদক কিংবা নির্বাচন কমিশনের মতো বিচার বিভাগকেও গ্রাস করে নিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার নিজেদের ইচ্ছে পূরণের রায় দিয়ে জুনিয়র বিচারকরা প্রমোশন নিয়ে কিংবা পরীক্ষিত আওয়ামী দলীয় ক্যাডারদের বিচারপতি বানিয়ে দেশের হাইকোর্ট- সুপ্রিম কোর্ট দখল করে রেখেছে বলেও অখিযোগ করা হয়। ফলে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এখন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। যার ফলে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ড. শহিদুল আলম কিংবা আদিলুর রহমান খানের মতো দেশে-বিদেশে সম্মানিত মানুষদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারের নামে অবিচার চালানো হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে বলা হয়, ক্ষমতাসীন সরকার বিনা চিকিৎসায় বেগম খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে হত্যার পথ বেঁচে নিয়েছে। ফলে, শেখ হাসিনার বাধার কারণে বেগম খালেদা জিয়া উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারছেন না। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তার বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি-বেপজায় পরামর্শক নিয়োগে, ফ্রিগেট ক্রয়, মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনায় ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, নাইকো, ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয় এবং বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ বলা হয় এসব মামলাসহ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মোট ১৫টি মামলা ছিল। তবে একটি মামলায়ও তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। অথচ সামান্য অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে, আদালতে নেয়া হচ্ছে, বিচার করে রায় দেয়া হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের আন্দোলন-কে 'দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন' উল্লেখ করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশবাসীর মতো ভূমিকা রাখছে বলে দাবী করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি'র সদস্য সচিব বদিউল আলম, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় জাসাস নেতা গোলাম ফারুক শাহীন এবং যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেক দলের নেতা মাকসুদুল হক চৌধুরী ও সাইফুর রহমান খান হারুন সহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তাঁর কনিষ্ঠপুত আরাফাত রহমান কোকার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ মুনাজাত করা হয়। এই মুনাজাত পরিচালনা করেন আব্দুল লতিফ সম্রাট। খবর ইউএনএ'র।

২০২১ সালে বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় সংঘঠিত নৃশংসতার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

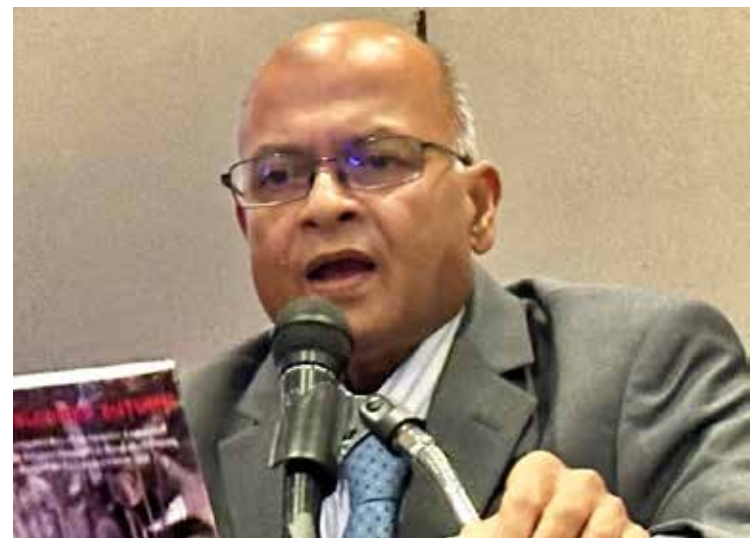

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২১ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময় ধর্মীয় হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গলসহ আরো বেশ কিছু এলাকায় সংগঠিত নৃশংসতার উপর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ,যুক্তরাষ্ট্র এবং হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে আয়োজিত 'মিট এন্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এসময় মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী এবং পাকিস্তান ভিত্তিক হরে রাম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন হুবার্ট হামফ্রে ফেলো রমেশ জয়পাল। মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বোর্ড অফ গভর্নেসের চেয়ারম্যান এটর্নী অশোক কর্মকার, অন্যতম সভাপতি নয়ন বড়ুয়া ও রেভারেন্ড জেমস্ রয়, ইঞ্জিনিয়ার গোবিন্দ নাথ সেন, মানবাধিকার কর্মী গীতা চক্রবর্তী ও উমা চক্রবর্তী।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ,যুক্তরাষ্ট্রর সম্পাদক স্বপন দাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২১ সালে দুর্গাপূজায় মৃতুবরণকারী ব্যক্তিবর্গের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। গীতা পাঠ করেন রাশিকা ব্রজহরি দাস,ত্রিপিটক পাঠ করেন সৌম্যশ্রী বড়ুয়া এবং বাইবেল পাঠ করেন পেস্টর মাহাবুদ চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্যে বোর্ড অফ গভর্নসের চেয়ারম্যান এটর্নি অশোক কর্মকার বাংলাদেশে ২০২১ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময় সংগঠিত নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ বিভাগসহ প্রশাসনের অবহেলার চিত্র তুলে ধরে এসবের প্রতিকার নিয়ে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি সেই ঘটনার পূর্বাপর অবস্থা এবং সংখ্যালঘুদের উৎসবের সময় ভয় দেখিয়ে দমনের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা এবং ভবিষ্যতে যে কোন অঘটন ঘটার পূর্বে সরকারসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতি দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে অপরাপর আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবন জানান। অনুষ্ঠানে সেই সময়ের কিছু সচিত্র প্রতিবেদনও প্রজেকশনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। সহিংস ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বেবী শিকদার তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

সংখ্যালঘুদের প্রতি আরো বেশী মানবিক এবং মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় প্অনুষ্ঠানে রায় ১৫টি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবনা পাঠ করেন গীতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মীসহ কমিউনিটির মূল ধারার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য,২০২১ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংঘটিত হয়। ১৩ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত সর্বশেষ এ ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া যায়।১৩ই অক্টোবর বুধবার দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের নানুয়ার দীঘির উত্তরপাড় পূজামন্ডপে সকালবেলা সেখানে রাখা একটি হনুমান মূর্তির হাঁটুর উপর ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কোরআন রাখার খবর সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই খবরকে কেন্দ্র করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পূজামন্ডপে হামলা করা হয়। হামলার সময় প্রতিমা, পূজামন্ডপ ভাঙচুর ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মারধর করা হয়। হামলাকারীরা কুমিল্লার নানুয়া দিঘির উত্তরপাড় পূজামন্ডপের দুর্গা প্রতিমাটি পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরে ফেলে দেয়। কুমিল্লায় সহিংসতার পর হামলাকারীরা চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, চট্টগ্রামের বাঁশখালী, কক্সবাজারের পেকুয়াতে ও বান্দরবানের লামায় কেন্দ্রীয় মন্দিরে ভাঙচুর করে। কোরআন অবমাননার বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে কমপক্ষে ১৫টি জেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তদন্তে জানা যায়, সেখানে কোরআন রেখেছিল ইকবাল হোসেন নামক এক ব্যক্তি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় ঐদিন মধ্যরাতে নিকটবর্তী একটি মাজার থেকে কুরআন হাতে বের হয়ে তাকে পূজা মন্ডপের দিকে যেতে দেখা যায় এবং শেষে হনুমানের হাতের অস্ত্রটি নিয়ে রাস্তায় ঘুরাফেরা করতে দেখা যায়। যা দেখে ইকবাল হোসেনকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

নিউইয়র্কে ৪৪ আরোহী নিয়ে স্কুল বাস খাদে, নিহত ২

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ৪৪ আরোহী নিয়ে একটি স্কুল বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুজন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। বাসের সামনের টায়ারে ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।এই ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ভাড়া করা এই বাসটি শিক্ষার্থীদের নিয়ে লং আইল্যান্ড থেকে একটি ব্যান্ড ক্যাম্পে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চলন্ত অবস্থায় সামনের টায়ারে ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে যায় এবং ওয়াওয়ায়ান্ডা শহরের কাছে একটি খাদে পড়ে যায়।

কর্মকর্তারা বলছেন, বাসে ৪৪ জন আরোহী ছিলেন। তাদের উদ্ধার করার পর চিকিৎসার জন্য ছয়টি আঞ্চলিক হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় নিহত দুজন হলেন জিনা পেলেটিয়ের (৪৩) এবং বিট্রিস ফেরারি (৭৭)।

কুলের ওয়েবসাইট অনুসারে, নিহত জিনা পেলেটিয়ের স্কুলের মিউজিক প্রোগ্রামে কাজ করতেন। নিউইয়র্ক শহর থেকে উত্তর দিকে প্রায় দুই ঘণ্টার দূরত্বে দুপুর ১টা ১০ মিনিটের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজের জন্য পুলিশ হাইওয়ে বন্ধ করে দেয়।

ফার্মিংডেল হাই স্কুল থেকে ৩০০ জন শিক্ষার্থীকে পেনসিলভেনিয়ার গ্রিলিতে একটি সঙ্গীত ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছয়টি বাস ভাড়া করা হয়েছিল এবং দুর্ঘটনাকবলিত এই বাসটি ছিল সেগুলোরই একটি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার পর বাসটির পাশের জানালা ভাঙা এবং ভেতরে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করতে সেখানে একটি মই লাগানো রয়েছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঐদিন সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বহন করা ওই বাসটি কয়েক মিনিটের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে ৫০-ফুট গভীর (১৫ মিটার) গিরিখাতে পড়ে যায়। এটি বিস্ময়কর ঘটনা।'

তিনি বলেছেন, যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে সম্ভবত বাসের ত্রুটিপূর্ণ সামনের টায়ারের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপরও এই বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। বাসে থাকা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর বয়স ছিল ১৪ বা ১৫ বছর। গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে তাদের সবাইকে উদ্ধার করতে ৪৫ মিনিট সময় লেগেছে।

সাউথ জার্সির গনেশ উৎসবে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ সেপ্টেম্বর , শুক্রবার সন্ধ্যায় সাউথ জারসিতে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগ হারবার শহরের ৫৭১, দক্ষিন পোমনাতে অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরের মিলনায়তনে গনেশ চতুর্থী উৎসব উপলক্ষে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী শিল্পীরা নৃত্য-গীতে মিলনায়তন ভর্তি দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।বিশেষ করে খুদে শিল্পীদের পরিবেশনা সবাইকে বিমোহিত করে রাখে। গীতে মিলনায়তন ভর্তি দর্শকদের বিমোহিত করে ভিয়ান, পরী,শানভি, হীর,আশি,আরভ,শিয়া, ধ্রুব ,আশনা, জে,ভানি , জিয়া,ভিয়ম,কৃসানা, কৃষা,রুহী,ভানি,জিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহন করেন।

বিপুল সংখ্যক দর্শক মনোমুগ্ধকর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনায় দর্শকরা বিমোহিত হয়ে পড়েন। মুহমুহ করতালিতে তাঁরা মিলনায়তন মুখরিত করে রাখেন। প্রায় ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিলনায়তন ভর্তি দর্শকদের মনে মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দেয়।-সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজের বাসভবনে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর মাগরিবের নামাজের পর বাংলাদেশ আমেরিকা লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং রানো নেওয়াজ এর উদ্যোগে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে কমিউনিটির ঐক্য ও শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ড. সাইয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী বদরপুরী বাংলাদেশি কমিউনিটি, মুসলিম সম্প্রদায়সহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের কল্যাণে দোয়া পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, এই মিলাদ মাহফিলের বদৌলতে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সকলের গুণাহ মাফ করে দেবেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বাবা মা সহ যারা ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ যেন তাদের বেহেস্তে নসিব করেন। শাহ নেওয়াজ দম্পতি প্রতিমাসেই তাদের কুইন্স বাসভবনে এই ধরনের ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। গত শুক্রবারে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

মিলাদ মাহফিল এর আগে আয়োজিত বারবিকিউ পার্টিতে কমিউনিটির বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহনকারিদের মধ্যে ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর, রুপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, ইউএস অনলাইন সম্পাদক সাখাওয়াত সেলিম, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট আমিন মেহেদি বাবু, কাজী আযম ও ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম, কণ্ঠশিল্পী রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলি ও কামরুজ্জামান বকুল, আশা হোম কেয়ার এর আকাশ রহমান, ময়নুজ্জামান চৌধুরী, এলিন রহমান, শোটাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, আব্দুর রশীদ বাবু, মো: আলম নমি, ফিরোজ আহমেদ, আবু বকর সিদ্দিক, মোস্তফা অনিক রাজ, বেলাল হোসেন, মফিজুর রহমান, শফি উদ্দীন, আব্দুল কাদের, সুলতানা বেগম, মারিয়া, এনএসএম মইনুল ইসলাম সজল, নাফিযা, রাসেল প্রমুখ।

মোঃ জিল্লুর রহমান খানকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর মোঃ জিল্লুর রহমান খানকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নিয়োগ ওদ্বিতীয়বার কারণ দর্শানোর নোটিস প্রদান করা হয়েছে সহ সভাপতি মোঃ শাহীন কামালীকে ।

গত ১০ সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় কুইন্স মামা'স পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকাইনক'র বোর্ড অফ ট্রাস্ট্রি ও কার্যকরি কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিতসভায় উপস্থিত ছিলেন, বোর্ড অফ ট্রাস্টি বদরুন নাহার খান মিতা, সায়দুন নূর, সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ লোকমানহোসেন লুকু ও মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, ক্রীড়াসম্পাদক মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদখান, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, ও মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক

মৌলভীবাজারের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রাজনীতিবিদ মোঃ জিল্লুর রহমান খানকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদেযৌথ সভা সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সভায় বোর্ড অফ ট্রাস্টির অনুরোধে সর্বসম্মতিক্রমে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র সহ সভাপতি মোঃ শাহীনকামালীকে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬ ধারা ৯ সুস্পষ্ট লঙ্গণ এবং সংগঠন বিরোধী কার্যক্রম দায়ে দ্বিতীয়বার কারণ দর্শানোরনোটিস দেওয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গঠনতন্ত্র সংশোধনী জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়, এরা হলেন আহবায়ক- আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকবোরহান উদ্দিন, সদস্য: সহ-সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সালআলম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির। সাবেক এবং বর্তমান উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাবৃন্দ পরামর্শ নিয়ে নিউইয়র্কের নট ফরপ্রফিট এর লো এবং সংগঠনের বর্তমান গঠনতন্ত্রের সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে আগামী ৮ অক্টোবর জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দ ও সাবেক বোর্ড অফট্রাস্টি সাথে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক আলোচনাসভা আয়োজন করা হবে বললে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী জানালাবাদবাসীকে আজীবন সদস্য সংগ্রহ গ্রহণ করার জন্য এবং সংগঠনের সার্বিক কল্যানেরলক্ষে সকলের করণীয় ও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম প্রেরিত

নিউইয়র্ক প্রবাসী আখতার আহমেদ রাশার বিরুদ্ধে ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম নকলের অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক প্রবাসী আখতার আহমেদ রাশা নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ভাস্কর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম চৌর্যাবৃত্তির অভিযোগ করেছেন তার মেয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির জাগরণ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফুলেশ্বরী প্রিয়নন্দিনী।

গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম সংরক্ষণ এবং চৌর্যবৃত্তি রোধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে জাগরণ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফুলেশ্বরী প্রিয়নন্দিনী বলেন, ভাস্কর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর জীবন সংগ্রাম ও কর্মযজ্ঞ নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এক আলোকবর্তিকা। মূলত, কুড়িয়ে পাওয়া ও পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি, শুকনো ডাল, বাঁশ, পানিতে ভেসে আসা কাঠের খণ্ড, গাছে জন্ম নেওয়া ছত্রাক ইত্যাদি ছিল তার ভাস্কর্য তৈরির উপকরণ ও মাধ্যম। দেশে-বিদেশে শিল্পানুরাগীদের কাছে সমাদৃত এ ভাস্কর্যগুলো কেবল দৃষ্টিনন্দনই নয়, এই শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে পরিবার ও সমাজে নিগৃহীত একজন বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা নারীর আগুনপাখি ফিনিক্স হয়ে ওঠার গল্প। মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান এবং শিল্পকর্মের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাকে ২০১০ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করেছেন।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সম্প্রতি নিউইয়র্ক প্রবাসী আখতার আহমেদ রাশা নিউইয়র্ক, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর বিভিন্ন সময়ের ভাস্কর্যগুলো নকল করে মৌলিক শিল্পকর্ম হিসেবে প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছি, আরও কেউ কেউ ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম সামান্য পরিবর্তন বা বিকৃত করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, একজন অগ্রজ শিল্পীর শিল্পকর্ম, মাধ্যম, দর্শন বা জীবনবোধ দ্বারা যেকোনো ব্যক্তি বা শিল্পী অনুপ্রাণিত হতে পারেন। কিন্তু অনুসরণ আর অনুকরণের মধ্যে যে পার্থক্য তা অনুধাবন করা জরুরি। অনুকরণ, নকল বা কপি করা কাজ কখনো মৌলিক শিল্পকর্ম হিসেবে প্রদর্শিত হতে পারে না। এটি নন্দনতত্ত্বের নৈতিকতার পরিপন্থি। ক্রমাগত নকল করে প্রকৃত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিবর্তে বরং তার সমগ্র জীবনের সাধনাকে অসম্মান করা হয়।

তাই সংগত কারণে এই অশিল্পীসুলভ আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। যেহেতু মৌখিকভাবে বহুবার অনুরোধের পরও আখতার আহমেদ রাশার এ চৌর্যবৃত্তিকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি, তাই আইনি প্রক্রিয়া নিতে বাধ্য হচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম সংরক্ষণ না হওয়ায় তা হারিয়ে যেতে বসেছে। তার শিল্পকর্মের চৌর্যবৃত্তি হচ্ছে। এসব শিল্পকর্মগুলো সরকারি উদ্যোগে সংরক্ষণ করা দরকার। তবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকর্মগুলো কপিরাইট করা ঠিক নয়। সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে। শিল্পকর্ম নকল বা কপি করাকে শিল্পসন্ত্রাস অবহিত করে অভিনেত্রী শম্পা রেজা বলেন, এসব ব্যাপারে সরকারের চোখ বন্ধ কেন? ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কপি হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। এ সময় চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

জাগরণ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের নির্বাহী সভাপতি আবৃত্তিশিল্পী শওকত আলী বলেন, সরকার উদ্যোগ নিলে জাতীয় জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শিল্পকর্ম সংরক্ষণ করা সম্ভব।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকারকর্মী শারমিন শামস মুনমুন, লেখক শাশ্বতী দীপ্ত ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহাদাত রাসেল প্রমুখ।

- বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

ঊনবাঙালের ৪০ তম সভায় ডায়াস্পরা সাহিত্য

পরিচয় ডেস্ক: ঊনবাঙালের ৪০ তম সাহিত্যসভা গত ১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার বিকেলে জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মুক্তি জহির অনুষ্ঠানের শুভসুচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের এর সঞ্চালনায় "ডায়াস্পরা সাহিত্য" নিয়ে আলোচনা করেন নির্ধারিত আলোচক কবি সৈয়দ কামরুল ও কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। সৈয়দ কামরুল ডায়াস্পরা সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেন, যারা নানান কারণে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে বাধ্য হন, তাদের মধ্য থেকে তৈরি হওয়া লেখকগোষ্ঠীই হচ্ছে ডায়াস্পরা সাহিত্যিক এবং তাদের রচিত সাহিত্যই ডায়াস্পরা সাহিত্য। তাদের রচনায় মাতৃভূমির যৌথ স্মৃতি, নস্টালজিয়া, ফেরার আকুলতা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। কাজী জহিরুল ইসলাম কসোভোর ডায়াস্পরা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা উল্লেখ করে বলেন, তাত্ত্বিকভাবে সৈয়দ কামরুলের সাথে আমি একমত কিন্তু ইউরোপীয়রা এখন ভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করা জনগোষ্ঠীর কম্যুনিটিকে ডায়াস্পরা সমাজ হিসেবে বিবেচনা করে। তবে একথা ঠিক যে মাতৃভূমির স্মৃতি এবং সেখানে ফেরার যে আকুলতা এটিই ডায়াস্পরা সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। সঞ্চালক মাহমুদ খান তাসের ডায়াস্পরা শব্দটির একটি যথাযথ বাংলা শব্দ নির্মাণের জন্য কবিবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রেখে আলাপচারিতার সমাপ্তি টানেন।

ঢাকা থেকে আগত কবি ফেরদৌস সালামকে সভার বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তিনি বেশ কিছু সুখপাঠ্য কবিতা পড়ে শোনান।

ঊনবাঙাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত বাংলা ভাষার বিখ্যাত কিছু কবিতা আবৃত্তি করা হয় ৪০ তম সভায়। আহসান হাবিব পাঠ করেন আল মাহমুদের 'বিপাশার চোখ', মুন্না চৌধুরী পড়েন রফিক আজাদের 'প্রতীক্ষা', ফাহমিদা ওয়াদুদ পড়েন সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়', মাহফিল আলী পড়েন ফজল শাহাবুদ্দিনের 'অকস্মাৎ' এবং ফরিদা ইয়াসমিন পড়ে শোনান আল মাহমুদের 'কবিতা এমন'।

স্বরচিত কবিতা পাঠ পর্বের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কম্যুনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পানুরাগী মানুষ ফখরুল আলম এবং ঊনবাঙালের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ ফজলুর রহমান।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ওয়াহেদ হোসেন, সৈয়দ কামরুল, ফাহমিদা ওয়াদুদ, সৈয়দ রাব্বী, রেণু রোজা, কাওসার পারভীন চৌধুরী, সুমন শামসুদ্দিন, কাজী ফৌজিয়া, এস এম মোজাম্মেল, মোশাররফ হোসেন, ইমাম চৌধুরী, জান্নাত সুলতানা, খালিদ মিঠু, মুজিবুল হক,কাজী আসাদ, রওশন হক, সুলতান বোখারী, স্বপ্ন কুমার, মিজানুর রহমান এবং কাজী জহিরুল ইসলাম।

শেষ পর্বে পঠিত লেখার ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। নৈশভোজে অনানুষ্ঠানিক শিল্পাড্ডা জমে ওঠে এবং তা চলে বেশ কিছুক্ষণ।

কাজী ফৌজিয়া এবং সৈয়দ ফজলুর রহমান এই কম্যুনিটির কয়েকজন নারী লেখক/ সাংবাদিককে সামাজিক মাধ্যমে অপমানজনক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, একজন চিহ্নিত ব্যক্তি ফেইক আইডি থেকে বারবার এ-ধরনের আক্রমণ করে নিউইয়র্কের পরিবেশ কলুষিত করছে। আমাদের সকলেরই উচিত এ-ধরণের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ জানানো।

আবৃত্তি পর্বটি পরিচালনা করেন মুক্তি জহির এবং স্বরচিত লেখা পাঠ পর্ব পরিচালনা করেন ইমাম চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ভিসা নিষেধাজ্ঞা সুখকর অভিজ্ঞতা নয় - বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার

৫ পৃষ্ঠার পর

সে আলোচনাসহ সার্বিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের হয়েছে।'

ভিসা নীতি আরোপের বিষয়ে শাহরিয়ার আলম বলেন, 'শুরুতে যেভাবে বলেছিলাম, বিষয়টি বাংলাদেশ দেখবে এবং প্রত্যাশা করে এটির প্রয়োগ যাতে সঠিকভাবে হয়। যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা আরও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে, সঠিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে করছেন, তবে এটি সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। আমাদের এর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।'

তিনি বলেন, 'ভিসা নীতির কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা হলেও অতিতে নির্বাচনের আগে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, তাদের কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের কেউ যদি ভিসা নীতির আওতায় পড়েন, আমরা জানতে পারলে, এটা যদি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে, ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে কথা বলব। এর আগেও কিন্তু তিনজন ব্যাক্তি বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে এবং সফলতার সঙ্গে সেগুলো সমাধান করেছি। সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তি বা তার পরিবারের বিষয়ে আমাদের কার্যক্রমে কোনো অসুবিধা হলে আমরা এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করব।'

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ কোন দলের কতজন এবং কবে এ বিষয়টি বাংলাদেশকে জানিয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জানতে চেয়েছি। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করে জানতে হবে, আসলে তারা কতটুকু প্রকাশ করবে। দুই দিন আগে আমাদের জানানো হয়েছিল। আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টি ছিল। বাংলাদেশকে একটি সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি সংখ্যা প্রকাশ না করে, তাহলে আমরা জানাবো না। তবে এ মুহূর্তে একটুকু বলতে পারি সংখ্যাটি বড় নয়।' সংসদের বিরোধী দল আর মাঠের বিরোধী দলের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দল বলতে কাকে বুঝিয়েছে উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যতটুকু বুঝেছি, তারা বিএনপিজামায়েতের কথা বলেছে।' আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো দেশের হস্তক্ষেপ দেখতে চাই না। তবে যখন ভিসা নীতি ঘোষনা করেছে, তখন আমরা বিষয়টিকে ভালোভাবে নিয়েছি। বর্তমান আইন অনুযায়ী একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন যাতে করতে পারে, এ বিষয়ে সরকার সার্বিক সহায়তা দেবে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পর্যবেক্ষক না পাঠানো ও ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সরকার চাপ অনুভব করছে কি না উত্তরে শাহরিয়ার আলম বলেন, 'ইইউ কোথাও বলেনি যে সরকার বিদেশি পর্যবেক্ষক আসতে দিতে চাচ্ছে না। ইইউ যারা এসেছিলেন, তাদের সহযোগিতা করেছে সরকার। আগামী অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রাক নির্বাচনী দল ঢাকা আসার কথা রয়েছে। তাদেরকেও সহযোগিতা করা হবে। শেখ হাসিনার সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চায়, এগুলো সে বার্তাই দেয়।'

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা রয়েছে কি না উত্তরে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের আগে আর কোনো ধরনের বিবৃতি বা পদক্ষেপ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে মনে হবে, যুক্তরাষ্ট্রকে এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনো কারণ ঘটেছে কি গত দুই বছরে?' সুত্র দৈনিক সমকাল

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম শুরু

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সংবাদ বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার।

বিবৃতিতে ম্যাথু মিলার বলেছেন, শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই ব্যক্তিরা হতে পারেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্য। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য বিবেচিত নাও হতে পারেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে প্রমাণিত ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে এই ভিসানীতির আওতায় মার্কিন ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, বিরোধী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারী, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পড়তে পারেন।

বিএনপি কি আসলেই নির্বাচন চায়, নিউ ইয়র্কে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

৬৬ পৃষ্ঠার পর

লুটেরার হাতে ক্ষমতা গেলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সবাইকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় তিনি এসব কথা বলেন। এবার নিউ ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোল্লা ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও নিউ ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুর রহমানের সঞ্চালনায় বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রী ও আংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আরো বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষের দুঃসময়ে পাশে থেকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে দলটি। আর বিএনপি-জামায়াত মানুষকে পুড়িয়ে মারার রাজনীতি করে। এর আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে তাকে সংবর্ধনা দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। নাগরিক সংবর্ধনার মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদ, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবর রহমান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান ।

এর আগে এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন।

এসময় সেখানে শান্তি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগ, নিউ ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লিগ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র মিহলা আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর বিপুল নেতা ও কর্মীবৃন্দ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেট, কানাডার মন্ট্রিয়ল ও টরন্টো থেকে আগত আওয়ামী পরিবারের সদস্যবৃন্দ। ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওয়াশিংটন ডিসি সফর শেষ করে তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করবেন এবং ৪ অক্টোবর দেশে ফিরবেন।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ফের মানুষের ঢল ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসের সীমান্তে, চ্যালেঞ্জের মুখে বাইডেন

প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে আরও বড় অবদান রাখতে চান, কিন্তু...

এন এন তরুণ : 'স্বদেশের উপকারে নাই যার মন, কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন'ড়স্কুলজীবনে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে সম্ভবত আমাদের সবাইকেই বাক্যটির ভাবসম্প্রসারণ করতে হয়েছে। তারপর আছে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ডিজিটাল জীবনমান সূচক ২০২৩
বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম, ইন্টারনেটের গতি বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে ৫% কম

পরিচয় ডেস্ক: 'ডিজিটাল কোয়ালিটি অভ লাইফ ইনডেক্স ২০২৩', অর্থাৎ ডিজিটাল জীবনমান (ডিকিউএল) সূচক প্রতিবেদন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

গুগলের সেরা বিজ্ঞানী বাংলাদেশি তাসিফ খান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ইয়াসির মুহাম্মদ তাসিফ খান। চলতি বছর গুগলের সেরা বিজ্ঞানীর সম্মাননা 'গুগল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন তিনি। বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা পদকগুলোর একটি এই গুগল রিসার্চ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করলেন যুক্তরাষ্ট্র সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান মেনেনডেজ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বব মেনেনডেজ পদত্যাগ করেছেন। মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ তুলেছে জাষ্টিস ডিপার্টমেন্ট । এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত হওয়ায় সিনেটের প্রভাবশালী বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন নিউ জার্সী থেকে নির্বাচিত মি: মেনেনডেজ।
যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসের সীমান্ত এলাকা দিয়ে সম্প্রতি সহস্রাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসনপ্রবাহের ফলে এখনো অনেকে বাস ও কার্গো ট্রেনে চেপে প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোর সীমান্ত শহরে ভিড় করছেন। সান দিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া এবং টেক্সাসের শহর এল পাসো ও ইগল পাসে এই প্রবণতা বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, নির্বাচন মৌসুমে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের এমন ঢল প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে।
অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া বন্ধে গত মে মাসে নতুন নীতি গ্রহণ করে বাইডেন প্রশাসন। মানব ঢল নিয়ন্ত্রণে বাইডেন প্রশাসন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বাছাই ও পুনরায় প্রবেশে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা দেয়। এমন কঠোর অবস্থানের ফলে এক মাসের মধ্যেই সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার পরিমাণ ৭০ শতাংশ কমে যায়। কিন্তু সম্প্রতি সীমান্তে আবারও মানুষের ভিড় বেড়েছে। তাঁদের অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেক্সিকোর ভেতর দিয়ে কার্গো ট্রেনে করে আসছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনুপ্রবেশকারীদের আটক ও একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার মতো সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ফলে গত মে মাসে বাইডেন প্রশাসন যে কঠোর নীতি ঘোষণা করেছিল, তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর ফলে অবৈধভাবে প্রবেশের পরও কিছু আশ্রয়প্রার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ভাগ্য এখন আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। অভিবাসন নীতিবিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান অ্যান্ড্রু শেলের মতে, 'বাইডেন প্রশাসন একটি উপযুক্ত কৌশল নিয়েছে। কিন্তু তাদের এটি বাস্তবায়নের মতো জনবল ও সক্ষমতা নেই।' রয়টার্সের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) বলেছে, তারা নিরাপদ ও দক্ষতার সঙ্গে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি প্রক্রিয়ায় আনার কাজ বাস্তবায়ন করছে।

বিএনপি কি আসলেই নির্বাচন চায়, নিউ ইয়র্কে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি আসলেই নির্বাচন চায় কিনা- এমন প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি নির্বাচনে বিশ্বাস করে না। ভোট চুরি ছাড়া কখনো দলটি নির্বাচনে জিততে পারে না। এসব *বাকি অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়*

ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশন উপলক্ষে নিউ ইয়র্ক সফররত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম গত শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে নিউ ইয়র্ক এর লং আইল্যান্ড, ডালাস, ফ্লোরিডায়

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২০২৪ সালে পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলির মধ্যে ডালাস, ফ্লোরিডা ও নিউ ইয়র্কে হবে ম্যাচ। গত বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) এই ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। যুক্তরাষ্ট্রে এর আগে আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ হয়েছে। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচ খেলেছে ভারত। এবার টি-২০ বিশ্বকাপ হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রে। সেদেশে প্রথমবার হতে চলেছে টি-২০ বিশ্বকাপ। ম্যাচগুলি হবে ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি, ফ্লোরিডার ব্রাওয়ার্ড কাউন্টি (ফোর্ট লডারডেল) ও নিউ ইয়র্কের *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

সবার মধ্যে থেকেও কি আপনি খুব একা

পরিচয় ডেস্ক: একা একা থাকা আর একাকিত্বের অনুভূতিড়এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ভিড়ের মধ্যে থেকেও খুব একা লাগতে পারে। এর রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।
লিও তলস্তয় বলেছিলেন, 'প্রতিটি সুখী পরিবার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

যৌবন ধরে রাখতে যে ৫ বাদাম নিয়মিত খেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: একটা বয়সের পর ত্বক তার নমনীয়তা হারায়। কিন্তু অল্প বয়সে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া সত্যিই চিন্তার কারণ। আজকাল বয়স ত্রিশের কোঠা পেরোতে না *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে 'হালাল হলিডে'র জনপ্রিয়তা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে "হালাল হলিডে'র জনপ্রিয়তা বেড়েছে। "হালাল" বলতে ইসলাম বিধানমতে বৈধ বিষয়কে বোঝায়। আর হালাল হলিডে হচ্ছে এমন সব জায়গায় অবকাশযাপনে যাওয়া যেখানে মুসলিমরা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯